NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বড়দিন: বড় দিন নয়, যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন

মমতার খাড়গে-প্রস্তাব খারিজ পাওয়ারের ৭

কলকাতা ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ ১০ পৌষ ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ১৯৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 27.12.2023, Vol.17, Issue No. 195, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

যাদবপুরের সমাবর্তন অবৈধ, আদালতে যাওয়ার রাস্তা খোলা: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যপাল তথা আচার্যের সায় ছিল না। তারপরও ২৪ ডিসেম্বরের সূচি মেনে সমাবর্তন হয়েছে। তাতেই যাদবপুর যেন রাজরোষে। কিন্তু, ডিগ্রিধারী পড়ুয়াদের দোষটা আসলে কোথায়! উঠেছে সেই প্রশ্ন। এরইমধ্যে সমাবর্তন নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। তিনি জানিয়েছেন, যাদবপুরের সমাবর্তন বেআইনি। তবে কি যে ডিগ্রি পড়ুয়াদের দেওয়া হয়েছে তা বৈধতা পাবে না? সমস্যার মুখে পড়বে আগামীর ভবিষ্যৎ? রাজ্যপাল বলছেন, 'আচার্য হিসাবে আদালতে যাওয়ার রাস্তা খোলা আছে। কিন্তু পড়ুয়াদের অসুবিধা হতে পারে। তাই এই অবৈধ ডিগ্রি প্রদানকে কী করে বৈধ করা যায় তার জন্য আমি আইনি পরামর্শ নিচ্ছি।'

প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকারের অনুমোদন পাওয়ার পর চব্বিশে ডিসেম্বরের সমাবর্তন নিশ্চিত করে ফেলেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তেইশে ডিসেম্বরের রাতে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছিল পুরোদমে। তখনই সব ওলটপালট করে দেন আচার্য। সমাবর্তনের কয়েকঘণ্টা আগে রাতারাতি অন্তর্বর্তী উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউকে পদ থেকে সরিয়ে দেন তিনি। আর তাতেই সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হওয়া নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত কোর্ট মিটিংয়ের পর বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে সমাবর্তনে হাজির ছিলেন বুদ্ধদেব। কিন্তু, তাঁর বিরুদ্ধে যে 'অনৈতিক' কাজের, 'দুর্নীতির' অভিযোগ তোলা হয়েছে তা ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। স্পষ্ট বলেছিলেন, 'আমি কোনও অপরাধ করেছি বলে তো মনে হচ্ছে না।' খানিকটা অভিমানের সুরেই বলেছিলেন, 'আমি তো আমার মনুষ্যত্ব খুইয়ে কিছু করব না।' তবে বুদ্ধদেব সমাবর্তনে হাজির থাকলেও পৌরহিত্য করেননি। সেই দায়িত্ব নিজেই ঘোষণা করে তুলে দেন সহ-উপাচার্যের হাতে। এ নিয়ে যাদবপুরের কোর্টের সদস্যদের দাবি ছিল, ভবিষ্যতে যাতে পড়ুয়াদের ডিগ্রি নিয়ে কোনও গোলযোগ দেখা না যায় সে কারণেই সহ উপাচার্য অমিতাভ দত্ত সমাবর্তনে পৌরহিত্য করেন। যদিও বুদ্ধদেবকে সরানো ঠিক বলেই মত রাজভবনের। রাজ্যপাল বলছেন, উপাচার্য পদ পেয়ে লোভী হয়ে উঠেছিলেন। উপরন্তু আচার্যের কথা অমান্য করেছেন বলেই বুদ্ধদেব সাউকে উপাচার্য পদ থেকে সরানো হয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের জন্য নতুন কোর কমিটি গড়লেন শাহ-নাড্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বঙ্গ স্যাফ্রন ব্রিগেডে। এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল লোকসভা নির্বাচনের এই প্রস্তুতি। বঙ্গে পা রেখে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের জন্য 'ম্যানেজমেন্ট টিম' তৈরি করে দিলেন শাহ। বঙ্গ বিজেপি শিবির সূত্রে খবর, ১৫ জনকে নিয়ে এই তালিকা তৈরি হয় মঙ্গলবার। আর এই নির্বাচনী কোর টিমে রাজ্য বিজেপির যে কোর কমিটি রয়েছে, তার সব সদস্য জায়গা পাননি বলেই জানা যাচ্ছে। জায়গা পাননি চার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও।

মঙ্গলবার এই সদস্যদের সঙ্গেই বিধাননগরের হোটেলে বৈঠক করেন শাহ ও নাড্ডা। সেখানেই এই তালিকা দেওয়া হয় বলে সূত্রের খবর। এদিনের এই বৈঠকে মূলত আলোচনা হয় নির্বাচনের রূপরেখা নিয়েই। এদিকে, মঙ্গলবার শাহ ও নাড্ডার বৈঠকের পর বুধবারই বিজেপির রাজ্য কমিটি বৈঠকে বসতে চলেছে বলে সূত্রের খবর। আইসিসিআর-এ হবে জরুরি ভিত্তিতে ওই বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

আপাতত বঙ্গ বিজেপি শিবির সূত্রে যে খবর মিলছে তাতে মোট ১৫ জনের নির্বাচনী কমিটি তৈরি করা হয়েছে। যাতে থাকছেন চার জন কেন্দ্রীয় অবজারভার। এঁরা হলেন, সুনীল বনশল, অমিত মালব্য, আশা লাড়কা ও মঙ্গল পান্ডে। বাকি ১১ জন রাজ্যের নেতানেত্রী। সেই তালিকায় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে রয়েছেন জগন্নাথ সরকার, অগ্নিমিত্রা পল, লকেট চট্টোপাধ্যায়, দীপক বর্মন ও জ্যোতির্ময় মাহাতো। এর পাশাপাশি রয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, সাংসদ দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিন্‌হা, অমিতাভ চক্রবর্তী ও সতীশ ধন্দ। নির্বাচনী এই কোর টিমের কাজ হবে নির্বাচন সংক্রান্ত সব কাজ দেখা। কোথায়, কীভাবে প্রচার হবে, কোন কোন কেন্দ্রীয় নেতা রাজ্যে আসবেন এই সব ঠিক করার দায়িত্ব থাকবে এই নেতাদের কাঁধেই।

এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে রাজ্য বিজেপিতে যখন বারবার গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে উঠছে, তার মধ্যে এই টিম গঠন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শুধু তাই নয়, মঙ্গলবার এই ১৫ জনকেই এদিন বৈঠকে ডেকেছিলেন শাহ-নাড্ডা। নির্বাচনী কোর কমিটিতে জায়গা পাননি চার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী- নিশীথ প্রামাণিক, শান্তনু ঠাকুর, সুভাষ সরকার ও জন বার্লা।

গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি পর্যালোচনা

আজ বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি পর্যালোচনা করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ বৈঠকে বসছেন। মেলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের ১৫ জন মন্ত্রী ও আঠারোটি দপ্তরের সচিবদের ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি গঙ্গাসাগর মেলার সঙ্গে যুক্ত থাকার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদেরও নবান্ন সভাগারের ওই বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এর পরে মেলার প্রস্তুতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে মুখ্যমন্ত্রী আগামী মাসের শুরুতেই গঙ্গাসাগর যেতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। সব ঠিকঠাক থাকলে ৩ এবং ৪ জানুয়ারি তাঁর এই গঙ্গাসাগর সফরের সম্ভাবনা রয়েছে। ওই বৈঠকের পর আগামীকাল রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকেও রয়েছে। নতুন বছরের ১২-১৫ জানুয়ারি সাগরদ্বীপে আয়োজিত গঙ্গাসাগর মেলায় লাখ লাখ মানুষ পুণ্যস্নান করতে আসবেন। পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি, গঙ্গাসাগরে আগত গোটা দেশের মানুষের কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতার বিষয়টি তুলে ধরতে চাইছে রাজ্য সরকার। মুড়িগঙ্গায় ড্রেজিং থেকে শুরু করে গঙ্গাসাগর মেলা সংক্রান্ত সেচ দপ্তরের হাতে থাকা সমস্ত কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে সাগরদ্বীপে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। সেচ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, লট-৮-এর অদূরে ২ এবং ৩ নম্বর পোলের মধ্যে নতুন করে একটি চর দেখা দিয়েছে। ড্রেজিংয়ের বাকি কাজ হয়ে গেলেও নতুন করে দেখতে পাওয়া এই চর কাটাই এখন প্রশাসনের কাছে বড় মাথাব্যাথার কারণ। এই চর কাটতে ড্রেজার নিয়ে আসা হয়েছে ফরাক্কা থেকে। মুড়িগঙ্গার ড্রেজিং বাদ দিয়ে মেলার আয়োজনের প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ করে থাকে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর। তারাও পূর্ণ উদ্যমে প্রস্তুতির কাজ করছে।

ইতিমধ্যে দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় বেশ কয়েক বার গঙ্গাসাগর পরিদর্শন করেও এসেছেন। সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা যেহেতু সাগর বিধানসভার বিধায়ক। তাই এই মেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে হচ্ছে। নবান্ন সূত্রে খবর, বুধবারের বৈঠকে মন্ত্রীদের মেলা সংক্রান্ত বিষয়ে বেশ কিছু নির্দেশ দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

গুরুদ্বার-কালীঘাট দর্শনের পরেই স্ট্র্যাটেজি বৈঠকে শাহ এবং নাড্ডা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার গভীর রাতে শহরে এসেছিলেন অমিত শাহ। এসেছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাও। আসন্ন লোকসভা ভোটে বাংলায় ভাল ফল করতে মরিয়া বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বঙ্গ বিজেপি কতটা প্রস্তুত, তা খতিয়ে দেখতেই শহরে আসেন বিজেপির দুই মহারথী।

এদিন বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেল থেকে বেরিয়ে তাঁরা রওনা দেন জোড়াসাঁকোয় একটি গুরুদ্বারে। সাড়ে ১১টা নাগাদ এম জি রোডের ধারে সেন্ট্রাল এভিনিউয়ের ওই গুরুদ্বারে পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। সকাল থেকেই গুরুদ্বারের চত্বর মুড়ে রাখা হয়েছিল নিরাপত্তার চাদরে। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, অগ্নিমিত্রা পল ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকার। গুরদ্বারের ভিতরে বিশেষ প্রার্থনা করেন অমিত শাহ, জেপি নাড্ডারা। দেশবাসীর মঙ্গল কামনায় গুরুদ্বারে প্রার্থনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা।

গুরুদ্বারের থেকে বেরিয়ে কালীঘাটের মন্দিরে পৌঁছে যান অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে দেখার জন্য মন্দির চত্বরে উপচে পড়ে ভিড়। ব্যারিকেড করে ভিড় সামাল দেন পুলিশকর্মীরা। কালীঘাট মন্দিরের

প্রবেশের সময় হাত নেড়ে সকলের শুভেচ্ছা ও অভিবাদন গ্রহণ করেন শাহ।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কালীঘাটে যাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই সেখানে সাধারণ ভক্তদের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা শুরু করেছিল পুলিশ। দু'পাশে ব্যারিকেড করে দেওয়া হয়েছিল। তবে এসবের মধ্যেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গাড়ি থেকে নামতেই দু'পাশে সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো।

আরবিআই-কে হুমকি ইমেল

মুম্বই, ২৬ ডিসেম্বর: রিজার্ভ ব্যাংকে বোমা হামলার হুমকি। মঙ্গলবার, ইমেইলে বোমা হামলার হুমকি পেল রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মুম্বই শাখা। তবে শুধু আরবিআই-তেই নয়, একই রকম হুমকি ইমেইল এসেছে মুম্বইয়ের আরও দুটি ব্যাংকের শাখাতেও। এই দুটি ব্যাংক হল এইচডিএফসি এবং আইসিআইসিআই। পুলিশ জানিয়েছে, 'খিলাফত.ইন্ডিয়া' নামে এক ইমেইল আইডি থেকে এই হুমকি ইমেইলগুলি করা হয়েছে। ইমেইলে বলা হয়েছে, 'আমরা মুম্বইয়ের ১১টি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বোমা রেখে দিয়েছি। বেসরকারি ব্যাংকগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে ভারতের ইতিহাসে সবথেকে বড় জালিয়াতি করেছে আরবিআই।'

বিস্তারিত দেশের পাতায়

দণ্ড সংহিতা বিলে অনুমোদন রাষ্ট্রপতির

আইনে পরিণত হল তিনটি বিল

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর: বিরোধীদের আশঙ্কা সত্যি প্রমাণিত করে শীতকালীন অধিবেশনেই প্রায় বিরোধীহীন সংসদের দু'কক্ষে নতুন দণ্ডসংহিতা সংক্রান্ত তিনটি বিল পাশ করিয়ে নিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার। এ বার সেই বিলে সই করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। এবারের শীতকালীন অধিবেশনেই সংসদে পাশ হয়েছিল দণ্ড সংহিতা বিল। এবার অনুমোদন দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সোমবারই দণ্ড সংহিতা ৩টি বিলে রাষ্ট্রপতি সিলমোহর দেন। রাষ্ট্রপতির সিলমোহরের সঙ্গে-সঙ্গেই বিল তিনটি আইনে পরিণত হয়েছে। আইপিসি-র জায়গায় আসা দণ্ড সংহিতা আইনের ৩টি অংশ হল, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় সুরক্ষা সংহিতা ও ভারতীয় সাক্ষ্য আইন। এই তিনটি বিল এবারের শীতকালীন অধিবেশনেই পাশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রাজ্যসভায় যখন বিলটি পাশ হয় তখন কার্যত বিরোধীশূন্য ছিল সংসদ। সেই সময়ই স্মোককাণ্ডে বিক্ষোভের জেরে শতাধিক সাংসদকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তার মধ্যেই প্রথমে লোকসভায় ও পরে রাজ্যসভায় ধ্বনি ভোটে পাশ হয় দণ্ড সংহিতা বিল। এবার ঔপনিবেশিক আমলের ইন্ডিয়ান পেনাল কোড বা আইপিসি সরিয়ে আসতে চলেছে এই নয়া আইন।

ইজরায়েলি দূতাবাসের কাছেই বিস্ফোরণ!

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর: নয়াদিল্লিতে ইজরায়েলি দূতাবাসের কাছেই বিস্ফোরণ। মঙ্গলবার চানক্যপুরী এলাকায় ইজরায়েলি দূতাবাসের কাছেই জোরাল বিস্ফোরণ হয়। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, ফোনে দিল্লি পুলিশকে এই বিস্ফোরণের খবর দেওয়া হয়। তারপরই, ঘটনাস্থলে পৌঁছন দিল্লি পুলিশের আধিকারিকরা। পৌঁছয় দমকল বিভাগের কর্মীরা এবং জাতীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকরাও। সূত্রের খবর, এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি, প্রথমে দমকল বিভাগে ফোন করে এই বিস্ফোরণের খবর দেন। দমকল থেকেই পুলিশকে জানানো হয়ট বিষয়টি।

কোভিডের নতুন সাব ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত নন বাংলার কেউ, স্বস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণের একের পর এক রাজ্য থেকে লাগাতার আক্রমণের খবর আসার পর থেকেই উদ্বেগটা বাড়ছিল বাংলায়। চিন্তা বাড়ছিল কোভিডের নতুন সাব ভ্যারিয়েন্ট জেএন.১ নিয়ে। বাংলায় নজরদারি বাড়তেই মিলতে শুরু করেছিল আক্রান্তের খোঁজ। তবে এরইমধ্যে মিলল স্বস্তির খবর। স্বাস্থ্য ভবন সূত্রে খবর, এখনও পর্যন্ত জেএন.১ মুক্ত বাংলা। নতুন করে কোভিড আক্রান্ত কারও দেহেই নেই নতুন ভ্যারিয়েন্টের হদিস। সূত্রের খবর, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োমেডিক্যাল জিনোমিকসে ৩০টি নমুনা পাঠিয়েছিল স্বাস্থ্য ভবন। এর মধ্যে সাতটি নমুনা ছিল বর্তমান সময়ের। অর্থাৎ, নভেম্বর-ডিসেম্বরের।

৩০ নমুনার মধ্যে ২৩টি নমুনা সেপ্টেম্বরের। রিপোর্ট আসতে দেখা যাচ্ছে কোনও নমুনাতেই নেই জেএন.১। তাতেই মিলেছে স্বস্তি। এদিকে নতুন সাব ভ্যারিয়েন্ট জেএন.১ এর হাত ধরে কোভিডের নয়া ঢেউয়ের আগমন নিয়েও তৈরি হয়েছিল আশঙ্কা। তবে নয়া রিপোর্ট আসতেই খানিকটা হলেও স্বস্তিতে বাংলার স্বাস্থ্য মহল। তারপরও সতর্কতার যে মার নেই তা মানছেন সকলেই। গিয়েছে ক্রিসমাস, সামনেই নববর্ষের উদযাপনে মাতবে বাংলা। তাই করোনা রুখতে নজরদারিতে আরও জোর দিতে হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। এদিকে কেরল, তামিলনাড়ু, কর্নাটকের মতো দক্ষিণের একাধিক রাজ্যে কোভিডের নয়া ভ্যারিয়েন্টের দাপট বাড়তেই জারি হয়েছে সতর্কতা। এই রাজ্যগুলিতে আবার বাংলা থেকে অনেকেই পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। সে কারণে আরও বেড়েছিল উদ্বেগ। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নয়া ভ্যারিয়েন্টের মারণ ক্ষমতা কম। কিন্তু, কো-মর্বিডিটি থাকলে চাপ আছে। প্রাথমিক উপসর্গ হিসাবে আগের মতোই জ্বর, মাথাব্যথা, গলাব্যথা, সর্দি ও পেটের গন্ডগোল দেখা দিচ্ছে নয়া ভ্যারিয়েন্টের কবলে পড়লে। তবে এই এর জন্য এখনই নতুন কোনও ভ্যাকসিনের প্রয়োজন নেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। এদিকে গত সপ্তাহে আট কোভিড আক্রান্তের পর এই সপ্তাহে কলকাতায় এখনও পর্যন্ত আরও চার কোভিড পজিটিভের খোঁজ মিলেছে বলে জানা যাচ্ছে। সকলেই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

কলকাতায় আক্রান্ত হলেন আরও ৫ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতায় আরও ৫ জন করোনা আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে। আক্রান্ত ৫ জনই দক্ষিণ কলকাতার দুই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তবে প্রত্যেকের অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। এর আগে, গত সপ্তাহেই কলকাতায় ৮ জন করোনা আক্রান্তের হদিশ পাওয়া গিয়েছিল। তবে করোনার নতুন সাব ভ্যারিয়েন্ট জেএন.১ দেশজুড়ে উদ্বেগ বাড়ালেও, বাংলায় এখনও পর্যন্ত এই ভ্যারিয়েন্টে কোনও আক্রান্তের খোঁজ মেলেনি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৬/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৬৮৯৩ নং এফিডেভিট বলে Prasanta Das S/o. Lakshmi Das ও Prosanta Das S/o. L. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৫১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Partha Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Shovan Kumar Ghosh ও Shovan Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২১/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৭২২ নং এফিডেভিট বলে Pravakar Sabui S/o. Krishna Chandra Sabui ও Prabhakar Sabui S/o. K. Ch. Sabui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৮২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Rabindranath Mistry ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bimal Chandra Mistry ও B. Mistry সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/১১/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৪৭২ নং এফিডেভিট বলে Subodh Durlav S/o. Mahadeb Durlav ও Subodh Durlobh S/o. M. Durlobh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

হারানো দলিল

এতদ্বারা সকল জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স সৌভিক এক্সপোর্ট লিমিটেড, ৭/১, লর্ড সিন্হা রোড, রুম নং ৪০৯, কলকাতা-৭০০০৭১, তাহার অরিজিন্যাল দলিল যাহার নং ৯৫৩/২০১৫ ও ৯৫৬/২০১৫, যাহা মৌজা সংগ্রামপুর, বসিরহাট, উত্তর ২৪-পরগণা অবস্থিত সম্পত্তির সহিত সম্পর্কিত হারিয়ে ফেলেছেন। যাহার কারনে আমার মক্কেল দ্বারা বসিরহাট থানাতে একটি জেনারেল ডায়েরি করিয়াছেন যাহার জি.ডি নং ৫৪৭ তারিখে ০৮/১২/২০২৩। আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তিখানি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহন করিতে চলেছেন।

এমতাবস্তায় উক্ত দলিল সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তি বা কোন ব্যক্তিবর্গের কোনরূপ দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে। অন্যথায় উক্ত সময় পর কাহারো কোনপ্রকার দাবি গ্রাহ্য করা হইবে না।

ইতি
(রজত নাথ পাইন এন্ড কোং)
১০, কিরন শঙ্কর রায় রোড
কলকাতা- ৭০০০০১

জগদ্দলের বিধায়কের মায়ের স্কুলের চাকরি হয়েছিল তাঁর বাবার দৌলতে, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কয়েকদিন ধরে সাংসদ অর্জুন সিং-কে লাগাতার নিশানা করে চলেছেন জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম। কিন্তু দলের তরফে বিধায়কের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না নেওয়ার একপ্রকার বাধ্য হয়েই বিধায়কের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। কিন্তু এবার ওই ব্যাপারে সাংসদকে নিশ্চুপ থাকতে বললেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। মঙ্গলবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী বিধায়কের বিরুদ্ধে পাল্টা মুখ খুলতে নিষেধ করেছেন। উনি বলেছেন, যারা দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছেন। তাদের বিষয়টা দল দেখবেন।' সাংসদের কথায়, দলের একনিষ্ঠ সৈনিক হিসেবে দলের নির্দেশ মেনে চলবেন। এদিন সাংসদ দাবি করলেন, বিধায়কের মায়ের প্রাইমারি স্কুলে চাকরি হয়েছিল তাঁর বাবার দৌলতে। তৎকালীন সময়ে মিঠু সাউ নামে একজনের বদলে ওনার মা-কে চাকরি দেওয়া হয়েছিল। সাংসদের কটাক্ষ, সুবোধ অধিকারী কিংবা সোমনাথ শ্যাম দলের কোন পদে আছেন। ওনারা কি মুখ্যমন্ত্রী কিংবা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরে আছেন। তা তাঁর জানা ছিল না। সাংসদের সংযোজন, দলের কে প্রার্থী হবেন। তা ঠিক করবেন দলের সর্বোচ্চ নেত্রী। কিন্তু দলের কিছু লোক ওনাকেও চ্যালেঞ্জ করছেন। কারণ, নেত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে ফের তৃণমূলে ফিরে এসেছেন। সাংসদ জানান, পুরানো দলে ফিরে পদত্যাগ করে ভোটে লড়ে পুনরায় জিতে আসার কথা তিনি দলকে বলেছিলেন। যদিও দলের তরফে তাঁকে রিজাইন দিতে নিষেধ করা হয়েছিল। স্মৃতিচারণ করে সাংসদ বলেন, বাম জমানায় মিথ্যা মামলায় তাঁকে জেলে যেতে হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে জেলে থাকাকালীন দল তাঁকে পুরসভার নির্বাচনে টিকিট দিয়েছিল। সেবার তিনি সাত হাজার ভোটে জয়লাভ করে কাউন্সিলর হয়েছিলেন। সাংসদের কথায়, এখন যারা বড় বড় কথা বলছেন, তৎকালীন সময়ে ওনারা কোন দলে ছিলেন, প্রশ্ন ঘাসফুলের এই লড়াকু সৈনিকের। সাংসদের কটাক্ষ, সরকারে থেকে জিতে বিধায়ক হওয়া। আর সরকারের বাইরে থেকে জেতার মধ্যে অনেক তফাৎ আছে।

নাম-পদবী

গত ২৬/১২/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭১১৫ নং এফিডেভিট বলে Sk. Roshan Ali S/o. Abdul Rasid ও Sekhroshan Ali S/o. Abdul Rashid সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৭২১ নং এফিডেভিট বলে Arun Kumar Ghosh S/o. Kanai Lal Ghosh ও Arun Ghosh S/o. K. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৪১ নং এফিডেভিট বলে Raja Mondal ও Sk. Raja Mahammad S/o. Alam Mohammad সাং চন্দনপুর নিয়ার প্রাইমারী স্কুল, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, পঃবঃ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মোকাম ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৭২/২০১৮

শ্রীমতী সীতা চৌধুরী
স্বামী- শ্রী প্রেম নাথ চৌধুরী, পিতা- মৃত পাঁচু চৌধুরী, সাং- রবার্টসন লেন, পোঃ- তেলিনীপাড়া, থানা- ভদ্রেশ্বর,, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৪।
বর্তমান সাং- ৩ নং হালমন বাগ, পোঃ- জগদ্দল (আর. এল. বি.) লেন, থানা- জগদ্দল, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭৪৩১৯৪।
...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী অত্র আদালতে এ্যাক্ট ৩৯ মোকর্দ্দমাটি দাখিল করিয়াছেন মৃত মহেশ চৌধুরী, পিতা-মৃত পাঁচু চৌধুরী, সাং- রবার্টসন লেন, পোঃ- তেলিনীপাড়া, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১২৪ এর সাকসেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য। যদি ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত নথি সহ উকিলবাবু মারফৎ অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় মামলাটি আইনানুযায়ী নিস্পত্তি হইবে।

- তপশীল -

মৃত মহেশ চৌধুরী, পিতা- মৃত পাঁচু চৌধুরী, সাং- রবার্টসন লেন, পোঃ- তেলিনীপাড়া, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১২৪ ইহার ভিক্টোরিয়া জুটমিল যাহার L.B. No. 1978/L WDBNCB, ESI No. 410-8276215 হইতে প্রভিডেন্ট ফান্ড বাবদ প্রাপ্য ৩২,০০০/- টাকা।
দরখাস্তকারীর তরফ উকিলবাবু
কুনাল দাস
ডিষ্ট্রিক্ট জাজেস কোর্ট, চুঁচুড়া, হুগলী।
অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট কোর্ট, চন্দননগর, হুগলী, ১১/১০/২০২৩

নাম-পদবী

আমি Bijay Rabidas, পিতা- প্রদীপ রবিদাস, সাং বকুলতলাপাড়া, পশ্চিম ভাতজাংলা, নিমতলা কালীমন্দির, পোঃ ভাতজাংলা, থানা- কোতয়ালী, জেলা- নদীয়া, ২১.১২.২০২৩ তারিখের কৃষ্ণনগর ১ম শ্রেণী এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের এফিডেভিট বলে Bijay Rabidas ও Bijoy Rabidas Harijan একই ব্যক্তি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/১২/২৩ নোটারী পাবলিক, কলকাতা ব্যাঙ্কশাল কোর্টে ০২/২০২৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Ayush Das S/o. Ananda Das ঘোষণা করছি যে আমার ICSE 2018 Class X Pass Certificate index No 6615142, Don Bosco School, Park Circus Kolkata, গত ২৮/৮/২০২৩ তারিখে বাড়ি থেকে হারিয়ে গেছে, কোন ব্যক্তি খুঁজে পেলে এই নম্বরে ৯৮৮৩২৫৪৮৫২ যোগাযোগ করুন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭ শে ডিসেম্বর। বুধবার। ১০ পৌষ। প্রতিপদ তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরি চন্দ্র র ও বিংশোত্তরী রাহুর র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে, বান্ধব এবং স্বজন আত্মীয় দ্বারা কিছু সহযোগিতা পাওয়া যাবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা কাল। যারা শিক্ষকতা করেন অধ্যাপনা করেন, যারা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাজ করেন, তাদের পূর্ণ সম্মান প্রাপ্তির দিন। গৃহ বাস্তু জমি ভূমি বিষয়, লাভ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। গৃহবধূদের আনন্দের দিন। দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। বিবাহের বিষয়ে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা। এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা সহযোগিতা পাওয়া যাবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন সঙ্গে চলুন।

বৃষ রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান খুব শুভ নয়। বাণিজ্যে নতুন কোন লগ্নি করা উচিত হবে না। বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের শরীর খারাপ বিষয়ে, বিশেষ চিন্তা। এক ছলনাময়ী নারীর কারণে পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধি। প্রেমে অশান্তি। দাম্পত্য অশান্তির কালো মেঘ। বিদ্যার্থী এবং উচ্চবিদ্যায় যারা আছেন তাদের আজকের দিনটি একটু বাঁধা পড়বে। হরিনাম করুন ঐশ্বরিক কৃপা গ্রহন করুন।

মিথুন রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান খুব শুভ। যারা বিদ্যার্থী তাদের শুভ যোগাযোগ। যারা সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন সুযোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ র মিষ্টি চাহুনি থাকবে, আপনার দিকে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে বান্ধব কূল।পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। গৃহ দেবতার চরণে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জালন করুন, শুভ হবে। প্রতিবেশী দ্বারা আজ শুভ যারা NGO তে কাজ করেন তাদের জন্য সম্মান প্রাপ্তি দিন।

কর্কট রাশি : আজ আজ শুভ দিন। আজ প্রপার্টি সম্পত্তি- বাস্তু- ভূমি- জমি- বিষয় লাভ প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। নতুন পথ দেখা যাবে আয় বৃদ্ধির। যারা শিল্পী অভিনয় করেন কলাকুশলী তাদের আয় বৃদ্ধির নতুন সুযোগ। কর্ম প্রার্থীদের আজ নতুন সুযোগ বৃদ্ধি হবে। প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা পাওয়া যাবে। শুধু সচেতন থাকতে হবে এক কুটিল বুদ্ধি সম্পন্ন প্রতিবেশীর কারণে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আজ জৈষ্ঠ মাসের শনিবার। শ্রী চন্ডী পাঠ করুন। প্রদীপ জালুন ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে।

সিংহ রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে পরিবারে বাকবিতণ্ডা বৃদ্ধি হবে। তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা থাকবে। কোন ছলনাময়ী নারীর দ্বারা বিপদবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা কাল। সতর্ক থাকতে হবে বাণিজ্যে। কোন লগ্নি করা উচিত হবে না। আজ ব্যাংক ইন্সুরেন্স বা পাসপোর্ট অফিসের কাজে বাধা পড়বে। পারিবারিক সম্পত্তি- ভূমি-জমি-বাস্তু বিষয়, আজ কোন সিদ্ধান্ত না নেওয়া শুভ হবে। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ীরা আজ একটু ধৈর্য ধরুন। নিশ্চিত শুভ ফল পাবেন। বাড়িতে দেবতার চরণে হলুদ নিবেদন করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

কন্যা রাশি : খুব সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি কাটানো উচিত। গ্রহণ সংস্থান অনুসারে আজকের রাহুর প্রভাব বৃদ্ধি হবে। অতি ব্যায় বৃদ্ধি হবে। ক্রোধ আসবে মনে। বিবাদ বিতর্ক দ্বারা সুন্দর সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে। নিজেকে সংযত করলে অতীব শুভ। যারা যানবাহনের ব্যবসা করেন ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল কাজ করেন, তাদের অতীব সতর্ক হয়ে, আজকের দিনটি পথ চলা উচিত। শিবনাম করুন এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : আজ বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলন করুন দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে। হলুদ পুষ্প। লাল পুষ্প। নিবেদন করুন। আজকের দিনটি শুভ তবে দুজন পারিবারিক সদস্যের দ্বারা বিবাদ বিতর্ক দেখা দেবে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। অর্থপ্রাপ্তির পুর্ণ সম্ভাবনাময় কাল। যারা তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যবসা করেন। তাদের লাভ প্রাপ্তির দিন। আজ সারাদিন দুর্গা নাম করে, ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। পারিবারিক শুভ। শ্বশুরবাড়ির প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা বিশেষভাবে সম্মান প্রাপ্তির দিন। তবে গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত থাকছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজর আপনার দিকে থাকবে। শরীরের দিকে নজর দিন। পরিবারের প্রবীণ মানুষের শরীরের দিকেও নজর দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে হলুদ দান করুন। বৃহস্পতি উচ্চকায় হবে। ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি সম্ভব।

ধনু রাশি : আজ শুভ দিন। যে বিষয়ে খুব দুশ্চিন্তা করছিলেন-- এতদিন। আজ সহজেই তা সমাধান হয়ে পড়বে। গৃহ বাস্তু- ভূমি- জমি- বিষয়ে শান্তি প্রাপ্তি হবে। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। গৃহবধূদের শান্তির বাতাবরণ থাকবে। আজ শ্বশুরবাড়ির সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে, আজ শনিবার, দেবী মা চন্ডীর ঘট স্থাপন করুন। ঐশ্বরিক কৃপা প্রাপ্তি হবে।

মকর রাশি : আজ গ্রহ সংস্থান অনুসারে, নৈরাশ্য হতাশা বৃদ্ধি। পরিবারে যেন গুপ্ত শত্রুর, ষড়যন্ত্র দেখা যাবে। সতর্ক হয়ে থাকা শুভ। প্রতিবেশী যেন ঈর্ষা কাতর হয়ে পড়বে-- আপনার প্রতি। বান্ধব বান্ধবী দ্বারা সম্মান হানির যোগ। কথাবার্তায় তর্ক বিবাদের সম্ভাবনা। আজ ধৈর্য ধরে শুধু কথা শোনার দিন। দেবী মা দুর্গার নাম করুণ। আজ শনিবার বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

কুম্ভ রাশি : যারা ঠান্ডা পানীয় জল- তরল- পদার্থ- কেমিক্যালের ব্যবসা করেন, তাদের অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা মেশিনারি লৌহ ব্যবসা করেন, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। সকালের দিকে বেলা বারোটা পর্যন্ত, রাহু কাল। বড় অর্থ লগ্নী না করা শুভ। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বান্ধব দ্বারা সম্মান প্রাপ্তিযোগ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন আর হলুদ দান করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে।

মীন রাশি : আজ বাড়ি জমি- গৃহ- বাস্তু বিষয় লাভ প্রাপ্তি। সন্তানের উন্নতিতে গর্ববোধ হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে সম্মান প্রাপ্তির দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নতি সম্ভাবনা। বাড়িতে মাছের অ্যাকোরিয়াম যেন না থাকে। আজ গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করুন। বাড়িতে চণ্ডীপাঠ করুন। ঐশ্বরিক কৃপা বর্ধিত হবে। জীবনের বহু বাধা দূর হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

গত ২০/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৬২৫ নং এফিডেভিট বলে Susanta Kumar Roy S/o. Anath Bandhu Roy ও Susanta Roy S/o. A. Roy সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৮৩৮ নং এফিডেভিট বলে Jayanta Pal S/o. Kanai Pal ও Jayanta Paul S/o. K. Ch. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৭/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৫৯০ নং এফিডেভিট বলে Dipak Kumar Ghosh S/o. Netai Chandra Ghosh ও Dipak Ghosh S/o. Lt. N. Ch. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৮৩৭ নং এফিডেভিট বলে Monoranjan Mondal S/o. Basudeb Mondal ও Monaranjan Mondal S/o. B. Mondal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৮২৭ নং এফিডেভিট বলে Swapan Kumar Hazra S/o. Haradhan Hazra ও Swapan Hazra S/o. H. Hazra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৫/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৩৪৭ নং এফিডেভিট বলে Haraprasad Das S/o. Gopal Das ও Haro Prosad Das S/o. Lt. G. Ch. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২২/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৮৮৪০ নং এফিডেভিট বলে Madan Mohan Mukherjee S/o. Mahadeb Mukherjee ও Madan Mohan Mukhopadhyay S/o. M. Mukhopadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১০/১১/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৬১৮৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Rajendra Kumar Bhattacharya (old name) of Motibagan, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Rajendra Kumar Bhattacharyya (new name) S/o. Mohan Krishna Bhattacharyya নামে পরিচিত হইয়াছি। Rajendra Kumar Bhattacharya & Rajendra Kumar Bhattacharyya S/o. Mohan Krishna Bhattacharyya উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হুগলী চুঁচুড়াস্থিত ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
সন ২০২২ সালের ৮২ নং এ্যাক্ট ৩৯ কেস

দরখাস্তকারী- সঞ্জয় সরকার, পিতা- ঁনরেশ চন্দ্র সরকার, সাং- জঙ্গলপাড়া, পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২১৪৮

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উমা রানী সরকার, স্বামী- নরেশ চন্দ্র সরকার সাং- জঙ্গলপাড়া, পোঃ ও থানা- মগরা, জেলা- হুগলী, মহাশয়া গত ইং ৯/২/২০২১ তারিখে উল্লেখিত বাসভবনে পরলোকগমন করেন। তিনি গত ইং ১৯/০৬/২০০৬ তারিখে জেলা হুগলীর সামিল মগরা থানার অধিন জে. এল. নং-২০, মৌজা- কোলা, খতিয়ান নং-৭৪২, এল.আর. খতিয়ান নং- ৬৭, **দাগ নাং-** ১১৬২/১৫৫০, **শ্রেনী-** বাস্তু তৎসহ গৃহাদি দুটি- ১২'x১২' মাপের, তৎসহ ১৬'x ১২১/২' মাপের ফাঁকা জায়গা ও ২০'x১৮' মাপের ডাইনিং স্পেস। **পরিনাম-** ০২ শতক।
দাগ নং -১১৬৫, শ্রেনী- ভিটি ফাঁকা জমি, পরিমান-০২ শতক, দাগ নং -১১৮২, শ্রেনী- ভিটি ফাঁকা জমি, পরিমান-০১ শতক, দাগ নং -১১৬৪, শ্রেনী- বাঁশবাগান, পরিমান-০৩ শতক।
সম্পত্তি সংক্রান্ত সম্পাদিত ও ডি.এস. আর-২ হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৫৭ নং উইলের প্রবেট পাইবার জন্য তদ কর্তৃক নিযুক্তীয় একজিকিউটর সঞ্জয় সরকার, পিতা- ঁনরেশ চন্দ্র সরকার মহাশয় অত্র আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন।-
এ বিষয়ে কাহারোও কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারীর ৩০ দিনের মধ্যে উল্লেখিত আদালতে স্বয়ং অথবা নিযুক্তিয় উকিলবাবুর মাধ্যমে তাহা জানাইবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক একতরফা শুনানী হইবে।
দরখাস্তকারীর পক্ষে
স্বাগতা চক্রবর্ত্তী
এ্যাডভোকেট
আদেশানুসারে
শ্রী চরন সিং
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হুগলী

CHANGE OF NAME

I, Bina Bhuwalka, W/o Arun Bhuwalka residing at 16/1, Sriram Dhang Road, Salkia, Howrah-711106, do hereby Solemnly affirm and declare Before The Court of The Learnedexective Magistrate 1st Court 1st Class at Howrah by Affidavit No. 32AA062097 Date 21st December 2023, That my actual name is Bina Bhuwalka. That I declare that Bina Devi Bhuwalka, Bina Bhowalka and Bina Bhuwalka are the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, **Soma Rani Saha** W/o. Susanta Kumar Saha & My Son Shibharghya Saha R/o No 4, Sankhari Pukur, P.O. Sripally, P.S. Burdwan Sadar, Dist. Purba Bardhaman, PIN-713103, W.B., But wrongly my name has been recorded therein as **Soma Saha** instead of my correct name **Soma Rani Saha** in my son's Birthday Certificate Registration 680 Date of Registration 02.02.2009. My Correct Name **Soma Rani Saha** rightly written in my Aadhar Card No. 6662 1882 2343. That in view of these mistake apparent from records the above-mentioned **'Soma Rani Saha'** and **'Soma Saha'** is the same and one person. That henceforth, it is in the interest of natural justice, in every place, in the spelling of my name, such mistake(s) may be rectified, by substituting **'Soma Rani Saha"** in Place of **'Soma Saha". Affidavit No. 32437, Date: 21.12.2023.**

সাধারণ নোটিশ

সাধারণ জনগণকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে মেহতাব আখতার পিতা ঈশ্বর আখতার হোসেনের ঠিকানা : 28, এস. এম. রোড, চাপদানি, P.O : বৈদ্যবাটি, P.S. ভদ্রেশ্বর, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ পিন- 71222, বাস্তু জমির সমস্ত অংশ এবং পার্সেলের একক এবং নিরঙ্কুশ মালিক বলে দাবি করে, পরিমাপ প্রায় 1 কাঠা 11 ছটাক Sq.ft. RCC এর সাথে একসাথে। একতলা ভবন প্রায় 1200 Sq.ft এবং 2 ছটাক 13 Sq.ft. একসঙ্গে দোকান ঘর সম্পর্কে পরিমাপ সঙ্গে 103 বর্গফুট আচ্ছাদিত এলাকাটি আর. এস -এর অন্তর্ভুক্ত বা গঠনের অংশে কম-বেশি একই হতে পারে। দাগ নং 3607 এবং এল.আর দাগ নং 3710 , আর. এস এর অধীনে খতিয়ান নং 973 এবং এল.আর খতিয়ান নং 1397/3, বর্তমান এলআর। মৌজায় খতিয়ান নং 12254 - গৌরহাটি- চাপদানি, জে. এল নং 221, আর.এস. নং , শীট নং 18, হোল্ডিং না 28/1, এস.এম. থানার অধীন রোড - ভদ্রেশ্বর, ওয়ার্ড নং 7 এর অধীনে, এর সীমানার মধ্যে চাপদানি পৌরসভা, এডিএসআর চন্দননগর এবং ডিএসআর হুগলি, হুগলি জেলা, পশ্চিমবঙ্গ, (এর পরে "সেইড প্রপার্টি" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সাইড বন্ধক রাখার প্রস্তাব দিয়েছে আমার ক্লাইন্ড এর পক্ষে নিরাপত্তা হিসাবে সম্পত্তি, যা একটি নেতৃস্থানীয় হাউজিং ফাইন্যান্স কোম্পানি, নির্দিষ্ট ঋণ/ক্রেডিট সুবিধা গ্রহণের বিপরীতে যে কোনো ব্যক্তি(দের) যে কোনো অধিকার, শিরোনাম, দাবি বা কোনো প্রকৃতির স্বার্থ আছে যেটি উক্ত সম্পত্তিতে অথবা এর কোনো অংশ এতদ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারীকে লিখিতভাবে আপত্তি জানানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে 14 দিনের মধ্যে এর সমর্থনকারী নথি বা অন্য কোনো কারো দ্বারা এই ধরনের দাবি বিবেচনা করা হবে না এবং মওকুফ করা হয়েছে বলে মনে করা হবে এবং/অথবা পরিত্যক্ত এবং আমার ক্লায়েন্ট নিরাপত্তা হিসাবে বন্ধকের মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তি গ্রহণ করতে এগিয়ে যাবে এবং তারপরে কোন প্রকারের কোন দাবি বা আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।
সুশান্ত মজুমদার,
অ্যাডভোকেট
এম এম এসোসিয়েটস
কর্নানি ম্যানশন
রুম নং- 528, 5ম তলা
27A, কর্নানি ম্যানশন, পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-
ইমেইল আইডি mmassociates8@gmall.com
ফোন নম্বর + 91- 9874471552

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

লম্বায় ৬০ ফুট, চওড়ায় ২০ ফুট। এ বছরের ক্রিসমাসে পার্ক স্ট্রিটের এপিজে হাউজের লনে বিশাল এই ক্রিসমাস ট্রি টি ছিল বড়দিনের অন্যতম আকর্ষণ। এই বিশাল ক্রিসমাস ট্রি-টি কলকাতাবাসীকে উপহার ছিল এপিজে রিয়েল এস্টেটের। ৬ ফুটের সান্টা ক্লজের পাশাপাশি রেন ডিয়ার দিয়ে সাজানো হয়েছিল জায়গাটা। বিশাল ক্রিসমাস ট্রি সাজানো হয়েছিল অসংখ্য উপহার, আলো ও তারা দিয়ে।

অটল বিহারী বাজপেয়ীর ৯৯ তম জন্মদিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও ভারত রত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর ৯৯ তম জন্মদিন পালন করল বাজপেয়ী স্মারক সমিতি। হাওড়ার সুখরাম কানোরিয়া রোডে সমিতির পক্ষ ও হাওড়ার ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা এই দিনটিকে সুশাসন দিবস রূপেই পালন করেন। ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ঊর্ধ্বে তুলে রাখতে অটল বিহারী বাজপেয়ীর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সকলের সামনে প্রচার করা দরকার বলেই বক্তব্য রাখেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই।

যান্ত্রিক বিভ্রাট, ব্যাহত মেট্রো পরিষেবা: যান্ত্রিক বিভ্রাটে বেশ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকল শিয়ালদা থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা। কলকাতা মেট্রো সূত্রে খবর, মঙ্গলবার বিকেল ৪টা ৩৬ নাগাদ ডেটা কমিউনিকেশনে সমস্যা দেখা দেয়। এর জেরে বন্ধ হয়ে যায় মেট্রো পরিষেবা। এরপর বিকেল ৫টা ৩১-এ পূর্বাভিমুখী লাইনে নির্দিষ্ট গতি বজায় রেখে চালানো হয় মেট্রো। উল্টোদিকে বিকেল ৫টা ৪৪ মিনিটে পশ্চিমাভিমুখী লাইনেও মেট্রো চলাচল শুরু হয় নির্দিষ্ট এক গতিতে।

পুড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ঘুমন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়ে মৃত্যু হল এক মাঝবয়সী মহিলার। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে দক্ষিনেশ্বর থানার বড়বাগান লেনের আলমবাজারে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম সরস্বতী মাজি (৫৪)। তবে কীভাবে ওই মহিলার ঘরে আগুন লাগলো, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় পড়শিরা। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত মহিলা নার্ভের রোগী ছিলেন। আচমকা ঘরে আগুন লেগে যায়। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নেভায়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৭ ডিসেম্বর ২০২৩ ১১ পৌষ ১৪৩০ বুধবার

বড়দিনের রাতে পুলিশ ব্যারাকে গুলিবিদ্ধ হয়ে কনস্টেবলের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বড়দিনের মাঝরাতে হঠাৎই একটা জোর শব্দ খাদ্যভবনে। শব্দের উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল খাদ্য ভবনের ভিতরে পুলিশ ব্যারাক। সেখান থেকেই রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় কলকাতা পুলিশের এক কর্মীকে। সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও বাঁচানো যায়নি। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, ওই পুলিশ কনস্টেবল নিজেই সার্ভিস রিভলভার থেকে বুকে গুলি করে আত্মঘাতী হয়েছে।

জানা গিয়েছে, মৃত ওই কনস্টেবলের নাম তপন পাল। বয়স ৫১ বছর। বাড়ি নদিয়ার হরিণঘাটা থানার সুবর্ণপুরে। সূত্রের খবর, এর আগেও আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন রতন। দীর্ঘদিন ধরে কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলের চাকরি করছিলেন তিনি। তাঁর একটি ছেলেও রয়েছে। সাত দিন আগে ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন। বড়দিনের দিনই বাড়ি থেকে কলকাতা খাদ্য ভবনের রির্জাভ ফোর্সে গিয়ে ডিউটিতে যোগদান করেন। রাতে পরিবারের কাছে মৃত্যুর দুঃসংবাদ আসে।

যদিও তপন পালের মৃত্যু নিয়ে কোন মুখ খুলতে নারাজ পরিবার। যদিও তাঁর দাদা জানিয়েছেন, আগেও আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন তপন। তবে কারণ নিয়ে কেউই মুখ খুলতে চাননি।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ওই পুলিশকর্মীকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁরই সহকর্মীরা নিয়ে যান হাসপাতালে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খাদ্য ভবনের ভিতরে পুলিশের ব্যারাক রয়েছে। সেই ব্যারাক থেকেই এদিন রাত ১০.৫০ থেকে ১১টার মধ্যে ডিউটিতে যাচ্ছিলেন পুলিশের রিজার্ভ ফোর্সের ওই কর্মী। সেই সময়েই হঠাৎ গুলির শধ শোনা যায়। পারিবারিক কোনও অশান্তি ছিল কিনা পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে। নদিয়ার হরিণঘাটার বাসিন্দা ওই কনস্টেবল ব্যারাকের ঘর থাকলেও অধিকাংশ সময় বাড়ি থেকেই যাতায়াত করতেন।

রাজ্য সঙ্গীত মেলার পালটা প্রিন্সেপ ঘাটে বঙ্গ সঙ্গীত উৎসব করবে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এবার বিজেপির বঙ্গ সঙ্গীত উৎসব। 'কালচারাল অ্যান্ড লিটেরারি ফোরাম অব বেঙ্গল'-এর ব্যানারে এই উৎসব হচ্ছে। উৎসবের 'সহযোগিতায়' শুভেন্দু অধিকারী। প্রিন্সেপ ঘাটে ২০ জানুয়ারি এই বঙ্গ সঙ্গীত উৎসব। কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন আসানসোলের প্রাক্তন মেয়র তথা কালচারাল অ্যান্ড লিটেরারি ফোরাম অব বেঙ্গলের সভাপতি জিতেন্দ্র তিওয়ারি। তিনি বলেন, 'আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ২০ জানুয়ারি ২০২৪ একদিনের বঙ্গ সঙ্গীত উৎসব হবে। পাহাড় থেকে সাগর, যে শিল্পীরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বজনপোষণের কারণে সুযোগ পান না, তাঁদের সুযোগ করে দেওয়ার চেষ্টা করব।'

এই উৎসবের দিন ঘোষণার সঙ্গে চলচ্চিত্র উৎসবের পর এবার রাজ্যের সঙ্গীত মেলায় স্বজনপোষণের অভিযোগও তোলে বঙ্গ বিজেপি। সঙ্গে বঙ্গ বিজেপির নেতাদের সংযোজন, রাজ্য সঙ্গীত মেলার পাল্টা এই সঙ্গীত মেলা। যে অনুষ্ঠানে সুযোগ পাবেন সকলে। বাংলার লোকগান থেকে ছৌনাচ, সকল শিল্পীই এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবেন। এরই পাশাপাশি বঙ্গ বিজেপির তরফ থেকে এও জানানো হয়, এই অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন পূর্ণদাস বাউল, দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ একাধিক সঙ্গীতশিল্পী।

এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, 'যে কোনও মেলা হতেই পারে। যে কেউ তার আয়োজনও করতেই পারে। অসুবিধার তো কিছু নেই।' অন্য দিকে, সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'বিজেপির গীতাপাঠ মেলা আর তৃণমূলের তো চণ্ডীপাঠ মেলা হবে। এদের আবার হঠাৎ কীসের গানের মেলা? জানি না শুভেন্দু অধিকারীরা গান গাইবেন কি না। হতে পারে। এদিকে কুণাল ঘোষরা গান গাইবেন। ওদিকে শুভেন্দু অধিকারী গান গাইবেন। আর মানুষের যা সর্বনাশ হওয়ার হবে।'

বড়দিনের রাতে বেপরোয়া বাইক চালাতে গিয়ে মৃত ১, আইনভঙ্গ করায় পুলিশের জালে ২৪৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বড়দিনের রাতে বেপরোয়াভাবে বাইক চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বছর ৩২-এর এক যুবকের। সূত্রের খবর, সোমবার গভীর রাতে নিউমার্কেট থানা এলাকায় বাইক নিয়ে ডোরিনা ক্রসিংয়ে গার্ডরেলে ধাক্কা মারেন রাহুলকুমার তিওয়ারি। গুরুতর আহত অবস্থায় বাইক চালককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, রাহুল হাওড়ার বাসিন্দা। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, রাহুলের মাথায় হেলমেট ছিল না। হেলমেট বাইকের পাশে ঝোলানো অবস্থায় ছিল বলেই পুলিশ সূত্রে খবর। তিনি মদ্যপ অবস্থায় ছিলেন কি না তাও দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

এদিকে বড়দিনের রাতে দেদার ফূর্তি চলে পার্ক স্ট্রিট সহ কলকাতার নানা জায়গায়। প্রতি বছরই বছর শেষের উন্মাদনায় মাতে শহর কলকাতা। সেখানেই বাঁধন ছাড়া আনন্দ করতে গিয়ে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিপাকে পড়েন বহু। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আর এই ফূর্তিতে গা ভাসিয়ে কেউ মদ্যপ অবস্থায় বাইক চালিয়েছেন, সঙ্গে পরোয়া করেননি ট্রাফিক আইনেরও। তবে রবিবার রাতের পর সোমবার বড়দিনেও উৎসবমুখী শহরে লাগাতার নজরদারি চালায় কলকাতা পুলিশ। বড়দিনের রাতে অনেকেই হেলমেট পরেননি। হেলমেট না থাকায় কলকাতায় ট্রাফিক পুলিশে ২৪৭ জনের বিরুদ্ধে ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগ দায়ের হয়। ট্রাফিক পুলিশ সূত্রে খ বর, যার মধ্যে বিনা হেলমেটে মোটর সাইকেল চালানোর অভিযোগ রয়েছে ১৩১টি। একসঙ্গে তিনজন মোটর সাইকেলে চেপে বেরোনোর অভিযোগ রয়েছে ৮৪টি। মদ্যপ অবস্থায় বিপজ্জনকভাবে গাড়ি চালানো এবং অন্যান্য কারণে ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগ ৩২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের।

ডিসেম্বরের শেষ, শীত কোথায় কলকাতায়!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ডিসেম্বরের শেষেও শীতের আমেজটুকু সার। কনকনে ঠান্ডা দূরে থাক, রোদ উঠলেই সোয়েটার গায়ে রাখা দায় কলকাতায়! কলকাতা সংলগ্ন জেলাগুলির শহরাঞ্চলেও কার্যত একই ছবি।

শীত যে কমবে ইঙ্গিত দিয়েছিল হাওয়া অফিস। হলও তেমনটাই। রাজ্যে আগামী কয়েক দিন এমনই থাকবে আবহাওয়া। সকালে হালকা মাঝারি কুয়াশা। কলকাতার রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের ওপরে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই । মঙ্গলবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের চেয়ে ১ ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ ডিগ্রি বেশি।

আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, এখনই শীত ফেরার আশা কম। অন্তত আগামী ১০ দিন তো শীত ফেরার সম্ভাবনাই নেই। কলকাতার তাপমাত্রা আপাতত ১৬-১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসেই ঘোরাফেরা করবে। জেলার তাপমাত্রা থাকবে ১৩-১৪ ডিগ্রির আশপাশে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে কুয়াশা ছিল। সকাল-সন্ধে এরকই কুয়াশা থাকবে আগামী দিনেও।

বড়দিনে কলকাতা মেট্রোয় যাত্রী সংখ্যা ছাপিয়ে গেল ৫ লাখ ২১ হাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বড়দিনে কলকাতা মেট্রো দেখল যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড়। কলকাতা মেট্রোর তথ্য বলছে, ২৫ ডিসেম্বর ব্লু লাইন ব্যবহার করেছেন মোট ৪ লাখ ৯৬ হাজার ৭৬২ জন যাত্রী, যা গতবারের চেয়ে ২৪ হাজার ২০০ বেশি। পাশাপাশি গ্রিন লাইন ব্যবহার করেন ২৪ হাজার ৭৪৩ জন এবং পার্পল লাইনে যাতায়াত করেন ৪৭৫ জন যাত্রী। ২৫ ডিসেম্বর দমদমে সর্বাধিক যাত্রী সংখ্যা ৫২ হাজার ৭৫১ জন নথিভুক্ত করা হয়েছে। অন্য দিকে, পার্কস্ট্রিটে এই বছর যাত্রী সংখ্যা ছিল ৩৭ হাজার ৫৮ জন। গত বছর পার্কস্ট্রিটে এই সংখ্যাটি ছিল ১৮ হাজার ৯০০ জন। পাশাপাশি এসপ্ল্যানেড এবং রবীন্দ্র সদনে যাত্রী সংখ্যা রেকর্ড করা হয়েছে যথাক্রমে ৪২ হাজার ২৮৭ জন, ৩৩ হাজার ১১২ জন।

এরই পাশাপাশি কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয় যে, বড়দিনে আরও ভাল পরিষেবা প্রদান এবং যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য, মেট্রো রেলওয়ের তরফে পার্ক স্ট্রিট, ময়দান এবং এসপ্ল্যানেডের মতো স্টেশনগুলিতে অতিরিক্ত আরপিএফ অফিসার এবং কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিল। মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মহিলা আরপিএফ কর্মীদেরও মোতায়েন করা হয় মেট্রো স্টেশনগুলিতে। পার্ক স্ট্রিট, ময়দান, এসপ্ল্যানেড এবং রবীন্দ্র সদন স্টেশনে অতিরিক্ত বুকিং কাউন্টার খোলা হয়। পাশাপাশি সঠিকভাবে যাত্রী ম্যানেজমেন্টের জন্যা বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মীও মোতায়েন করে কর্তৃপক্ষ।

এই প্রসঙ্গে কলকাতা মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগকারী আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, মেট্রো কর্তৃপক্ষের সুচিন্তিত পরিকল্পনা এবং ত্রুটিহীন ব্যবস্থা নির্বিঘ্নে, নিরাপদে মেট্রো পরিষেবা প্রদানে সাহায্য করেছে।

পুর নিয়োগে এবার ইডির স্ক্যানারে দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুর নিয়োগের তদন্তে ইডির নজরে দক্ষিণ দমদম পুরসভার বর্তমান ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্ত। ইডির তদন্তকারীদের দাবি, নিতাই দত্তের সঙ্গে পুর নিয়োগ মামলার একাধিক যোগসূত্র পাওয়া গিয়েছে। ইডির তদন্তকারী অফিসাররা তাঁর বাড়িতেও হানা দিয়েছিলেন। সেই তল্লাশি অভিযানের সময় তাঁর বাড়ি থেকে বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল তাঁর মোবাইল ফোনও।

আর এই মোবাইল থেকেই চাঞ্চল্যকর সব তথ্য উঠে এসেছে বলে দাবি করা হচ্ছে ইডির তরফ থেকে। পাশাপাসি ইডির তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, নিতাইবাবুর নিকট আত্মীয় থেকে শুরু করে একাধিক ব্যক্তির চাকরি কীভাবে হয়েছে এবার তাও খতিয়ে দেখছেন আধিকারিকেরা.। কিসের ভিত্তিতে ওই নিয়োগ হয়েছিল বা সেখানে কোনও গরমিল ছিল কি না, সেই বিষয়গুলিও রয়েছে ইডির স্ক্যানারে। এই ব্যাপারে ইডি সব নথি ঘেঁটে নজিজ্ঞাসাবাদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন ইডির তদন্তকারী আধিকারিকেরা।

প্রসঙ্গত, ডিসেম্বর মাসের শুরুর দিকেই দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান নিতাই দত্তকে তলব করে ইডি। এর আগে দক্ষিণ দমদম পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু রায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করে নিতাই দত্তের বিরুদ্ধে বেশ কিছু তথ্য ইডির হাতে এসেছে বলে খবর মিলছে ইডির তরফ থেকে। সেই সূত্র ধরেই তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল ইডি। তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন নথির বিষয় জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্যই নিতাইবাবুকে ডাকা হয়েছিল বলে ইডি সূত্রে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঁচু রায়কেও ইতিমধ্যে বেশ কয়েক দফা জিজ্ঞাসাবাদ সেরে নিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

অ্যাপ নির্ভর বাইক পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা পরিবহণ দপ্তরের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: 'যাত্রী সাথী' অ্যাপের সাফল্যে উজ্জীবিত রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর এবার অ্যাপ নির্ভর বাইক পরিষেবা চালু করার পরিকল্পনা নিয়েছে। বেসরকারি অ্যার বাইক পরিষেবা সংস্থাগুলিকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতেখুব শীঘ্রই এই অ্যাপ চালু করা হবে বলে ওই দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

'যাত্রী সাথী' অ্যাপের মাধ্যমেই বাইক ট্যাক্সি বুক করার ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি নতুন একটি অ্যাপ তৈরির কথাও ভাবছেন পরিবহণ কর্তারা। প্রথম ধাপে কলকাতা, হাওড়া, শিয়ালদহ স্টেশন এবং দমদম বিমানবন্দরের মতো শহর কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরীক্ষামূলক ভাবে এই পরিষেবা শুরু করা হবে। ধাপে ধাপে শহরের অন্যান্য এলাকা ও জেলাতেও সরকারি বাইক অ্যাপ পরিষেবা চালু করা হবে বলে জানা গিয়েছে। কয়েক মাস আগেই 'যাত্রী সাথী' অ্যাপ মারফত ট্যাক্সি পরিষেবা শুরু করেছে পরিবহন দফতর। তাতে যাত্রীদের মধ্যে তো বটেই চালকদের কাছ থেকেও ভালো সাড়া মিলেছে। বেসরকারি সংস্থার তুলনায় চালকদের কাছ থেকে অনেক কম টাকা নেওয়ায় বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত অনেক গাড়ি চালকও 'যাত্রী সাথী'তে নাম নথিভুক্ত করেছেন। অন্য দিকে সাত লক্ষের বেশি মানুষ ওই অ্যাপ ব্যবহার করছেন বলে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানিয়েছেন। এদিকে বেসরকারি অ্যাপ ক্যাবের পাশপাশি বেসরকারি বাইক অ্যাপ নিয়েও অভিযোগের অন্ত নেই। চালকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট ভাড়ার থেকে বেশি ভাড়া চান বলে অভিযোগ। সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বেসরকারি সংস্থার তুলনায় কম টাকায় অ্যাপ বাইক পাবেন যাত্রীরা। সঙ্গে ঠিক করা হয়েছে, যদি কোনও বাইকের চালক পর পর তিনটি বুকিং বাতিল করেন, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

এই বাইকের ন্যূনতম ভাড়া ২০ টাকা করার কথা ভাবা হয়েছে। তবে তিন কিলোমিটারের কম যাত্রা পথের জন্য বাইক ট্যাক্সি বুক করা যাবে না। অ্যাপ নির্ভর বাইক পরিষেবা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বহু যুবক বাইক ট্যাক্সিকে জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছেন। কলকাতায় প্রায় ১৫ হাজার বাইক চালক অ্যাপ নির্ভর সংস্থার সঙ্গে বাণিজ্যিক পরিবহণে যুক্ত। এ ছাড়াও আরও ১ লক্ষ ১০ হাজার বাইকচালক বিভিন্ন খাবার সরবরাহকারী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। নিয়ম তান্ত্রিক ভাবে যাতে এরা কাজ করতে পারেন সে ব্যপারে উদ্যোগী হয়েছে পরিবহণ দপ্তর। এদের সবাইকে বাণিজ্যিক লাইসেন্স নিতে হবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অ্যাপ নির্ভর বাইক ট্যাক্সি মালিকদের বাণিজ্যিক লাইসেন্স দিতে পরিবহণ দফতর রাজ্য জুড়ে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করছে। মাত্র এক হাজার টাকায় মিলছে লাইসেন্স।

শীতে বঙ্গ সংস্কৃতির শিকড়ে জড়িয়ে নলেন গুড়ের মিষ্টি আর পিঠে

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: ২৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে অন্তত বর্ষবরণ পর্যন্ত বড়দিন উপলক্ষে কেক বাঙালির ঘরে-ঘরে। শুধু কেকই বা বলি কেন, খাদ্যরসিক বাঙালির ঘরে শীতকাল মানে ঘরে আসে রকমারি মিষ্টিও। এদিকে ঠাণ্ডা তেমন গায়ে না লাগলেও খেজুর গাছের গায়ে বাঁধা হাঁড়িতে জমছে খেজুরের রস। কারণ, শীতের সঙ্গে পরতে পরতে জড়িয়ে নলেন গুড়। পিঠে-পুলি, পায়েস তো বটেই, দোকানের রকমারি মিষ্টিতেও এই নলেন গুড়ের ছোঁয়া শীতে যেন আবশ্যিক হয়ে ওঠে। আজকাল খুঁজলে সারা বছরই গুড় পাওয়া যায় ঠিকই তবে সেই গুড়ে মেলে না মনভোলানে স্বাদ। তাই ভাল মানের গুড় পেতে গেলে সারা বছর অপেক্ষায় থাকেন মিষ্টিপ্রেমী বাঙালি। ছানা দিয়ে তৈরি মিষ্টির সঙ্গে সোনালি রঙা এই তরল মিশ্রণে যেন এক অন্য মাত্রা যোগ হয় স্বাদে।

এই নলেন গুড়ের স্বাদ পেতেই প্রতি বছরের মতো এ বছরেও কলকাতার বিভিন্ন মিষ্টির দোকান নলেন গুড়ের তৈরি মিষ্টির পসরা নিয়ে হাজির। চিরাচরিত মিষ্টি বলতে গুড়ের রসগোল্লা, জলভরা, অমৃতকুম্ভ তো রয়েছেই। এখন আবার প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মেলবন্ধনে তৈরি হওয়া ফিউশন মিষ্টির চাহিদাও কম নয়। নতুন প্রজন্মের কাছে এখন এই ফিউশন মিষ্টির চাহিদা তুঙ্গে।

ফিউশন মিষ্টির কথা বলতে গেলে তরুণ প্রজন্মের কাছে অত্যন্ত জনপ্রিয় বলরাম মল্লিক এবং রাধারমন মল্লিকের মিষ্টি। শীতে 'গুড়ের স্যান্ডউইচ' মন কেড়েছে সবারই। স্যান্ডউইচ নাম হলেও পাউরুটির কোনও অস্তিত্ব নেই এখ ানে। বদলে রয়েছেনরম পাকের সন্দেশের ভিতরে এখানে দেওয়া হয় গুড় আর নারকেলের পুর। শুধু তাই নয়, সঙ্গে রয়েছে 'সরলিপি'।খেতে গুড়ের ভাপা সন্দেশের মতোই। কিন্তু সরের পুরু প্রলেপে মোড়া।

উত্তর কলকাতার বিখ্যাত মিষ্টির দোকানর তালিকায় অন্যাতম একটি নাম নকুড়'। মিষ্টিপ্রেমীদের কাছে নকুড়ের সন্দেশ বিখ্যাত। আর এই নকুড়েই এলেই মিলছে নলেন গুড়ের 'সরের থাক' সন্দেশ। ছানার সঙ্গে গুড় মিশিয়ে ভাপিয়ে তৈরি।খ

ানিকটা ভাপা সন্দেশের মতো হলেও এতে রয়েছে নতুনত্ব। সঙ্গে রয়েছে মনোহরাও। তবে শীতকালে গুড়ের আমদানি বাড়লে তবেই তৈরি হয় এই মনোহরা।

কলকাতা শহরের মিষ্টি-মানচিত্রে সম্প্রতি জায়গা করে নিয়েছে 'বাঞ্ছারাম'।এখানে গুড়ের রসগোল্লা, শাঁখ সন্দেশ, কাঁচাগোল্লার সঙ্গে পুলি সন্দেশ না খেলে সীতের আমজেটাই অধরা থেকে যাবে। দেখতে পুলির মতো হলেও আদতে তা নলেন গুড়ের সন্দেশ। এছাড়াও মেলে ক্ষীর এবং নারকেলের পুরভরা পাটিসাপটা।

এদিকে দরজায় কড়া নাড়ছে পৌষপার্বণ। তবে বাঙালির ব্যস্ত জীবনে পিঠে বানানোর সেই ট্র্যাডিশন আর নজরে আসে না। একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি তৈরি হওয়া পিঠে বানানোর ঝক্কিও নিতে চান না কেউই। অথচ পৌষে পিঠে খাওয়া হবে না তা বললে বাঙালির অন্তত চলবে না। বঙ্গবাসীর সেই রসনার চাহিদা মেটাচ্ছে তৈরি বিভিন্ন মিষ্টান্ন সংস্থা। ফলে পৌষ -পার্বনকে গিরে ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে বিভিন্ন মিষ্টির দোকানে মিলছে নানা ধরনের পিঠেও। এই পিঠের জন্য সারা বছরই রয়েছে কালীঘাটের 'পিঠেবিলাসি'। এখানে বিখ্যাত গোকুল পিঠে দেওয়া গুড়ের আইসক্রিম। সংস্থার কর্ণধার জানান, 'বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে গুড় সংগ্রহ করে আনা হয়। কোনও রকম কৃত্রিম প্রিজারভেটিভ দেওয়া থাকে না তাতে। তাই এর স্বাদও আলাদা হয়। শীতকালে গোকুল পিঠের গুড় আইসক্রিম এবং গুড়-আমের পুলির চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকে।' সব মিলিয়ে এটা ঠিক যে, শীতে এক টুকরো কেক যেমন চাই, ঠিক তেমনই বাঙালির মন ভরে যায় নলেন গুড়ের একটা মিষ্টি পাতে সাজিয়ে দিলে। তাই কেকের চাহিদার সঙ্গে সমানতালে পাল্লা দিয়েই চলেছে বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গ নলেন গুড়ের মিষ্টি আর পিঠেও।

প্রতারণার মামলায় ফের শিয়ালদা আদালতে হাজিরা জারিন খানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার থেকে টাকা নিয়ে, শেষ পর্যন্ত অনুষ্ঠানে না আসার অভিযোগ উঠেছিল বলিউড অভিনেত্রী জারিন খানের বিরুদ্ধে। ১২ লাখ টাকা পারিশ্রমিক নিয়েও, জারিন অনুষ্ঠানে আসেননি বলে অভিযোগ জানিয়েছিল এক ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থা। এই ঘটনায় অভিনেত্রীর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা রুজু হয়। সেই মামলায় হাজিরা দিতে মঙ্গলবার শিয়ালদহ কোর্টে এসেছিলেন অভিনেত্রী।

২০১৮ সালের কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মোট ৬টি কালীপুজোর উদ্বোধনে আসার কথা ছিল বলিউডের এই অভিনেত্রীর। সেই মতো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার তরফে জারিনকে অগ্রিম ১২ লাখ টাকাও দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি। কিন্তু সেই টাকা নেওয়ার পরও জারিন অনুষ্ঠানে আসেননি বলে

অভিযোগ। এই ঘটনায় নারকেলডাঙা থানায় অভিযোগ জানানো হয় ওই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার তরফ থেকে। এরপর ওই মামলা ওঠে শিয়ালদহ আদালতে। এই প্রতারণার মামলায় বারবার কলকাতায় পা রাখতে হচ্ছে বলিউডের এই অভিনেত্রীকে। এর আগে গত ১১ ডিসেম্বর সশরীরে আদালতে হাজিরা দিয়ে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছিলেন। এদিন আবার আদালতে হাজিরা দিতে এলেন বলিউড অভিনেত্রী।

এই মামলায় বেশ কয়েকদিন আগেই চার্জশিট জমা দেওয়াও হয় কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে। এর পাশাপাশি অভিনেত্রী জারিন খানকে একাধিকবার তলবও করা হয়। তবে সে ডাকে সাড়া দেননি জারিন। ফলে, জারিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি হয়। শেষ পর্যন্ত গত ১১ ডিসেম্বর সশরীরে আদালতে হাজিরা দিয়ে শর্তসাপেক্ষে জামিন পেয়েছিলেন জারিন। ৩০ হাজার টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে অভিনেত্রীর জামিন মঞ্জুর করে আদালত। তবে শর্ত দেওয়া হয়, দেশের বাইরে যেতে হলে আদালতের থেকে আগাম অনুমতি নিতে হবে। শুধু তাই নয়, এদিনের শুনানিতেও সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই মতো মঙ্গলবার শিয়ালদা আদালতে হাজিরা দিতে আসেন জারিন।

সম্পাদকীয়

উন্নত সরকারি ব্যবস্থাই পারে শিশুদের অপুষ্টি রোধ করতে

অপুষ্টি এমন এক অবস্থা, যেখানে শিশু প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানগুলি যথাযথ ভাবে গ্রহণ করে না। পর্যাপ্ত পুষ্টির অভাবে শারীরিক এবং আচরণগত ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি ব্যাধি দেখা দিতে পারে। প্রতি বছর এক বড় সংখ্যার শিশু অপুষ্টির শিকার হচ্ছে, যা বিশ্বব্যাপী গুরুতর উদ্বেগের কারণ। বিশ্বে প্রতি বছর ৫০ লক্ষেরও বেশি শিশু মারা যাওয়ার নেপথ্যে আছে মায়ের গর্ভবতী থাকাকালীন স্বাস্থ্যহানি, জটিল রোগ-ব্যাধির প্রকোপ, সুষম খাদ্য ও চিকিৎসার অভাব, পরিবেশ, অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় অনুশাসনের পাশাপাশি পুষ্টিহীনতা, দারিদ্র, অর্থনৈতিক সমস্যা ও অজ্ঞতা। সন্তান জন্মের পর থেকেই তার প্রতিপালনের গুরুদায়িত্ব মা অথবা পরিবারের মহিলাদের উপরেই ন্যস্ত হয়। কিন্তু ভারতে মহিলাদের একটা বড় অংশই সংসারের সমস্ত দায়দায়িত্ব পালন করার পরেও চাষবাস-সহ অন্য বহু কষ্টসাধ্য কাজ বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে করে থাকেন। মজুরির বৈষম্যের কথা ছেড়ে দিলেও শিশুদের প্রয়োজনীয় দেখাশোনা এবং শিশুর অপুষ্টিজনিত কারণের জন্য মূলত মায়েদের এই সময় দিতে না পারার ঘটনাটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। প্রবন্ধকার যথার্থই বলেছেন যে, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সারা দিনে অন্তত ছয় থেকে সাত ঘণ্টা যদি শিশুসন্তানদের দেখাশোনা, খাওয়াদাওয়া এবং লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয়, তা হলে হয়তো এই মহিলারা নিশ্চিন্তে তাঁদের কাজে যেতে পারেন এবং সন্তানরাও শিক্ষা ও অপুষ্টির হাত থেকে অনেকটা রেহাই পেতে পারে। তবে এর পরও যে বিষয়টি উঠে আসে, তা হল এই শিশুদের অপুষ্টিজনিত কারণের জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতা। এখনও বহু পরিবার আছে, যেখানে দিনে দু'বেলা ঠিক ভাবে খাদ্যের সংস্থান না হলেও, কেব্‌ল টিভির দামি প্যাকেজ এবং মোবাইল ফোনে প্রতি মাসে রিচার্জ বাদ যায় না। বহু পরিবারেই পুরুষ মানুষটি সারা দিন খেটে যা রোজগার করেন, তার একটা বড় অংশ নেশার দ্রব্য ও লটারির টিকিট বা সমজাতীয় জুয়ার পিছনে খরচ হয়ে যায়। ফলত খাদ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থে টান পড়ে। তাই সরকারি ব্যবস্থাপনা আরও ভাল না হলে শিশুদের এই অপুষ্টির হাত থেকে বাঁচানো যাবে না।

শাশ্বত কথা

গুরু বিষ্ণু

বাবা,যে কোনও তত্ত্ব ধারণা করিতে গেলে সাধনা চাই। বিনা তপস্যায় চঞ্চলতা দূর হয় না। চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির শাস্ত্রাদি শ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় বৃথায় হয়।...ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র সমস্ত পিতৃ-দেবতাগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মার্চ্চিত শুভ-জলে অবস্থান করেন। যে মানব নিত্য গুরুপাদোদক গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের অধিপতি হয়, অর্থাৎ চতুর্ব্বর্গ তাহার করতলগত হয়। যে ব্যক্তি গুরুপাদোদক মস্তকে ধারণ করে, সে সমস্ত তীর্থজাত ফললাভে সমর্থ হয় এ সম্বন্ধে সংশয় নাই।

— সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব

জন্মদিন

আজকের দিন

সলমন খান

১৭৯৭ *বিশিষ্ট উর্দু কবি গালিবের জন্মদিন।*
১৮৯৮ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ পাঞ্জাবরাও দেশমুখের জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা সলমন খানের জন্মদিন।*

ফিরে দেখা ২০২৩

ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

অশোক সেনগুপ্ত

চন্দ্রযান-৩: এ বছরও মহাকাশের বিশ্বে ভারতের সাফল্য প্রশ্নাতীত। চন্দ্রযান-৩-এর মাধ্যমে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা যা করেছেন, আজ পর্যন্ত বিশ্বের কেউ করতে পারেননি। চন্দ্রযান-৩ এর মাধ্যমে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণকারী প্রথম দেশ হয়ে উঠেছে ভারত।

চলতি বছরে ভারতের সাফল্যের অন্যতম বড় ঘটনা ছিল চন্দ্রযান-৩-এর চাঁদের মাটি ছোঁয়া।

দীর্ঘদিন ধরেই চাঁদ নিয়ে গবেষণা হলেও, তার দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত কেউ পৌঁছতে পারেনি। ইতিহাসে প্রথম দেশ হিসাবে চাঁদের কঠিনতম অঞ্চল দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। সফলভাবে চাঁদের মাটিতে কাজ করেছে ইসরোর তৈরি ল্যান্ডার বিক্রম ও রোভার প্রজ্ঞান। চাঁদের মাটিতে পড়েছে তেরঙ্গার ছাপ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে চাঁদ থেকে নানা তথ্য সংগ্রহ করেছে ভারতের চন্দ্রযান। এই অভিযানের ফলে মহাকাশবিজ্ঞানের ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা হয়েছে ভারতের নাম।

চলতি বছরে ভারতের সাফল্যের অন্যতম বড় ঘটনা ছিল চন্দ্রযান-৩-এর চাঁদের মাটি ছোঁয়া। বিক্রমের অবতরণে নতুন ইতিহাস গড়েছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'ইসরো'। এই মহাকাণ্ডে দেশের একঝাঁক প্রতিভাবান বিজ্ঞানীকে নেতৃত্ব দেন মহাকাশ বিজ্ঞানী এস সোমনাথ।

আদিত্য L-1 এর উদ্দেশ্য হল সূর্যের চারপাশের বায়ুমণ্ডল পরীক্ষা করা।

আদিত্য-এল১: আদিত্য-এল১-এর সাফল্যের মাধ্যমে, ভারত আবারও বিশ্বকে তার শক্তি উপলব্ধি করিয়েছে। আদিত্য L-1 এর উদ্দেশ্য হল সূর্যের চারপাশের বায়ুমণ্ডল পরীক্ষা করা।

আদিত্য-এল১ এক পরিকল্পিত করোনাগ্রাফি মহাকাশযান যা সূর্যের বায়ুমণ্ডলকে পর্যবেক্ষণ করবে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো) সহ বিভিন্ন ভারতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর নকশা ও নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত।একে সূর্য,পৃথিবী L1 বিন্দুর চারিদিকে এক বলয় কক্ষপথে স্থাপিত করা হবে। সেখানে এটি সূর্যের বায়ুমণ্ডল, সৌরঝড় এবং পৃথিবীর পরিবেশে এর প্রভাব পর্যবেক্ষণ করবে। আদিত্য-এল১ সূর্য পর্যবেক্ষণের জন্য ভারতের প্রথম মহাকাশ অভিযান, এবং ২৬ আগস্ট ২০২৩-এ এই মহাকাশযানকে মেরু উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যানে (পিএসএলভি) করে উৎক্ষেপণ করা হয়।

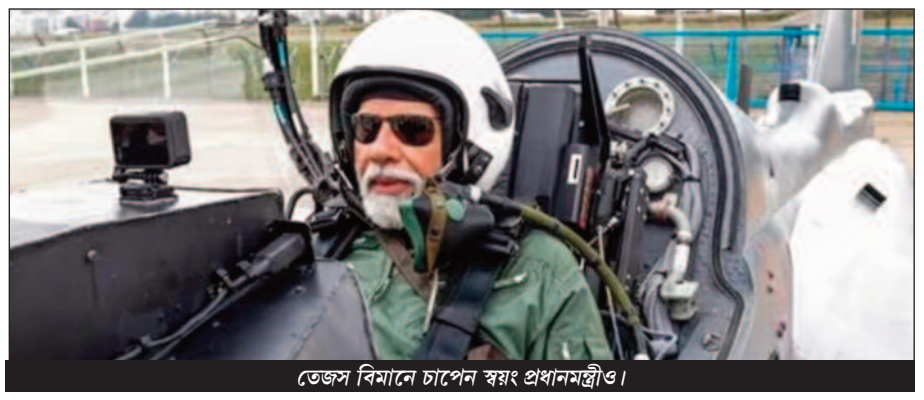

তেজস বিমানে চাপেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও।

ইসরোর চেয়ারম্যান এস সোমনাথ জানিয়েছেন, আগামী বছর ৬ জানুয়ারি সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান-১ পয়েন্টে পৌঁছে যাবে সৌরযান আদিত্য-এল১ সূর্যের এই পয়েন্ট বা কেন্দ্রটি পৃথিবী থেকে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে এই কেন্দ্র থেকে সূর্যের কক্ষপথে ঘুরবে আদিত্য আর সেখান থেকেই সে সূর্যের উপর গবেষণা চালাবে এবং সেই তথ্য ইসরোর হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে দেবে

সূর্যের ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান-১ বা এল১ কক্ষপথ থেকে তার উপর গবেষণা চালানোর জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র প্রথম মহাকাশযান পাঠিয়েছিল

ইসরো চেয়ারম্যান বলেন, ''যখন সৌরযানটি এল ১ কক্ষপথে প্রবেশ করবে, তখন আমরা আবারও সেটির ইঞ্জিন চালু করব যাতে আদিত্য-এল ১ আর এগিয়ে যেতে না পারে আদিত্য-এল১ নির্ধারিত কক্ষপথে পৌঁছানোর পর সূর্যকে প্রদক্ষিণ শুরু করবে আমরা এল১ কক্ষপথেই মহাকাশযানটিকে আটকে দেব''

তিনি জানিয়েছেন, ''সফলভাবে সৌরযানটিকে এল১ পয়েন্টে স্থাপন করার পর, আগামী ৫ বছর সেটি ওই কক্ষপথেই থাকবে এল১ কক্ষপথে ঘুরে সূর্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করবে। ওই তথ্য শুধু ভারত নয়, পুরো বিশ্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলির মাধ্যমে আমরা সূর্যের গঠনতন্ত্র এবং আমাদের জীবনে তার প্রভাব সম্পর্কে জানা যাবে '' সেই সঙ্গে গত কয়েক বছরে যে ভাবে ভারত প্রযুক্তি ও মহাকাশ বিজ্ঞানে এগিয়ে চলেছে, তার প্রশংসাও করেন ইসরো চেয়ারম্যান এস সোমনাথ?

কোয়ান্টাম মিশন: কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ২০২৩-২৪ থেকে ২০৩০-৩১ পর্যন্ত ৬০০৩.৬৫ কোটি টাকা ($৭৩০, ২৯৭,০০০) খরচ সহ জাতীয় কোয়ান্টাম মিশন

কোয়ান্টাম মিশনের লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প গবেষণা ও উন্নয়ন বৃদ্ধি করা।

অনুমোদন করেছে। কোয়ান্টাম টেকনোলজির নেতৃত্বাধীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য এবং এই অঞ্চলে ভারতকে একটি নেতৃস্থানীয় জাতিতে পরিণত করার লক্ষ্যে মিশনের লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প গবেষণা ও উন্নয়ন বৃদ্ধি করা।

ভারতেই তৈরি হবে যুদ্ধবিমান তেজস: প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে চলতি বছরে ঐতিহাসিক সাফল্য ভারতের। বহুদিন ধরেই আমেরিকা থেকে তেজস যুদ্ধবিমানের ইঞ্জিন তৈরির প্রযুক্তি চেয়েছিল ভারত। জুলাই মাসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সফরেই স্বাক্ষরিত হয় প্রযুক্তি হস্তান্তরের চুক্তি। এতদিন পর্যন্ত ফাইটার জেট তেজসের বাকি অংশ ভারত তৈরি করলেও ইঞ্জিন তৈরি হত আমেরিকায়। কিন্তু মার্কিন সংস্থা জেনারেল ইলেকট্রিক ও হিন্দুস্তান এয়ারোনটিক্স লিমিটেডের মধ্যে চুক্তির পর থেকে ইঞ্জিন-সহ গোটা যুদ্ধবিমানই তৈরি হচ্ছে ভারতে। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি তেজস বিমানে চাপেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও।

চাষে সমবায় প্রথা চালু করেন রবীন্দ্রনাথ

সত্যব্রত কবিরাজ

শিশু-কিশোরদের জন্য পত্রিকার সংখ্যা ক্রমেই কমছে। যেগুলি বেরোয় সেগুলির মৌলিকতা নেই বললেই চলে। শুধু কি তাই, শিশুদের মতো করে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, রঙ্গতামাসা, ধাঁধাঁ, ইত্যাদির বড়ই অভাব। সৃষ্টিশীলতার ভাঁড়ার এখন বাড়ন্ত। কিন্তু তারই মধ্যে নির্মলেন্দু শাখারু তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় পনেরো বছর ধরে প্রকাশ করে চলেছেন এই পত্রিকা।

বরণীয় কবি সাহিত্যিকদের জীবনী শিশু কিশোরদের জীবন গঠনে এক অমোঘ বার্তা পৌঁছে দেয়। তেমনি ফজলির শারদীয়া সংখ্যায় অমিতাক্ষর ছন্দের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তর দ্বিশত বর্ষপূর্তি জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে একজীবনী প্রকাশ করে ধন্যবাদের ভাগীদার হয়েছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে এক উজ্জ্বল জ্যোতিস্কস্বরূপ। মাইকেলের কবি প্রতিভায় বিদ্যাসাগর, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সকলেই অভিভূত ছিলেন। তবে মাইকেল তাঁর খামখেয়ালীপনার কারণে তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত প্রকাশ করার সুযোগ বিনষ্ট করেছেন। বিশ্বের যেকোনও শ্রেষ্ঠ কবিদের সঙ্গে মাইকেল এক পঙক্তিতে আসন গ্রহণের অধিকারী ছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিতা লেখার সময় একজন লেখকের সাহায্য নিতেন। তিনি একই সঙ্গে তিনি তিন চারজন লেখককেও বিভিন্ন ধর্মী কবিতা সৃষ্টি করে বলে যেতে পারতেন। এমনই অদ্ভুত সৃষ্টিশীল ক্ষমতা ছিল তাঁর। বিদ্যাসাগর মশাই তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আর বিদেশে যখনই মাইকেল কোনও অর্থিক অসুবিধায় পড়েছেন, তখনই বিদ্যাসাগরকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করেছেন। আর বিদ্যাসাগর মাইকেলকে এতটাই স্নেহ করতেন যে নিজের বাড়ি বন্ধক রেখে টাকা ধার নিয়ে মাইকেলকে পাঠাতেন। বিদ্যাসাগর মশাই মাইকেলের সৃষ্ট সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। মাইকেল বিদ্যাসাগরের থেকে মাত্র চার বছরের ছোটো ছিলেন। প্রায় বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন বিদ্যাসাগর । ২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ খিষ্টাব্দে মাইকেলের অখণ্ড বাংলার যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে জন্ম। মাইকেল একবার মামলার কারণে দক্ষিণেশ্বরের মালিকদের আমন্ত্রণে সেখানে গিয়েছিলেন। তখন শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে আলাপচারিতা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর সেই আশা পূরণ হয়নি। তিনি নিজের ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়েছিলেন। কারণ তিনি ইংরেজিতে কবিতা লিখে প্রখ্যাত হওয়ার চেষ্টায় রত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে সে ভুল ভেঙে তিনি মাতৃভাষায় কালোত্তীর্ণ সাহিত্য রচনা করে অমর হয়েছেন। তাঁর নাটক, কাব্য সকল সময়ের জন্যই প্রাসঙ্গিক।

এছাড়া ফজলির এই সংখ্যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও জীবনের একটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। জমিদারির কাজেও রবীন্দ্রনাথ সমান দূরদর্শিতার পরিচয় রেখেছিলেন। তিনিই জমিদার হিসেবে প্রথম সমবায় ভিত্তিতে চাষ করে চাষীদের মহাজনের হাত থেকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা করেন। রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের চেয়ে প্রায় চল্লিশ বছরের অনুজ ছিলেন। তাঁর সর্বগ্রাসী প্রতিভায় বাংলা সাহিত্যের ঝুলি ভরে গিয়েছে। তাঁর জীবনের একটা দিক ফজলির শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশ করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে রবীন্দ্রনাথের সমাজের প্রতি অবদানের একটা দিকের প্রতি আলোকপাত করার সাধু প্রয়াসকে কুর্নিশ করা যায়।

এছাড়া সমাজ সংস্কারক রাজা রামমোহন রায়-এর একটি কাহিনি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে রাজামশাইয়ের বিচক্ষণতার দিকটি সুচারুরূপে তুলে ধরে কিশোরদের মনে একটা দৃষ্টান্তর মাধ্যমে অনুপ্রেরণা যোগানোর প্রচেষ্টা হয়েছে।

ফজলির শারদীয়া সংখ্যায় নানান গল্প এবং কবিতা ও শিশু কিশোরদের আঁকা শিল্পকর্ম সব প্রকাশ পেয়েছে। গল্পের বিভাগে মুনমুন গল্পটি খানিকটা হলেও কিশোরদের কাছে এক সচেতনতার বার্ত পৌঁছে দেবার প্রয়াস দেখা গিয়েছে। নবম শ্রেণির ছাত্রী মুনমুন তার বিদ্যালয় ফেরত বাড়ি যাওয়ার পথে এক নিঃসঙ্গ বুড়িমার খোঁজ পায়। পথের ধারে একটি বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুনমুন নিজেই গিয়ে বুড়িমার সঙ্গে আলাপ জমায়। মুনমুনের অভ্যেস ফেরার পথে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে তেঁতুল বা কুলজাতীয় কোনও আচার খেতে খেতে বাড়ি ফেরা। তেমনই একদিন ফেরার পথে বুড়িমাকে তার নিজের বাড়ির দরজায় তার দিকে চেছে থাকতে দেখে এগিয়ে যেচে আলাপ জমায়। মুনমুনের পরকে আপন করে নেওয়ার এক সহজাত ক্ষমতা রয়েছে। মুনমুন কি খাচ্ছে জানতে চায় বুড়িমা। তার জন্য একটু কিনে আনতে আব্দার করে। এরপর আলাপ জমে যায়। বুড়িমারও মুনমুনের বয়সী এক নাতনী রয়েছে। কিন্তু সে থাকে তার মা-বাবার সঙ্গে বিদেশে। বছরে একবার বা দু-বছর অন্তর একবার এখানে আসে। তাই বুড়িমাকে একাই থাকতে হয়। বুড়ির এরপর থেকে প্রতিদিনই মুনমুনের জন্য কিছু না কিছু বানিয়ে রাখেন। আর গল্প করে খানিকটা সময় কাটান মুনমুনের সঙ্গে। অথচ মুনমুনের বাড়ি ফেরার সময় বয়ে যায় দেখে তার মায়ের চিন্তু বাড়ে। কারণ মুনমুন তার স্কুল ছুটির পর কোথাও না গিয়ে আগে বাড়ি ফেরে। স্কুল থেকে মাত্র আধঘন্টার পথ। কিন্তু একদিন সাতটা বেজে গেলেও মুনমুন না ফেরায় তার মা এবং বাবা অফিস থেকে ফিরে বেশ চিন্তায় পড়ে যান। এরই মধ্যে পুলিশের ভ্যান এসে থামে মুনমুনের বাড়ির দরজায়। গাড়ি থেকে থানার বড়বাবু মুনমুনকে সহেগ নিয়ে নামেন। তার বাবা মাকে বলেন এই ছোট্ট মেয়েটির জন্য আজ এক বুড়িমার প্রাণ বেঁচেছে। এমন মেয়ে সমাজের গর্ব। এই বলে বড়বাবু গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন।

মুনমুন এবার বুড়িমার কাহিনি তার বাবা মাকে জানাল। সেদিন গিয়ে দেখে বুড়িমা নিত্যদিনের মতো দরজায় তার জন্য দাঁড়িয়ে নেই। দরজায় ধাক্কা দিয়েও কোনও সাড়া মেলেনি। তখন সে সোজা পুলিশের কাছে গিয়ে জানায় ঘটনাটি। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের বড়বাবু একটি ভ্যানে মুনমুনকে নিয়ে দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে দেখে বিছানায় বুড়িমা পড়ে রয়েছেন তার কেমন করছেন। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে যেতেই চিকিৎসকরা জানান আর কিছুক্ষণ দেরিহলে আর বাঁচানো যেত না বুড়িমাকে। খুব বুদ্ধি করেই মুনমুন পুলিশের সাহায্য নিয়েছে তাই বুড়িমার সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করা গিয়েছে। এরই মধ্যে বুড়িমার স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে। তাই পরবর্তী চিকিৎসার জরুরি ছিল অবিলম্বে। সেটাই করেছে মুনমুন। ছাত্রাবস্থা থেকেই এমন উপস্থিত বুদ্ধি ও পরোপকারের উদ্যোগী হওয়া যে কতটা জরুরি সেটাই করে দেখিয়েছে মুনমুন। এমন গল্পের মুনমুন সমাজের পক্ষে অত্যন্ত জরুরি।

বিভিন্ন গল্প সমাহারে বেশ আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা হয়েছে শারদীয় সংখ্যাটি। এতে বাংলা ভাষাশিক্ষার সমস্যা নিয়েও প্রবন্ধ রয়েছে।

পত্রিকার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে গোরাচাঁদ চক্রবর্তীর শেষের পারিজাত কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়। অনুষ্ঠানে তিন শিশু সাহিত্যিক নীলাদ্রিশেখর সরকার, মানস সরকার, সুমন বিশ্বাসকে সংবর্ধিত করা হয়।

ফজলি: সম্পাদক নির্মলেন্দু শাখারু।

বড়দিন: বড় দিন নয়, যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন

সুবল সরদার

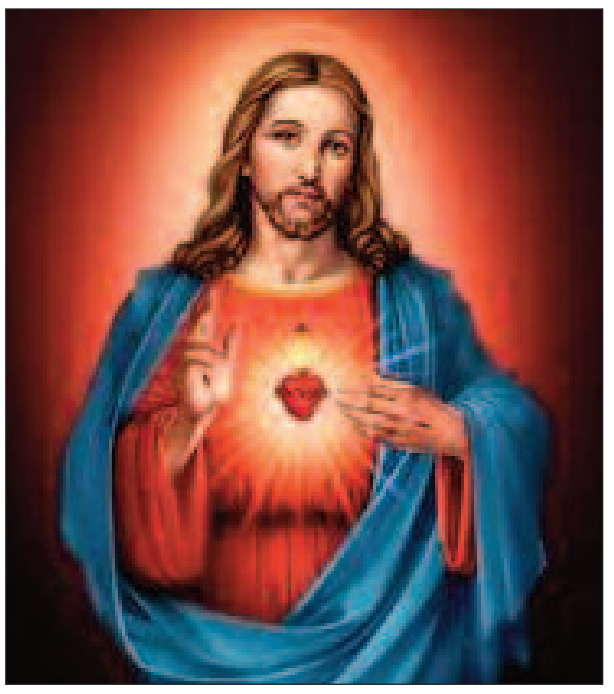

বড় দিন কিন্তু বড় দিন নয়। মহান প্রেমিক যীশু খ্রীষ্টের জন্ম দিনকে আমরা বড় দিন বলে পালন করে থাকি। আসলে ওই সময় থেকে দিন একটু একটু করে বড় হতে শুরু করে। আদতে বছরের ক্ষুদ্রতম দিন ২১ শে ডিসেম্বর। তারপর দিন থেকে একটু একটু করে দিন বড় হাওয়ার সেই পরিক্রমা শুরু হয় । সেই জন্যে হয়তো ২৫ শেষ ডিসেম্বর অর্থাৎ যীশু খ্রিস্টের জন্মদিনকে বড় দিন বলে চিহ্নিত করা হয়। বড় দিন কিন্তু আমাদের কাছে বড় সুখের দিন নয় বরং বড় দুর্ভাবনার দিন। এতো প্রতিকুল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি, মনে হচ্ছে আমরা Noah's ark এ বিচরণ করছি। (বাইবেল বর্ণিত নোয়ার তৈরি যে জাহাজ মহাপ্লাবনের সময় তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে রক্ষা করেছিল।) আমরা এখন রাজ্য এবং রাজ্য পরিস্থিতিতে টলমল।

তবুও হৈহুল্লোড় করে বড় দিন পালিত হবে। সারা বঙ্গে কেক উৎসবের দিন হিসেবে পালিত হবে বললে অত্যুক্তি করা হবে না। চার্চ থেকে সমবেত স্বরে Noel বা ক্যারল শোনা যাবে । কয়েক দিন ধরে চলবে বিশেষ করে কলকাতার পার্ক স্ট্রিটকে কেন্দ্র করে। কেন পার্ক স্ট্রিটকে কেন্দ্র করে? ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে গেলেও ওই জায়গার মায়া ছেড়ে অনেকে যেতে পারেনি। ওই খ্রীষ্টান অধ্যুষিত এলাকাকে আমরা পার্ক স্ট্রীট বলে চিনি। পার্ক স্ট্রীট ধর্ষণ কান্ডের পর তার গুরুত্ব বেড়ে যায়। গুটি কয়েক বড় লোকদের হৈহুল্লোড়, আনন্দে পার্ক স্ট্রিট সারা রাত জেগে থাকবে । এটা পুরো সপ্তাহ ধরে জেগে থাকবে ফার্স্ট জানুয়ারি পর্যন্ত। মজা,আনন্দ সব পাওয়া যায় ওই নৈশ অভিযান পর্বে । এটা আমাদের বঙ্গের উৎসব নয় এমনটাই অভিমত দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবাঙ্গনম।

আমাদের জাতীয় পুজো দুর্গা পুজোর আয়োজন করার জন্যে থানার পারমিশন লাগে। তাদের কিন্তু অবাধ ছাড়। থানা থেকে তাদের কোন পারমিশন লাগে না। এখনও ইংরেজদের রাজত্ব আছে ধরে নেওয়া যায়। সেখানে হাজার হাজার লোক জমায়েত হলে বা কী। তাঁদের রাতের অন্ধকারে অবাধ বিচরণ। হ্যাট -স্যুট পরা এ্যংলো ইন্ডিয়ানদের মস্তি দেখবো ওই রাতে। তাঁদের সঙ্গে মিলিত হবে কিছু বাঙালিবাবুরা তাঁদেরকে আমরা বাবু কালচারের ধারক ও বাহক বলে চিনবো। তাঁদেরকে স্বমহিমায় দেখা মিলবে ওই ভিড়ের মধ্যে থেকে। কালো-গোরার মধ্যে পার্থক্য বেশ প্রকটভাবে দেখা যাবে । তাঁদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে বাঙালি বাবুরা নিজেদেরকে ধন্য মনে করেন।

আচ্ছা, এই এ্যংলো ইন্ডিয়ানের দল আমাদের পুজোতে ভিড় জমায়? কেন,পুজো আমাদের, উৎসব তো সবার? এই কথা কেন বলতে হয় আমাদের উৎসবকে কেন্দ্র করে? এখন আমাদের দুর্গা পুজো কার্নিভালে পরিনত হয়েছে। পুজো আর পুজোতে নেই। দেবী দুর্গা অসুর দমন আর করেন না। বরং তার বিপরীত হচ্ছে অসুর দুর্গাকে কিডন্যাপিং করে।

সব কেমন এলোমেলো হয়ে যায়।

মহান প্রেমিক যীশু খ্রীষ্টের জন্মদিনকে কেন্দ্র করে সীমাহীন উদ্মাদনা। এমন মহান প্রেমিক পুরুষকে নির্মমভাবে ব্রুসিফাইড করা হয়েছিল। পৃথিবীর এমন নিষ্ঠুরতম মৃত্যু দন্ড যা কখনও কল্পনা করা যায় না। এই ঈশ্বরের পুত্রের জন্যে তাঁদের একটুও অনুতাপ আছে বলে মনে হয় না। আনন্দই শেষ কথা। শুধু আনন্দ -ভোগ-বিলাসের মধ্যে দিয়ে আবর্তিত হয় পাশ্চাত্যের অনুষ্ঠান আমাদের প্রাচ্যে। শ্রদ্ধা ভক্তি কোথায়? কোথায় অনুতাপ, ভেবে পাইনা ?

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

লোকসভার আগে প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল!

নয়া মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রধান, উপপ্রধানরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই ক্রমশ বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসছে বলে দাবি। অভিযোগ, সম্প্রতি বড়জোড়া ২ নম্বর মণ্ডলে সেই গোষ্ঠীকোন্দল এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে দলের পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য সহ প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি প্রকাশ্যে রাস্তায় নেমে নব দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতিকে বদলের দাবিতে সরব হয়েছেন। দলের এই গোষ্ঠীকোন্দলে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপির জেলা নেতৃত্ব।

সম্প্রতি বিজেপির বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার একাধিক মণ্ডলে সভাপতি পদে রদবদল ঘটায় জেলা নেতৃত্ব। এই রদবদলে বড়জোড়া ২ নম্বর মণ্ডলের সভাপতি পদে থাকা গৌতম মণ্ডলকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয় দেবজিৎ নাগকে। আর এরপরই দফায় দফায় এলাকার বিজেপির কর্মীদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে। বিজেপির সদ্য প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি গৌতম মণ্ডলের নেতৃত্বে স্থানীয় বিজেপি পরিচালিত বৃন্দাবনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, বড়জোড়া পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা ও দলের কর্মীদের একটা বড় অংশ আন্দোলনে নামেন।

তৃণমূলের মতে দেবজিৎ নাগকে মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এই অভিযোগ তুলে আন্দোলনকারীদের দাবি অবিলম্বে দেবজিৎ নাগকে পদ থেকে সরানো না হলে আগামী দিনে তাঁরা দলের থেকেও দলের সমস্ত কর্মসূচি বয়কট করবেন। বিজেপি কর্মীদের এমন হুঁশিয়ারিতে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছে বিজেপির জেলা ও রাজ্য নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, বিষয়টি দলের অন্দরেই আলোচনা করা যেতে পারত। এভাবে দলীয় কর্মীদের প্রকাশ্যে আন্দোলনে নামাকে কোনও ভাবেই সমর্থন করেনা দল। সদ্য দায়িত্ব পাওয়া মণ্ডল সভাপতি বিষয়টি নিয়ে বিশদে মন্তব্য করতে চাননি। তাঁর দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা সর্বৈব মিথ্যা। তৃণমূলের দাবি, বিজেপির অন্দরে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে গণ্ডগোলের জেরেই এমন ঘটনা ঘটেছে। বিজেপির বিক্ষুব্ধদের দলে আহ্বান জানিয়েছে তৃণমূল।

বিবেকানন্দকে অসম্মান! প্রতিবাদে তৃণমূলের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: মঙ্গলবার পাণ্ডবেশ্বর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত হল প্রতিবাদ মিছিল। মিছিলটি পাণ্ডবেশ্বর ডিভিসি মোড় থেকে পাণ্ডবেশ্বর রেল স্টেশন পর্যন্ত পরিক্রমা করে। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত

ছিলেন হাজার হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থক। বিজেপির দ্বারা ভারতবর্ষের স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি অসম্মান প্রদর্শনের অভিযোগ। এর বিরুদ্ধে এদিনের এই প্রতিবাদ মিছিল বলে জানান পাণ্ডবেশ্বর ব্লক তৃণমূল সভাপতি কিরিটি মুখোপাধ্যায়।

তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে আগুন, অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁথি: তৃণমূল কর্মী রেখা গিরির বাড়িতেই আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল কাঠগড়ায় বিজেপি। এবার পূর্ব মেদিনীপুরের মারিশদা থানা এলাকায় এই ধরনের ঘটনা ঘটায় রীতিমতো চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।

জানা গিয়েছে, রাত্রিবেলা গভীর রাতে খেয়ে পরিবারকে নিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী তথা নেত্রী রেখা গিরি। অভিযোগ, আচমকাই বাড়ির দরজার শিকল তুলে কেউ বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয়। ঘুমের মধ্যেই পোড়া কিছুর গন্ধ পেয়ে যান রেখা। তারপর চোখ খুলতেই দেখতে পান বাড়ি ধরে গিয়েছে আগুন। এদিক ওদিক বাইরে বেরবেন সেই উপায়ও নেই। কারণ দরজা বাইরে থেকে কেউ শিকল তুলে দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কার্যত হুটোপাটি পড়ে যায় ঘরের ভিতরে। প্রথমে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সকলে। তারপর কোনও ক্রমে পরিবারের লোকজন বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। পুড়ে ছাই হয়ে যায় গোটা বাড়ি সহ ভিতরে থাকা সমস্ত আসবাবপত্র।

এই ঘটনায় ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় মানুষজন। দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। কাঁথি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পীযূষ পণ্ডার দাবি, 'এই পরিবারের প্রতি সমবেদনা রইল। যে কোনও বড় ধরনের ক্ষতি হতেই পারত। দরজা ভেঙে বের করতে হয়েছে ওদের। দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি চাইছি।' কাঁথি জেলা বিজেপি নেতৃত্ব অসীম মিশ্রর দাবি, 'এটা ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের জন্য হয়েছে। তৃণমূলের নেতারাই নিজেদের কর্মীর বাড়িতে আক্রমণ করছেন।'

SBFC

রেজিস্টার্ড অফিস:- ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯। টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০। ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪ www.SBFC.com
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: U67190MH2008PTC178270

জনবিজ্ঞপ্তি

এটি জনসাধারণকে জানানোর জন্য যে, এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড দ্বারা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ বিকেল ৪:৩৩ মিনিটে শাখার ঠিকানার নীচে বন্ধক সোনার অলঙ্কারগুলির নিলাম করা হবে। নিলাম করা সোনার অলঙ্কারগুলি আমাদের বিভিন্ন গ্রাহকদের ঋণ অ্যাকাউন্টের অন্তর্গত যারা তাদের বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ঋণগ্রহীতাদের জন্য আমাদের নিলামের নোটিশ যথাযথভাবে জারি করা হয়েছে। নিলাম করা সোনার অলঙ্কারগুলি শাখার বিবরণ সহ নীচে উল্লিখিত আমাদের বিভিন্ন গ্রাহকদের সমস্ত লিঙ্ক করা অ্যাকাউন্ট এবং আইডির অন্তর্গত।

বারাসত শাখার ঠিকানা: চম্পাডালি মোড়, বারাসত, পোঃ+থানা- বারাসত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, বারাসত– ০০১২৪ - AP00339034,AP00414388,AP00457237,AP00458876,AP00459677,AP00480030,AP00507010,AP00511364,AP00565326,AP00568515

দুর্গাপুর শাখার ঠিকানা : সুরেশ ম্যানসন, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩। AP00307251,AP00370054,AP00439146,AP00467810,AP00524072,AP00354652,AP00546688

গড়িয়া শাখার ঠিকানা : ৩ নং গড়িয়া বোরাল মেইন রোড, ২য় তল, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৮৪, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, AP00352511,AP00371305,AP00531069,AP00558153,AP00558657

ডালহৌসি কলকাতা শাখার ঠিকানা : স্টিফেন হাউজ, ইউনিট নং ৬ই, আরএন মুখার্জি রোড, বিড়লা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০০১ AP00414072,AP00432285,AP00448194,AP00448207,AP00448245,AP00458879,AP00488034,AP00503824,AP00533598,AP00538058

শিলিগুড়ি শাখার ঠিকানা: সিটি প্লাজা বিল্ডিং, ২য় তল, পায়েল সিনেমা হলের বিপরীতে, সেভক রোড, শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং - ৭৩৪০০১ - AP00293014,AP00301570,AP00308281,AP00335634,AP00339921

বিশদে জানতে, অনুগ্রহ করে এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০১২ (আগাম বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে নিলামে অ্যাকাউন্টের সবর্তন এবং/ নিলাম মুলতুবী রাখা / বাতিল করার অধিকার এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড দ্বারা সংরক্ষিত।)

SBI এসবিআই বাণীতবলা শাখা (০৬৭৮৭)
পোস্ট যদুবেড়িয়া, থানা উলুবেড়িয়া, জেলা: হাওড়া-৭১১৩১৬
টেলি নং: ০৩৩-২৬৬১০২২৭, ই-মেল: sbi.06787@sbi.co.in

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই বাণীতবলা শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : কেকা পোদ্দার

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	২৯.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ২৪.০৮০ গ্রাম নিট ওজন ১৯.২৬০ গ্রাম	১টি চেন
২.	২৯.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ৬.১৩০ গ্রাম নিট ওজন ৩.৭০০ গ্রাম	৬টি টপস
৩.	২৯.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	মোট ওজন ১২.৭৮০ গ্রাম নিট ওজন ১০.২২০ গ্রাম	১টি ব্রেসলেট
৪.	২৯.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	মোট ওজন ৪০.৬৯০ গ্রাম নিট ওজন ৩৬.৬২০ গ্রাম	১টি নেকলেস
৫.	২৯.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	মোট ওজন ৯.৮৭০ গ্রাম নিট ওজন ৮.৮৮০ গ্রাম	২টি দুল
৬.	২৯.১২.২০২৩	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	মোট ওজন ১৫.০০০ গ্রাম নিট ওজন ১৩.৫০০ গ্রাম	১টি চুড়

তারিখ:২৭/১২/২০২৩
স্থান: বাণীতবলা, হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী অরুণ দাস পিতা প্রয়াত শ্রীশ চন্দ্র দাস,** বজবজ ফায়ার সার্ভিস কোয়ার্টার নং ১, ব্লক-এ, রুম নং ৪, ১২/২ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড, কলকাতা - ৭০০১৩৭ এবং আরও গ্রাম এবং পো- উত্তর রাইপুর, ভোডা ফোনের টাওয়ারের নিকট(শ্যামপুর পাইকপাড়া) পরিমল মন্ডলের দোকানের নিকট, থানা -বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা -৭০০১৩৭।	**তপশিল 'সি', অংশ -১ :** দায়বদ্ধতার ধরন : সমপরিমাণ বন্ধকী **অংশ -২ স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিবরণ** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬১০-২০২০,পৃষ্ঠা ২৫৬৫২ থেকে ২৫৬৭২, দলিল নং ১৬১০০১১১৬-২০২০ সালের এডিএসআর -বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **মালিক : শ্রী অরুণ দাস; উল্লিখিতি প্রথম তপশিল অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তি : সংশ্লিষ্ট সকল** অংশ জমির পরিমাণ ১৮০০ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া ৭০৩ বর্গফুট এবং খালি জমি ১০৯৭ বর্গ ফুট কমবেশি এবং তদস্থিত একতলা ভবন মৌজা- উত্তর রাইপুর,জেএল নং ১৫, তৌজি নং ৩৫৫, আরএস নং ৩৮, আরএস দাগ নং ৩৩৬/৪৭৩৩, আরএস খতিয়ান নং ২১৭৯, এলআর দাগ নং ৩৯২, এলআর খতিয়ান নং ৮৩৪৯, উত্তর রাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-বজবজ, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৩৭ এবং নিম্নোক্ত মতে চৌহদ্দি : **উত্তরে :** পদ্ম ঘোষের জমি, **দক্ষিণে :** পরিমল মন্ডলের জমি, **পূর্বে :** ৪ ফুট চওড়া পাকা সড়ক এবং পরিমল মন্ডলের জমি, **পশ্চিমে :** পরিমল মন্ডলের জমি সমন্বিত।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ০১.১১.২০২৩ এনপিএ তারিখ ২১.১০.২০২৩	হাউস বিল্ডিং টার্ম লোন এ/সি নং ৩৯৫০৯৯৪৭৬৮২ (এইচবিএল) লোন এ/সি নং ৩৯৫১০০১৫৬০১ (সুরক্ষা) (**১৩,৮৫,০৭৯ টাকা** (তেরো লাখ পঁচাশি হাজার উনআশি টাকা) ০১.১১.২০২৩ অনুযায়ী। আপনারা উক্ত পরিমাণের সঙ্গে ব্যয় শুল্ক চার্জ ইত্যাদি সহ পরবর্তী সুদ চুক্তি মোতাবেক হারে আদায় দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ২৭.১২.২০২৩, স্থান - বেহালা, কলকাতা — অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিক্রয়/ নিলাম নোটিশ
হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15490UP2014PTC065749
রেজিস্টার্ড অফিস : সি-২৩, ৩য় তল, স্বস্তিক গার্ডেনিয়া শিবপুর বারাণসী ইউপি ২২১০০৩
ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস : বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫১২১

কর্পোরেট ডেটর এর সম্পদ একলপ্তে ভিত্তিতে বিক্রয়
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে দেউলিয়াগ্রস্ত)
আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ (ইওআই) : ১০.০১.২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ : ২৭.০১.২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
নিলামের তারিখ এবং সময় : ৩০.০১.২০২৪ বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে
(৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কোম্পানি) এর সম্পদ লিকুইডেটর কর্তৃক প্রস্তাবিত (মহামান্য এনসিএলটি এলাহাবাদ বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত) ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে একলপ্তে বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :-
কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহ একলপ্তে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(ই) এবং (এফ) অধীনে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং " কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই বিক্রি করা হবে।
কোম্পানির সম্পদ একলপ্তে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম : **https://www.nesl.co.in** (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে) মাধ্যমে।

ক্রম নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
১	চালু সংস্থা হিসেবে কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি	১০,২৭,৬৬,৪৭৮ টাকা	৫০,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা

সাইট পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ : ১৩.০১.২০২৪ থেকে ১৯.০১.২০২৪ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে)
১. আগ্রহী আবেদনকারীগণকে অনলাইন ই-নিলাম, ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি, ডাকদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি আবশ্যক ইত্যাদি সম্বলিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদির সম্পূর্ণ নথি যা পাওয়া যাবে **https://www.nesl.co.in** এবং **https://hansrajagrofresh.com** থেকে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।
২. লিকুইডেটরের অধিকার রয়েছে যেকোনও সময়ে প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের বা ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাদি সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের। তিনি কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখেন।
৩. সংরক্ষিত মূল্যের সঙ্গেই সকল প্রযোজ্য কর এবং ডিউটি ব্যতীত এবং সফল ডাকদাতাকে প্রযোজ্য সকল কর এবং ডিউটি প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কোনও অবস্থাতেই প্রযোজ্য হারে কোনও কর(সমূহ) কর্পোরেট ডেটর কর্তৃক প্রদানের দায়বদ্ধতা থাকবে না।
৪. নথি দাখিলের শেষ তারিখ **২৭.০১.২০২৪ এবং ই-নিলাম সম্পাদিত হবে বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টা (আইএসটি) পর্যন্ত ৩০.০১.২০২৪ তারিখে।**

স্বা/-
দেব ব্রত রানা
লিকুইডেটর : হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে
রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি-০২৫৬৭/২০২১-২০২২/১৩৯৩৬
এএফএ বৈধতা ২৭.১১.২০২৪ পর্যন্ত
লিকুইডেটরের ঠিকানা : শপ নং ৫, বি এস এম তিরাহা, রুরকি হরি সিং মার্কেট, হরদ্বোয়ার, উত্তরাখণ্ড- ২৪৭৬৬৭
তারিখ : ২৭.১২.২০২৩ **ইমেল :** cirp.hapl@gmail.com
স্থান : রুরকি **মোবাইল :** ৭৫৩৫৮২৮৬৭৩

পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক (একটি সরকারি সংস্থা)
Paschim Banga Gramin Bank (A Government Enterprise)
হেড অফিস : নটবর পাল রোড, চ্যাটার্জি পাড়া মোড়, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া - ৭১১১০১
বর্ধমান রিজিওনাল অফিস
চৌধুরী মার্কেট, বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান - ৭১৩১০১
ফোন : (০৩৪২) ২৬৬২৮৯০, ২২৬৬৩৩৯৫, ২৬৬৩৪১২, ২৬৬৩৪২৫, ২৬৬৩৪৩০, ২৬৬২৯৮৭
ইমেল : burdwanro.rm@mail.pbgb.co.in

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট - IV [রুল ৮(১)]

যেহেতু,
এতদ্বারা **পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক,** অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির প্রতীকী স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক,**-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা ৮ সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	শাখার নাম	স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	ক. দখলের তারিখ খ. দাবি নোটিশের তারিখ গ. বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী উদয় শঙ্কর হাওলাদার,** পিতা সতীশ চন্দ্র হাওলাদার, গ্রাম- দেবেঙ্গরাগঞ্জ (পশ্চিম-উত্তর), বোলপুর, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭৩১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ **এবং জামিনদাতা : শ্রীমতি ঝর্ণারানি হাওলাদার,** স্বামী উদয় শঙ্কর হাওলাদার, গ্রাম- দেবেঙ্গরাগঞ্জ (পশ্চিম-উত্তর), বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পিন- ৭৩১২০৪, পশ্চিমবঙ্গ	**বোলপুর শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন নির্মাণ মৌজা- বোলপুর, জেএল নং ৯৯, এলআর খতিয়ান নং ১৬৬৪৬ (পুরানো- ১৫৭৪), আরএস প্লট নং ৮২৬, এলআর প্লট নং ২৫৫৪, পরিমাণ এরিয়া : ৪.৫০ শতক, জমির শ্রেণি : বাড়ি,থানা-বোলপুর, জেলা-বীরভূম, অনুযায়ী উদয় শঙ্কর হাওলাদার,পিতা সতীশ চন্দ্র হাওলাদার এর নামে, বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-৭৫৪৭-২০০৯ সালের, এডিএসআর অফিস বোলপুর, **চৌহদ্দি :** পূর্বে : বাড়ি, পশ্চিমে : বাড়ি, উত্তরে : বাড়ি, দক্ষিণে : বাড়ি সমন্বিত।	**ক. ২০.১২.২০২৩ খ. ১৪.০৬.২০২৩ গ. ৬,২৪,১১৩.০০ টাকা (ছয় লাখ চব্বিশ হাজার একশ তেরো টাকা)** ২৯.০৪.২০২৩ অনুযায়ী (২৯.০৪.২০২৩ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।
২	**শ্রী ইন্দ্রজিৎ সেন এবং শ্রীমতি কবিতা সেন,** পিতা অজিত কুমার সেন এবং স্বামী ইন্দ্রজিৎ সেন, মেমারি, ডিভিসি পাড়া, চকদিঘি রোড, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৪৬, পশ্চিমবঙ্গ **এবং জামিনদাতা : রজতাভ সেন** পিতা ইন্দ্রজিৎ সেন, মেমারি, ডিভিসি পাড়া, চকদিঘি রোড, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৪৬	**বগিলা শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন নির্মাণ মৌজা- মেমারি, জেএল নং : ১৫২, এলআর খতিয়ান নং ২৭০/৮, এবং ৪২২/১৮, দাগ/প্লট নং ১৮০৯/৪৩২১, পরিমাণ এরিয়া ৩ শতক, জমির শ্রেণি - বাস্তু, থানা-মেমারি, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, **সম্পত্তি ইন্দ্রজিৎ সেন,** পিতা অজিত কুমার সেন এবং শ্রীমতি কবিতা সেন, স্বামী ইন্দ্রজিৎ সেন এর নামে বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-৭৯০৯, ৭৯১০, ৭৯১১, ৭৯১২, ৭৯১৩, ৭৯১৪ এবং ১৯৮৭, **চৌহদ্দি :** পূর্বে : খালি জমি, পশ্চিমে : সড়ক, উত্তরে : গিরিশের ভবন, দক্ষিণে : অন্যান্যর ভবন।	**ক. ২২.১২.২০২৩ খ. ৩০.০৭.২০১৮ গ. ৪,৮৭,৭০৮.২৫ টাকা (চার লাখ সাতাশি হাজার সাতশ আট টাকা এবং পঁচিশ পয়সা)** ২৩.০৩.২০১৮ অনুযায়ী (৩০.০৬.২০১৭ পর্যন্ত প্রযোজ্য সুদ সহ) এবং পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।

তারিখ : ২৭.১২.২০২৩
স্থান : বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

Jagadish Chandra Basu Sikshak Sikshan Mahavidyalaya
Recognized by NCTE, Affiliated to BSAEU
Domjur, Howrah 711405

Wanted Asst. Prof. in Foundation-4 Pedagogy Subject Mathematics-2, Physical Science-1, Bengali-1, English -1, Hindi-1, Health & Physical Education -1, Fine Arts-1, Performing Arts-1, Librarian-1, As per NCTE guidelines. Apply within 3days.
Email:- jcbssmh05@gmail.com
9831395349/6290793874

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **মেসার্স চৌধুরী ব্যাপার প্রা লি,** একটি নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানির নামে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং **বি.০৫.০৪৩০৫** এক অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয়েছে। কোম্পানির সংশ্লিষ্ট মূল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ব নথিসকল উক্ত অবাঞ্ছিত অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয়েছে।

চৌধুরী ব্যাপার প্রা লি এর পক্ষে
৪, সিনাগগ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
স্থান : কলকাতা স্বা/-
তারিখ : ২৬.১২.২০২৩ ডিরেক্টর

e-Tender Notice

The Prodhan, Hatinagar Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procure- ment sys- tem from the bonafied and re- sourceful contractors for **NIeT No-43/SFC/2023-24, Last date of bid Submission - 08/01/2024 upto 02.00P.M** For details visit website: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Hatinagar, G.P.
Block- Berhampore, MSD

Public Notice

Notice is hereby given that the share certificate(s) no(s) 40157 & 114375 for 1530 ordinary shares bearing distinctive No.(s) 02474151 to 02475170 & 2544685076 to 2544685585 of itc limited standing in the name(s) of Smt.Pratima Sen has/have been reported lost/stolen and that an application for issue of duplicate certificate(s) in respect thereof has been made to the company's investor service centre, ITC Limited 37, J L Nehru Road, Kolkata -700 071 to whom objection, if any, against issuance of such duplicate share certificate(s) should be made within 15 days from the date of publication of this notice. The public are cautioned against dealing in any manner with these shares.

SBI এসবিআই আরএসিপিসি রাজারহাট শাখা, শাখা কোড:-১৬৮২২
সন্তোষ চেম্বার,৩য় তল, সিটি সেন্টার-২ এর কাছে, নিউ টাউন, কলকাতা- ৭০০১৬১, ই-মেইল- sbi.16822@sbi.co.in

পরিশিষ্ট-৪ [রুল৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**-র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে তাঁদের বিরুদ্ধে সেকশন ১৩(২) অধীনে ০৭.১০.২০২৩ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী তরুণ মজুমদার, প্রযত্নে প্রয়াত বাসুদেব মজুমদার, সূর্যমুখী অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং এ, ৪র্থ তল, এনসি১৮, অর্জুনপুর, তালতলা, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা-৭০০০৫৯ এছাড়াও বেলা নিবাস, এ/এএস-১২/৭, অর্জুনপুর, রথতলা, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা- ৭০০০৫৯ এবং এছাড়াও শ্রীজন টেক পার্ক, ১০ম তল, ডিএন-৫২, সেক্টর- ৫, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০০৯১ এবং এছাড়াও বাজাজ অ্যালিয়ানজ লাইফ ইন্স্যুরেন্স, ১১৮, ২য় তল, রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রিট, গোরি বাড়ি ক্রসিং এর কাছে, কলকাতা- ৭০০০০৪** -কে আহ্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১৩,১০,৮৩৬.৩০ টাকা (তেরো লক্ষ দশ হাজার আটশো ছত্রিশ টাকা এবং ত্রিশ পয়সা মাত্র) ০৭.১০.২০২৩ অনুযায়ী** এবং তদুপরি হাল নাগাদ ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ ও ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **২১ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে, **১৩,১০,৮৩৬.৩০ টাকা (তেরো লক্ষ দশ হাজার আটশো ছত্রিশ টাকা এবং ত্রিশ পয়সা মাত্র) ০৭.১০.২০২৩ অনুযায়ী** এবং হালনাগাদ পর্যন্ত চার্জ না করা সুদ এবং আরও সুদ, খরচ এবং আনুষঙ্গিক খরচ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া- রাজারহাট শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

প্রায় ৩ (তিন) কাঠা ৮ (আট) ছটাক ০ (শূন্য) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের বাস্তু জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং -এ সহ যার পরিমাপ ৭৬০ (সাতশত ষাট) বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, 'সূর্যমুখী অ্যাপার্টমেন্ট' এর ৪র্থ তলায়, যার আছে দুটি বেড রুম, একটি রান্নাঘর-কাম-লবি, একটি টয়লেট এবং একটি বারান্দা। উক্ত ফ্ল্যাটটি মৌজা-অর্জুনপুর, জেএলনং-৭, রে সা নং- ১৬০, তৌজি নং-১৮১, হাল তৌজি নং ৩০৮৩, পরগনা-কলিকাতা,- থানা- পূর্বতন রাজারহাট বর্তমানে বাগুইআটি তে অবস্থিত, সিএস দাগ নং-১১১ এর অন্তর্ভুক্ত, আরএস দাগ নং ১২১, এলআর দাগ নং ১৫৩, সিএস খতিয়ান নং.৬৮ এর অধীনে, আরএস খতিয়ান নং ১১৭, এল.আর. খতিয়ান নং ২৪৮২, এডিএসআরও বিধাননগর, সল্টলেক সিটি, রাজারহাট গোপালপুর পৌরসভার স্থানীয় সীমার মধ্যে, ১৫ নং ওয়ার্ডে হোল্ডিং নং আরজিএম ১৫/১০, ১৫/১১, এবং আরজিএম ১৫/১২, প্রেমিসেস নং এনসি ১৮, অর্জুনপুর, পশ্চিম পাড়া, তালতলা, কলকাতা-৭০০০৫৯ জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।
শিরোনাম দলিল নং ২০১৩ সালের ১১৯৯৮,বুক নং-আই, পৃষ্ঠা ১১৯০৯ থেকে ১১৯৩১ পর্যন্ত, সিডি ভলিউম নম্বর ১৭-এ নিবন্ধিত।
সম্পত্তিটি শ্রী তরুণ মজুমদার এর নামে আছে, পিতা-প্রয়াত বাসুদেব মজুমদার,
সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:- উত্তর- শ্রী শম্ভু পালের বাড়ি; **দক্ষিণ-** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ পথ {অর্জুনপুর (পশ্চিম পাড়া)} **পূর্ব-** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ পথ, **পশ্চিম-** অন্যদের জমি দ্বারা।

বিঃদ্রঃ-দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তারিখ: ২১.১২.২০২৩, স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

আলিপুর ব্রাঞ্চ
১এ, রোনাল্ডসহে রোড, আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭
ফোন : (০৩৩) ২৪৩৯৮৬৭২, ২২৭৯৬২৬৭

দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

{২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮(১) অধীনে}

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, আলিপুর ব্রাঞ্চ, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৫.০৯.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স জয়সওয়াল মেটাল ট্রেডার্স, অংশীদারগণ-শ্রী বুদ্ধুলাল জয়সওয়াল প্রযত্নে সাধব রাম জয়সওয়াল এবং শ্রী রোহিত কুমার জয়সওয়াল প্রযত্নে বুদ্ধুলাল জয়সওয়াল, ৭/৩, রাইফেল রেঞ্জ রোড, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯,** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১১,০৯,৩৮৬.০০ টাকা (এগারো লাখ নয় হাজার তিনশ ছিয়াশি টাকা) টাকা ১৫.০৯.২০২৩ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৩ ডিসেম্বর ২০২৩** তারিখে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক এর নিকট বকেয়া **১১,০৯,৩৮৬.০০ টাকা (এগারো লাখ নয় হাজার তিনশ ছিয়াশি টাকা) টাকা এবং পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।**
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান নং : ১, অবস্থিত একতলায় মেন রোডমুখী বিল্ট আপ এরিয়া ৮৪ বর্গফুট উক্ত জি-৪ তলা ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ প্রেমিসেস নং ৭/৩ রাইফেল রেঞ্জ রোড, থানা- কড়েয়া, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৫ অধীন, কলকাতা -৭০০০১৯, এডিএসআর-শিয়ালদহ, ডিআর- আলিপুর, জেলা -দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** শপ নং ২; **দক্ষিণে :** ১০ ফুট চওড়া চলার পথ; **পূর্বে :** মেন রোড; **পশ্চিমে :** সংশ্লিষ্ট ভবনের অংশ সমন্বিত।
দায়বদ্ধ সম্পদ : দ্রব্যাদি, পণ্য, মার্চেন্ডাইস মজুত দ্রব্যাদি শপ নং ১ স্থিত, প্রেমিসেস নং -৭/৩, রাইফেল রেঞ্জ রোড, থানা- কড়েয়া, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থা, কলকাতা- ৭০০০১৯।

তারিখ : ২৩.১২.২০২৩, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
বেলডাঙ্গা শাখা
স্টেশন রোড, পোস্ট ও থানা - বেলডাঙ্গা
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ
ই-মেইল: b721@indianbank.co.in/ Cossimbazar@indianbank.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - ৪ - এ [রুল ৮(৬) -তে বন্দোবস্ত দেখুন]
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এমফোর্সমেন্ট) রুলস ৮(৬) -এর অনুবিধির সঙ্গে পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল এ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি অ্যাক্ট অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে যা ২১.০২.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে, বকেয়া রাশি **২৮,৬২,৬৬৬.৫২ টাকা** (আঠাশ লক্ষ বাষট্টি হাজার ছয়শো ছেষট্টি টাকা এবংবাহান্ন পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ২৪,৭৯,১৮৫.৫৭ টাকা + ৩,৮৩,৪৮০.৯৫ টাকা) **১৮.১২.২০২৩** অনুযায়ী তুদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সিকিউরড ক্রেডিটর)** এর জন্য বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **মেসার্স তেতুল ঘোষ, স্বত্বাধিকারী-তেতুল ঘোষ, গ্রাম- নওপাকুরিয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১৩৩** এর থেকে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমা গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরণ
১.	**ক) ১. ঋণগ্রহীতা- মেসার্স তেতুল ঘোষ, স্বত্বাধিকারী- তেতুল ঘোষ** গ্রাম- নওপাকুরিয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১৩৩। **২. ঋণগ্রহীতা/স্বত্বাধিকারী এবং বন্ধকদাতা- তেতুল ঘোষ** উভয়েরেই ঠিকানা- গ্রাম- নওপাকুরিয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১৩৩, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদারগণ- ১. বিশাখা ঘোষ,** স্বামী-তেতুল ঘোষ, গ্রাম- নওপাকুরিয়া,থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ১৩৩। **২. বুদ্ধদেব মন্ডল,** গ্রাম - ডলুয়া, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১৩৩। **খ) বেলডাঙ্গা শাখা**	জমি এবং সেখানে থাকা নির্মাণ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার খতিয়ান নং ৩৭৩, খ. নং এলআর ৯৫৯৮ দাগ নং এলআর ৯২৬, ৯৩২, ৯৩৩ জমির পরিমাপ ২.৮৭৫ ডেসিমেল, জেএল নং ১২০, মৌজা- নওপুকুরিয়া, জমির প্রকৃতি- ভিটি, কাপাসডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, গ্রাম - নওপুকুরিয়া, পোস্ট- বেলডাঙ্গা, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১৩৩, **তেতুল ঘোষের নামে** ০৪.০৮.২০১০ তারিখের শ্রেণিবিন্যাস উপহার দলিল নং ৯০৬৮। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :** উত্তর- তপন ঘোষের সম্পত্তি, দক্ষিণ- উত্তম ঘোষের সম্পত্তি, পূর্ব- মাটির রাস্তা, পশ্চিম- শঙ্কর ঘোষের সম্পত্তি দ্বারা।	**২৮,৬২,৬৬৬.৫২ টাকা** (আঠাশ লক্ষ বাষট্টি হাজার ছয়শো ছেষট্টি টাকা এবং বাহান্ন পয়সা মাত্র) (বিবি + এমওআই = ২৪,৭৯,১৮৫.৫৭ টাকা + ৩,৮৩,৪৮০.৯৫ টাকা) **১৮.১২.২০২৩** অনুযায়ী তুদুপরি সুদ/চার্জ এবং খরচ	**ক) ১০,২৮,০০০.০০ টাকা** (দশ লক্ষ আটাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ১,০৩,০০০.০০ টাকা** (এক লক্ষ তিন হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB11294162634** **ঙ) ব্যাংকের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপর হওয়া উচিত

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ - ২১.০২.২০২৪; সময় - দুপুর ১.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০টা
ই-অকশন পরিষেবা প্দানকারীর প্ল্যাটফর্ম : (১) www.indianbank.co.in (২) https://www.ibapi.in (৩) https://wwwmstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য আমাদের ই-অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার এমএসটিসি লিঃ -এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auction/home/ibapi**) দেখুন। টেকনিক্যাল সাহায্যের জন্য **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩ ২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২** এবং সার্ভিস প্রোভাইডারদের অন্য চালু হেল্পলাইন নম্বরে অনুগ্রহ করে ফোন করুন। এমএসটিসি লিঃ -এর সাথে রেজিস্ট্রেশন স্টেটাস **ibapiop@@mstcecommerce.com**, ইএমডি স্টেটাস জানার জন্য **ibapifin@@mstcecommerce.com** -এ অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন। সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট বিশদ তথ্যাদি এবং সম্পত্তির ছবি এবং অকশনের নিয়মাবলী ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https://ibapi.in** দেখুন এবং এই পোর্টাল সংশ্লিষ্ট কোনও সংশয় দূরীকরণের জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর **"১৮০০১০২৫০২৬"** এবং **"০১১-৪১১০৬১৩১"** -এ যোগাযোগ করুন।
বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** -এ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি সম্বন্ধে খোঁজখবর নেওয়ার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির আইডি নং ব্যবহার করুন।

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তিটি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ)/ জামিনদার(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৬.১২.২০২৩
স্থান : বেলডাঙ্গা
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

স্কুলে ভর্তিতে বেশি টাকা নেওয়ার অভিযোগ খণ্ডন প্রধান শিক্ষিকার

দেবাশিস দে ● আমতলা

নিয়ম বহির্ভূত ভাবে স্কুলে ভর্তির জন্য বেশি টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর ২ নম্বর ব্লকের সেবানগর বালিকা বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, কোনও সরকারি নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ ছাত্রীদের কাছ থেকে বেশি টাকা ভর্তি ফিস হিসেবে আদায় করছে। এই অভিযোগ ওঠায় ওই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

অভিযোগ, ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে স্কুলে ভর্তির সময় ১০০ থেকে ১৫০ টাকা বা তারও বেশি টাকা নিয়ম বহির্ভূত ভাবে আদায় করছে। এরই প্রতিবাদে অভিভাবকদের একাংশ 'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'র ফোন লাইনে অভিযোগ দায়ের করেন বলে সূত্র মারফত খবর। এই সম্পর্কে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবক বলেন, 'তাঁর কন্যার নবম শ্রেণিতে ভর্তির ফিস বাবদ ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ ৮৫০ টাকা নিয়েছে। কিন্তু রশিদ দিয়েছে ৮০০ টাকার।' তাঁর দাবি, রাজ্য সরকারের নিয়ম অনুযায়ী ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ কোনও ভাবেই ২৪০ টাকার বেশি গ্রহণ করতে পারে না।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পুনম মান্না বলেন, 'স্কুলের জেনারেল কাউন্সিলের মিটিংয়ে আমি এই নিয়ম বহির্ভূত ভাবে টাকা আদায় করার তীব্র বিরোধিতা করেছি। প্রধান শিক্ষিকা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতা করে এই টাকা আদায় করছেন।' তিনি আরও দাবি করেন, 'প্রত্যন্ত এই গ্রাম্য এলাকার মধ্যে অবস্থিত এই স্কুল। সেই কারণে এই এলাকার যে কোনও স্কুলে এই ধরনের অতিরিক্ত ফিস নেওয়া কোনও ভাবেই আমি সমর্থন করি না।' স্কুলের সভাপতি সুস্মিতা মাঝিকে ফোন করা হলে, তাঁর ফোন সুইচ অফ ছিল।

যার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মধুমিতা মজুমদার তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করে বলেন, 'প্রথমত পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারি গাইডলাইন অনুযায়ী যে টাকা নেওয়ার কথা তার থেকে মাত্র ১০০ টাকা করে বেশি নেওয়া হচ্ছে। তাও এটা সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারের ছাত্রীদের কাছ থেকেই এই অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করা হচ্ছে। কোনও ছাত্রীর অভিভাবক স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিত আবেদন করলে বা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা লিখিত ভাবে অনুরোধ করলে আমরা সেই সমস্ত ছাত্রীদের কাছ থেকে এই অতিরিক্ত কোনও টাকা গ্রহণ করব না।'

কিন্তু এই অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, 'আমাদের স্কুলের দ্বিতলের একটি ঘরের ছাদ খুবই বিপদজনক। কয়েক দিন আগে ওই ঘরগুলোর মধ্যে একটি ঘরে পাখা খুলে পড়ে এক ছাত্রী গুরুতর জখম হয়। স্বাভাবিক কারণেই ওই ঘরগুলি এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অবিলম্বে ওই

ঘরগুলি মেরামতি দরকার।' সেই কারণেই এই অতিরিক্ত টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন। এছাড়া নবম দশম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কত ভর্তি ফিস নেওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে সরকারের তরফে কোনও সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন নেই বলেই তাঁর দাবি। সেই কারণেই ওই শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে ৮৫০ টাকা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং এইসব টাকা স্কুলের উন্নয়নকল্পে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও তিনি দাবি করেন।

তাঁর দাবি, 'এই এলাকায় অবস্থিত অন্যান্য স্কুল আমার স্কুলের থেকে অনেক বেশি টাকা গ্রহণ করছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের সম্পর্কে কোনও অভিযোগ উঠছে না। কিন্তু আমাকেই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।' এই বিষয়ে বিষ্ণুপুর ২নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক আলমগীর হোসেন বলেন, 'আমার কাছে এই সম্পর্কে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তবুও বিষয়টি জেনে আমি নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব।'

ফের পানাগড়ে সার কারখানা, জমি পরিদর্শনে পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ফের একটি সার কারখানা গড়ে উঠতে চলেছে পানাগড় শিল্পতালুকে। সোমবার বিকেলে পানাগড় শিল্পতালুকে জমি পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী তথা দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক প্রদীপ মজুমদার। এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন সংস্থার আধিকারিকরা।

জানা গিয়েছে, একটি বেসরকারি সার কারখানা কর্তৃপক্ষ বাংলায় লগ্নির কথা ঘোষণা করার পরেই রাজ্য সরকার পানাগড় শিল্পতালুকের কথা জানান। সেইমতো রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী ওই সংস্থার আধিকারিকদের নিয়ে পানাগড় শিল্পতালুকের বেশ কয়েকটি জমি দেখিয়েছেন। পানাগড় শিল্পতালুকে ইতিমধ্যে রাস্তা ও বিদ্যুৎ পরিষেবা, জল পর্যাপ্ত পরিমাণে পৌঁছে গিয়েছে। ফলে কারখানা গড়তে কোনও সংস্থার সমস্যা হবে না বলেই পানাগড় শিল্পতালুকের কথা শিল্পপতিদের জানানো হয়েছে। জমি পছন্দ হলেই দ্রুত সার কারখানা নির্মাণের কাজ শুরু হয়ে যাবে। আর দ্রুত সার কারখানা নির্মাণ হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও বাড়বে বলে দাবি।

প্রসঙ্গত, গত বাম আমলে বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের কথা

মাথায় রেখে কাঁকসা,সোঁয়াই, পন্ডলি, কোটা এলাকায় প্রায় ১৩০০ একর জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক এক করে বেশ কয়েকটি কারখানা নির্মাণ হয়েছে পানাগড় শিল্পতালুকে। পানাগড় শিল্পতালুকের কাছেই রয়েছে রেল ও সড়ক পথে যোগাযোগের ব্যবস্থা। যার ফলে উৎপাদিত পণ্য দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছানো সম্ভব হবে এবং কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রেও সুবিধা রয়েছে।

যদিও কোটা অঞ্চলে ইতিমধ্যে সাড়ে ৬০০ একর জমির মধ্যে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম সার কারখানা গড়ে সেখানে উৎপাদনের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ফের একটি সার কারখানা গড়ে ওঠার খবরে আশায় বুক বেঁধেছেন কাঁকসার বেকার যুবকরা।

পৃথক বাইক দুর্ঘটনায় মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বর্ধমান নবদ্বীপ রোডের ওপর মির্জাপুর ঘোষপাড়ায় বাসের সঙ্গে বাইকের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির, আহত এক। তাঁরা সম্পর্কে বাবা ও ছেলে। ঘটনায় ক্ষিপ্ত জনতা পথ অবরোধ করে, ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অন্যদিকে, পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। মৃত বাইক আরোহীর নাম শীলা দাস, তাঁর বাড়ি বুদবুদ থানার অন্তর্গত নতুনপল্লি এলাকায়।

বর্ধমান থেকে নবদ্বীপ যাওয়ার পথে বর্ধমান থানার মির্জাপুর ঘোষপাড়ার কাছে বর্ধমান নবদ্বীপ রোডের ওপর মঙ্গলবার নবদ্বীপগামী বাসের সঙ্গে বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হয় বাবার, আহত ছেলে। কলিগ্রাম থেকে বাইক নিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ছেলেকে ট্রেনে চাপানোর জন্য কলিগ্রাম থেকে একই বাইকে করে যাচ্ছিলেন তাঁরা। সেই সময় দুর্ঘটনাটি ঘটে এবং বাবাকে বাসে পিষে দেয় বাস। ছেলে ছিটকে পড়ে যায় বাইক থেকে রাস্তায়। তবে বাসটি ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ক্ষিপ্ত জনতা অবরোধ করে ৪৫ মিনিট ধরে। পরে বর্ধমান থানার আইসি সহ দেওয়ানদিঘি থানার ওসি আসার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

অন্য ঘটনায় মৃতার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পারাজ ও পুসবার মাঝে জাতীয় সড়কের ওপর মঙ্গলবার ভোর রাতে দু'জন বাইক আরোহী বুদবুদ থেকে বর্ধমান যাচ্ছিলেন। অজানা কোনও বাইকের পিছনে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন শীলা দাস। তিনি বাইকের পিছনে বসে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তড়িঘড়ি তাঁকে প্রথমে স্থানীয় পুরবা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হলে চিকিৎসা চলাকালীন সেখানেই মৃত্যু হয়। দু'টি মৃতদেহ মঙ্গলবার বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়।

উদ্বোধনের আগেই ভাঙল আইসিডিএস কেন্দ্রের ছাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার তালডাংরা ব্লকের সাতমৌলি পঞ্চায়েতের ময়রা আইসিডিএস কেন্দ্রের বেহাল অবস্থা। ২০১৯ সালে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হয়েছিল এই আইসিডিএস কেন্দ্রটি। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হলেও আজ পর্যন্ত উদ্বোধনই হয়নি এই কেন্দ্রের। আর উদ্বোধনের আগেই ভেঙে পড়ল ছাদ। অভিযোগ, অতি নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি হয়েছিল এই বিল্ডিং। পাকা বিল্ডিং হলেও ইটের পরিবর্তে মাটি দিয়ে তৈরি হয় যার ফলে শিক্ষা কেন্দ্রটি চালুর আগেই ভেঙে পড়ছে বলে দাবি। আরও দাবি, এছাড়াও আইসিডিএস সেন্টারে নেই কোনও পানীয় জলের ব্যবস্থা।

FOR THE ATTENTION OF PUBLIC SHAREHOLDERS OF JAIN TUBE COMPANY LIMITED
CIN: L25111DL1964PLC004235
Registered Office: B-292, Office No. 202, Second Floor, Chandra Kanta Complex, New Ashok Nagar, Delhi-110096, India;
Tel. No.: +91 7428860315;
Website: www.jaintubes.in; **Email Id:** jaintubes.india@gmail.com;
Company Secretary & Compliance Officer: Ms. Kriti Bhatia

This Advertisement is being issued by Jain Tube Company Limited (**"the Company"**) for informing the public shareholders of the Company about the proposed Delisting Offer made by Mr. Sushil Jain (**"Acquirer 1"**) and Mr. Ishaan Jain (**"Acquirer 2"**) members of Promoter & Promoter Group as defined under Securities & Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 (**"SEBI ICDR Regulations"**) along with other members of the Promoter Group (collectively referred to as **"Acquirers"**) to the Public Shareholders of the Company with an intention to: (a) acquire all the Equity Shares that are held by Public Shareholders; and (b) consequently voluntarily delist the Equity Shares from The Calcutta Stock Exchange Limited (**"CSE"/ "Stock Exchange"**), the only stock exchange where the Equity Shares of the Company are presently listed, by making a delisting offer, pursuant to the applicable provisions of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021 (**"Delisting Regulations"**) (**"Delisting Proposal" or "Delisting Offer"**) and in compliance with the Exemption granted by Securities & Exchange Board of India (**"SEBI"**) vide letter no. SEBI/HO/CFD/DCR2/P/OW/2023/46383/1 dated November 28, 2023 (**"Exemption Letter"**).

1. BACKGROUND OF THE DELISTING OFFER

1.1. The Acquirers are making this delisting offer to acquire up to 37,870 Equity Shares (**"Offer Shares"**) representing 2.11% of the paid-up equity share capital of the Company from the Public Shareholders, pursuant to Chapter VI of the Delisting Regulations.

1.2. The Company has been lying closed since 1994 and there has been no business activity since then. As the Company has no operating income, the increasing cost of compliance for being a listed company is becoming a burden to the company. The turnover of the Company for the last three financial years is NIL and the Company has been reporting losses for the said three financial years.

1.3. The Company has a Paid-up Capital of Rs. 1,79,35,000 divided into 17,93,500 Equity shares of face value of Rs. 10/- each. The Promoter Shareholding in the Company is 97.89% (ever since 2009 onwards) and the Public Shareholding is merely 2.11%. There are only 28 public shareholders in the Company.

1.4. The Company is exclusively listed at CSE, where there has been no trading at all for almost 30 years and thus no trade benefit/liquidity is derived from the shares being listed on CSE to the shareholders.

1.5. Both the Acquirers vide their letters dated January 04, 2023, have inter alia expressed their intention to voluntarily delist the Equity Shares of the Company in accordance with the Delisting Regulations by acquiring Equity Shares that are held by the public shareholders of the Company.

1.6. Since the Company's paid-up capital is less than Rs. 10 Crores and the Net Worth is less than Rs. 25 Crores, the Company falls under a Small Company as defined under the Delisting Regulations.

1.7. In view of the above and as per the provisions of Regulation 8 of the Delisting Regulations, an Initial Public Announcement (**"IPA"**) was made by Corporate Professionals Capital Private Limited (**"Manager to the Offer"**) for and on behalf of the Acquirers on January 04, 2023, to express their intention to undertake the Delisting Proposal, in accordance with applicable laws and consequently made an offer to voluntarily delist the Equity Shares of the Company from the Stock Exchange in accordance with the Delisting Regulations.

1.8. The Company appointed M/s. PI & Associates, Company Secretaries, a Peer-Reviewed Practicing Company Secretary in terms of Regulation 10(2) of the Delisting Regulations.

1.9. In accordance with the Regulation 20 of Delisting Regulations read with Regulation 8 of Securities & Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares &Takeovers) Regulation, 2011 (**"Takeover Regulations"**), for computing the Fair Value of the Company the floor price had been computed at INR 540.12/- (Indian Rupees Five Hundred Forty and Twelve Paisa Only) per share.

1.10. Further, as per the provisions of Regulation 35(2) of the Delisting Regulations, the Exit Price has been determined as Rs. 541/- by the Acquirers in consultation with the Manager to the Delisting Offer.

1.11. The Board of Directors of the Company, in their meeting held on January 20, 2023, considered and approved the Delisting Proposal and took into consideration the Due Diligence report dated January 20, 2023, submitted by PI & Associates, the Peer Review Company Secretary and certified the compliance under Regulation 10(4) of the Delisting Regulations.

1.12. The shareholders of the Company, vide Postal Ballot dated Wednesday, February 22, 2023 approved the said Delisting Proposal.

1.13. Company's In Principle Application has been filed with CSE and is under process at CSE.

1.14. Subsequently, an Exemption Application was filed with SEBI, under Regulation 42 of the Delisting Regulations seeking exemptions from the strict applicability of the provisions of Regulation 10(4) and Regulation 35(2)(d) of the Delisting Regulations.

1.15. SEBI vide its letter no. SEBI/HO/CFD/DCR2/P/OW/2023/46383/1 dated November 28, 2023, has granted Exemption from the strict compliance of Regulation 10(4) and Regulation 35(2)(d) of the Delisting Regulations.

1.16. SEBI vide its exemption letter has inter alia directed the Company to issue a public announcement in at least one English national daily with wide circulation, one Hindi national daily with wide circulation, and one regional language newspaper of the region where the CSE, is located, disclosing inter-alia, that the Company is seeking delisting from CSE, within a period of one month from the aforesaid exemption letter.

1.17. Therefore, this Public Announcement (PA) is being issued in the following newspapers in compliance with Exemption Letter issued by SEBI and the applicable provisions of the Delisting Regulations:

Newspapers	Language	Editions
Business Standard	English	All India
Business Standard	Hindi	All India
Ekdin	Bengali	Kolkata

2. RATIONALE AND OBJECTIVE OF THE PROPOSED DELISTING

In the Initial Public Announcement, the Acquirers have specified the following as the rationale for the Delisting Offer:

2.1. The Company is lying closed since 1994 and there is no activity of whatsoever nature in the Company.

2.2. As the Company has no operating income, the increasing cost of compliance for being listed company is coming up as a burden to the Company.

2.3. The Equity Shares of the Company were earlier listed at the Delhi Stock Exchange ('DSE') and The Calcutta Stock Exchange Limited ('CSE'). With DSE being derecognized, the listing is merely at CSE.

2.4. Though the Company has been categorized as 'active' by CSE, its equity shares have not been traded on CSE since long time.

2.5. The Company has a Paid-up Capital of Rs. 1,79,35,000 divided into 17,93,500 Equity shares of face value of Rs. 10/- each. The Promoter Shareholding in the Company is 97.89% and the Public Shareholding is merely 2.11%. There are only 28 public shareholders in the Company and no liquidity/ trading benefit is being derived from the virtue of being listed on CSE.

2.6. Given the no liquidity of the Equity Shares on the Stock Exchange, the proposed delisting will provide the public shareholders an opportunity to exit from the Company at a price determined in accordance with the Delisting Regulations.

3. PERIOD FOR WHICH THE DELISTING OFFER SHALL BE VALID

3.1. As per the exemption letter dated November 28, 2023, the voluntary delisting of its equity shares shall be initiated within a period of one month from the date of receipt of the said letter and shall complete the process within a period of one year from the date of receipt of the said letter.

3.2. As per the Exemption Letter, pursuant to the delisting of its equity shares, the promoters shall continue to accept shares tendered by any remaining public shareholders holding such equity shares, for a period of up to two years from the date of delisting at the same price at which the earlier acceptance of shares was made.

3.3. The Manager to the offer, in coordination with the acquirer shall ensure that the rights of the remaining Shareholders are protected.

3.4. Post the receipt of CSE's In Principle Approval, the Acquirers, in accordance with the provisions of Regulation 35(2)(c) of the Delisting Regulations, will send the letters to the public shareholders seeking their consent for delisting.

4. COMPLIANCE OFFICER OF THE COMPANY

4.1. The details of Compliance Officer of the Company are as follows:

Name: Ms. Kriti Bhatia
Designation: Company Secretary & Compliance Officer
Address: B-292, Office No. 202, Second Floor, Chandra Kanta Complex, New Ashok Nagar,
Delhi-110096, India
Email: jaintubes.india@gmail.com
Tel No.: +91-9953736373

4.2. In case the Public Shareholders have any queries concerning the delisting process and procedure, they may address the same to the Registrar to the Offer or Manager to the Offer.

MANAGER TO THE DELISTING OFFER	REGISTRAR TO THE DELISTING OFFER
Corporate Professionals	Alankit
Corporate Professionals Capital Private Limited D-28, South Extension Part-1, New Delhi-110049, India **Contact person:** Ms. Anjali Aggarwal **Telephone:** 011-40622230/40622209 **Email:** mb@indiacp.com **Website:** www.corporateprofessionals.com **SEBI Registration No.:** INM000011435 **Validity Period:** Permanent **Corporate Identity Number:** U74899DL2000PTC104508	**Alankit Assignments Limited** 205-208, Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055, India **Contact Person:** Virender Sharma **Telephone:** +91 11 4254 1966 **Email:** virenders@alankit.com **Website:** www.alankit.com **SEBI Registration No.:** INR000002532 **Validity Period:** Permanent **Corporate Identity Number:** U74210DL1991PLC042569

For Jain tube Company Limited
Sd/-
Sushil Jain
Director

Date: December 26, 2023
Place: New Delhi

SBI

শাখা - স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

নিলাম অফিসারের বিস্তারিত : নাম : চন্দ্র শেখর সিং, ই-মেল আইডি : c.s@sbi.co.in, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১২৪১২

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়।
নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন।
সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৬.০১.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

প্রাক ডাক ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ''আগ্রহী ডাকদাতারা এমএসটিসি'র নিকট প্রাক ডাক ইএমডি দাখিল করতে পারেন ই-নিলাম সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে। প্রাক ডাক দাখিলের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে ডাকদাতাদের এমএসটিসি কর্তৃক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সংশ্লিষ্ট পরিমাণ গৃহীত হওয়ার পর এবং ই-নিলাম ওয়েবসাইটে সর্বশেষ তথ্য জ্ঞাত করা হবে। সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া কিছু সময় লাগতে পারে ব্যাঙ্কিং প্রক্রিয়ার জন্য ফলে ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে প্রাক ডাক ইএমডি শেষ সময়ের যথেষ্ট পূর্বে অসুবিধা এড়াতে দাখিল করার অনুরোধ করা হচ্ছে।''

ক্রম নং - ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ১৬.০১.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৫৮৮.০২ লাখ টাকা ৩১.০৩.২০২৩** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স অ্যাকোর্ডিয়ানস ইনফোকম প্রা. লি., ডিরেক্টরগণ - কৌশিক মুখার্জি এবং সৈকত চন্দ, ঠিকানা -** ৪০১ ডায়মন্ড হারবার রোড, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০৩৪, **কৌশিক মুখার্জি,** পিতা অধীপ মুখার্জি, ৩/১, ডি.এন. মুখার্জি রোড, থানা - বালি, হাওড়া-৭১১২০১, **সৈকত চন্দ,** পিতা সমরেন্দ্র নাথ চন্দ, ৩৩/এ, শ্রীশ চন্দ্র চৌধুরী লেন, কলকাতা - ৭০০০০২, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **৩২,২৭,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৩,২২,৭০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ নির্মিত স্পেস সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২০৮৫ বর্গফুট ২য়তলে, চার রুম, এক লিভিং/ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক টয়লেট, দালান ইত্যাদি দক্ষিণ দিকে একটি সকলের জন্য ভেন্ডারের সঙ্গে সিঁড়ি পশ্চিম দিকে, এবং একতলায় সকলের ব্যবহারের জন্য সুবিধা এবং পরিষেবাদি ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত নিকাশি, সিউয়ার, জল, জলের ব্যবস্থাদি, আলো, স্বাধীনতা, সহজগম্যতা, ইত্যাদি এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ ছাদের সর্বোচ্চ তলার ব্যবহার প্রেমিসেস বালি পুরসভার হোল্ডিং নং ২০৬ এবং ২০৬/১, এবং চূড়ান্তভাবে সংখ্যায়িত ২০৬, মিউটেশনের পর পুর হোল্ডিং নং ২০৬ (বিএল-সি-১),জেএল নং ১৪, খতিয়ান নং ৭৮২০ থেকে ৭৮২৭, দাগ নং ১০৮৩২ থেকে ১০৮৩৪, আরএস নং ১৭৬৭, ওয়ার্ড নং ৪, বালি পুরসভা অধীন, প্রেমিসেস নং ২০৬, গোস্বামী পাড়া রোড, পো এবং থানা- বালি, হাওড়া। সম্পত্তি মেসার্স অ্যাকর্ডিয়ানস ইনফোকম প্রা লি। সংশ্লিষ্ট প্ল্যান এই দলিলের অংশ : উল্লেখ্য দলিল নং : ১-১৪৯৫/২০১১ এবং ১-১৬৫৪/২০১১ অনুযায়ী মেসার্স অ্যাকর্ডিয়ানস ইনফোকম প্রা লি এর নামে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৯.০১.২০২৪ | প্রতীকী দখলীকৃত | SARB FILE NO. 18455/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ১৬.০১.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১,৬২,০৭,৫২১.০৭ টাকা ৩১.০৩.২০২১** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স হিন্দুস্থান হার্ডওয়্যার, ঠিকানা** - বসিরহাট নতুন বাজার, ইটিন্ডা রোড, টাউন হলের বিপরীতে, পো. বসিরহাট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪১১, **অংশীদার এবং ডিরেক্টর : শ্রী দেবাশিস ভৌমিক,** পিতা প্রয়াত কার্তিক চন্দ্র ভৌমিক, **শ্রীমতি রমা ভৌমিক,** স্বামী শ্রী দেবাশিস ভৌমিক **শ্রীমতি বীভা রানি ভৌমিক,** স্বামী প্রয়াত কার্তিক চন্দ্র ভৌমিক, **উভয়ের ঠিকানা** - বিজয় চন্দ্র দাস রোড, সাঁইপালা, পো. এবং থানা - বসিরহাট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৪১১, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **৫২,২০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৫,২২,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **২০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ১০ কাঠা কমবেশি বাস্তু জমি এলওপি নং ১২২, দ্বিতল ভবন সহ মৌজা- বারাসত, প্লট নং ৩৬৭৩, খতিয়ান নং ২৬৮৪, আরএস নং ৩৬৭৩/৪২২৭, জেএল নং ৪৩, সম্পত্তি বর্তমানে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৪০৩/৩৮১, গ্রাম বসিরহাট সাঁইপাল, থানা- বসিরহাট, বসিরহাট পুরসভা অধীন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩৪১১। উল্লেখ্য দলিল নং ১৪১/১৯৮৮ তারিখ ২৬.০৪.১৯৮৮।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৯.০১.২০২৪ | প্রতীকী দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19104/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ৩

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৬.০১.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১৩,২৯,১৩,৫১২.৪০ টাকা ০৯.০৩.২০১৫** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স অ্যালায়ড ব্যাপার প্রা. লি. ঠিকানা** - ২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ২য় তল, রুম নং ১৫, কলকাতা - ৭০০০০১ এবং ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ **শ্রীমতি রানী দেবী সুরেকা,** স্বামী কৈলাশ চন্দ্র সুরেকা, ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০১৩২ **শ্রী রাজেশ সুরেকা,** পিতা কৈলাশ চন্দ্র সুরেকা, ১৫৫, ওল্ড যশোর রোড, ফ্ল্যাট নং ৩০৫, ব্লক সি, ফরচুনা অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা - ৭০০০১৯ কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **৯৬,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৯,৬০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি বাস্তু জমি পরিমাণ ৩৬ ডেসিমেল (১৮ ডেসিমেল এবং ১৮ ডেসিমেল) অবস্থিত মৌজা-চন্দনহাটি, জেএল নং ১০৪, দাগ নং ১৬৯ এর অংশ, খতিয়ান নং আরএস -৭২, এবং এলআর -৯০ এবং ৭৭, হোল্ডিং নং ৩৮, বামনমুড়া মেন রোড, পো- মধ্যমগ্রাম, থানা-বারাসত, ওয়ার্ড নং ১৭, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পিন- ৭০০১২৪।
স্বত্ব দলিল নং ০০৫১১-২০১৩ সালের (সংশোধিত দলিল নং ০১১২০-২০১৩ সালের) এবং দলিল নং ১২৬২৯/২০১২ এবং দলিল ঘোষণা ১৪৩৭৭/২০১২ (মালিক মেসার্স এলায়েড ব্যাপার প্রাইভেট লিমিটেড)।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৯.০১.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19494/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ৪

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী দখলীকৃত **১৬.০১.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২২,৮৩,৫৩০.০০ টাকা ২৯.০৮.২০২২** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রীমতি অর্পিতা হালদার,** স্বামী বিশ্বনাথ হালদার, **শ্রীমতি স্বপ্না হালদার,** স্বামী শ্যাম লাল হালদার, **শ্রী বিশ্বনাথ হালদার,** পিতা শ্যাম লাল হালদার, **ঠিকানা :** গোবিন্দ ভবন, হোল্ডিং নং এনপি-১৪, নয়াপট্টি, সল্টলেক, সেক্টর - ৫, কলকাতা - ৭০০১০২, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **৭১,২০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৭,১২,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সমুদয় ৫ম তলা পাঁচতলা ভবনের হোল্ডিং নং এনপি-১৪, গোবিন্দ ভবন, নয়াপট্টি, সল্টলেক, সেক্টর -৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, থানা-বিধাননগর, কলকাতা- ৭০০১০২, পুর সংস্থা অধীন, (মৌজা-কৃষ্ণপুর, জেএল নং ১৭, আরএস খতিয়ান নং ১৫৯৭, আরএস নং ১৮০ দাগ নং ৪৬৮০, ৪৪০৩), মূল বিক্রয় দলিল নং ৩৫৩৭-২০১৫ সালের, এআরএ-২, কলকাতা, অনুযায়ী সম্পত্তি শ্রীমতি স্বপ্না হালদার, স্বামী শ্যাম লাল হালদার এবং শ্রীমতি অর্পিতা হালদার, স্বামী বিশ্বনাথ হালদার এর নামে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৯.০১.২০২৪ | প্রতীকী দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19458/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ৫

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **প্রতীকী দখলীকৃত ১৬.০১.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **৪২,৫৯,৯২৫.৯৭ টাকা ০৫.০৭.২০২২** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স জগদীশ বিশ্বাস (স্বত্বা. শ্রী জগদীশ বিশ্বাস)** গ্রাম - হাঁসপুকুরিয়া (কালীতলাপাড়া), নমোপাড়া, পো. হাঁসপুকুরিয়া, থানা - পলাশিপাড়া, জেলা - নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪১১৬০, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **৩২,৬৫,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৩,২৬,৫০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং দ্বিতল ভবন পরিমাণ ৪.৫৪ কাঠা জেএল নং ৩৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪১২৬, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৫১, স্বত্ব দলিল নং ১-৪৯৯৬/২০১১ তারিখ ১৭.০৬.২০১১, অনুযায়ী জগদীশ বিশ্বাসের নামে, গ্রাম - হাঁসপুকুরিয়া, (কালীতলাপাড়া), পো- হাঁসপুকুরিয়া, থানা- তেহট্ট (বর্তমানে পলাসীপাড়া), জেলা-নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪১১৬০।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৯.০১.২০২৪ | প্রতীকী দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19464/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ৬

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৬.০১.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১০,৪৭,৯৬,৩৬৫ টাকা (দশ কোটি সাতচল্লিশ লাখ ছিয়ানব্বই হাজার তিনশো পঁয়ষট্টি টাকা) টাকা (সি.সি.) + ৫২,২৫,৩৯৪.০০ টাকা (বাহান্ন লাখ পঁচিশ হাজার তিনশো চুরানব্বই টাকা) (এস.এল.সি.) = ১১,০০,২১,৭৫৯.০০ টাকা (এগারো কোটি একুশ হাজার সাতশো উনষাট টাকা) টাকা ০৮.০৫.২০১৪ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স কে ডি এজেন্সিস প্রা. লি. ঠিকানা :** ৩৫/১, পান্ডিত্য রোড, প্লাজো ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তল, পো. গড়িয়াহাট, থানা - রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা - ৭০০০২৯, **জামিনদাতাগণ : (১) শ্রীমতি কবিতা খেমকা ঠিকানা :** ৩৫/১, পান্ডিত্য রোড, প্লাজো ফ্ল্যাট নং ৪এ, ৫ম তল, পো. গড়িয়াহাট, থানা - রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা - ৭০০০২৯, **২) শ্রী বিবেক খেমকা, ৩) শ্রীমতি তনু খেমকা উভয়ের ঠিকানা :** বন্দনা অ্যাপার্টমেন্ট, ১১তম তল, রুম নং ১০০৪, ২২/১ আলিপুর রোড, পো. এবং থানা - আলিপুর, কলকাতা - ৭০০০২৭, কাছ থেকে। সংরক্ষিত মূল্য **১৯,১৯,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৯১,৯০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **৫০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ অফিস স্পেস পরিমাণ ২৪১ বর্গফুট ইউনিট নং ৫০১, ৬ষ্ঠতলে, প্রেমিসেস বস্তালয় চেম্বার, ৪এ, এন সি দত্ত সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১, উল্লেখ্য দলিল নং ১-৬৫০৩ অনুযায়ী কবিতা খেমকা এবং তনু খেমকা এর নামে সমুদয় সম্পত্তি।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৯.০১.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19503/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ৭

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৬.০১.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৪,৪২,৪১৩.৪০ টাকা ০৩.০৭.২০১৮** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী নরেন্দ্র পরশরামপুরিয়া এবং শ্রী চন্দন পরশরামপুরিয়া (জামিনদাতা), উভয়ের ঠিকানা :** ফ্ল্যাট এনআরএফ-২৪৩, ডিএলএম নিউ টাউন, হাইট, রাজারহাট ব্লক-৬, কলকাতা - ৭০০১৫৬, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **১৯,১৯,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,৯১,৯০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মোজাইক ফ্ল্যাট নং সি-১, দ্বিতীয়তলে, উত্তর-পূর্ব দিকে জি-৪ তলা ভবনে লিফট সুবিধা সহ, সামনের অংশে, পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৫০ (নয়শো পঞ্চাশ) বর্গফুট মোজাইক মেঝে, দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, দুই টয়লেট, এবং ডব্লু সি সহ, এক কিচেন এবং এক বারান্দা এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ তপশিল 'এ' তে বর্ণিত মতে এবং ছাদের অধিকার, সকলের জন্য সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত ফিক্সচার, ফিটিংস, বৈদ্যুতিন সংস্থাপন, তপশিল 'সি' তে বর্ণিত মতে এবং সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাট নির্মিত অনুমোদিত প্ল্যান অনুযায়ী নং ১৯৯-২০০৬-২০০৭ সালের অনুযায়ী তারিখ ২৪.০৩.২০০৭ চন্দননগর পুরসভা কর্তৃক অনুমোদিত মতে ওয়ার্ড নং ৩, হোল্ডিং নং পূর্বতন ১৩০/এ এবং পরবর্তীতে ১৪৮/এ, এবং বর্তমানে ১৬২, জি টি রোড (পশ্চিম), পিন- ৭১২১৩৬ এবং ফ্ল্যাটের প্ল্যান লাল কালি দ্বারা বিভাজিত এবং চিহ্নিত সংযুক্ত পরিশিষ্টে প্ল্যাট সংশ্লিষ্ট দলিল উল্লেখ্য দলিল নং ১-০২০৮৫/২০১৬ অনুযায়ী শ্রী নরেন্দ্র পরশরামপুরিয়ার নামে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৯.০১.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 18961/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ৮

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৬.০১.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২০,৪৫,৩৫৯.০০ টাকা ০৩.০৭.২০১৮** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **মেসার্স লক্ষ্মী গারমেন্টস,** তেঘরিয়া, মানিকডাঙা রোড-১, সোদপুর, কলকাতা - ৭০০১১০, **১) শ্রী রণবীর মুখার্জি,** পিতা শ্রী রামেন্দ্র মোহন মুখার্জি, **২) শ্রীমতি কৃষ্ণা মুখার্জি, স্বামী শ্রী রণবীর মুখার্জি, উভয়ের ঠিকানা :** এ/৪০, সানভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, রোড নং ২, এইচ.বি. টাউন, সোদপুর, ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১০, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। **সম্পত্তি ১ :** সংরক্ষিত মূল্য **১১,১৫,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **১,১১,৫০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা। **সম্পত্তি ২ :** সংরক্ষিত মূল্য **৯,২৪,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **৯২,৪০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **১০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সম্পত্তি ১ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায় সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৩৭.৫ বর্গফুট, ব্লক -এ, অবস্থিত প্লট নং এ-৪০, হোল্ডিং নং ৬০, এইচ বি টাউন,রোড নং ২, স্থানীয় পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩১ অধীন, থানা-খড়দা,কলকাতা- ৭০০১১০, স্বত্ব দলিল নং : ১-০৭৩৫৯, রেজিস্ট্রিকৃত ডেলা সাব রেজিস্ট্রার -১, উত্তর ২৪ পরগনা, ০৯.১০.২০১৪ তারিখে, বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪১, পৃষ্ঠা ২৯১৫ থেকে ২৯৪৬। সম্পত্তি ২ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের মোজাইক মেঝে সমন্বিত ফ্ল্যাট দোতলায় ব্লক-বি, পরিমাণ আনুমানিক ৪৩৩.৫ বর্গফুট অবস্থিত প্লট নং এ-৪০ হোল্ডিং নং ৬০, এইচ বি টাউন,স্থানীয় পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ২০ (পুরানো), ৩১ (নতুন) থানা-খড়দা, কলকাতা - ৭০০১১০, স্বত্ব দলিল নং ১-০৭৩৬০, উভয় সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : শ্রী রণবীর মুখাজি এবং শ্রীমতি কৃষ্ণা মুখার্জি।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৯.০১.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 18881/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

ক্রম নং - ৯

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ১৬.০১.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **১,৭৯,১১,৩৬৯.৪৮ টাকা ০৪.০১.২০১৭** অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ সহ চুক্তি মোতাবেক হারে এবং ব্যয়, শুল্ক, চার্জ ইত্যাদি যা জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **অমি দোশি এবং নীলেশ দোশি,** ১/৩এ, বালিগঞ্জ প্লেস (পূর্ব), কলকাতা - ৭০০০১৯, কাছ থেকে আদায়ের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য **২,৫২,০০,০০০.০০** টাকা, বায়না জমা দাখিল **২৫,২০,০০০.০০** টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য **২০,০০০.০০** টাকা।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি অবস্থিত মৌজা -জগন্নাথপুর, সোনারপুর, জমির এরিয়া -২৮ কাঠা ২৬ বর্গফুট হোল্ডিং নং ৮৭৬, আরএস দাগ নং ৩০৭, জেএল নং ৫১, আরএস নং ৪৪, আরএস খতিয়ান নং ৩৮৩, মিশন পল্লি রোড, ওয়ার্ড নং ০৮, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৫০, উল্লেখ্য দলিল নং ১-২৬৯৫-২০০৭ সালের তারিখ ১৫.০৩.২০০৭ , অনুযায়ী শ্রীমতি অমি দোশী এবং শ্রী নীলেশ দোশীর নামে।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৯.০১.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | SARB FILE NO. 19495/RNM, যোগাযোগ নং : ৯৬৭৪৭১১৫৩১

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্ক দেখুন **www.sbi.co.in** এবং ই-নিলাম প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন মেসার্স এমএসটিসি লি. প্রদত্ত লিঙ্ক **https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp** এবং সম্ভাব্য ক্রেতাদের জন্য ইউআরএল: **https://ibapi.in** দেখুন।

তারিখ : ২৭.১২.২০২৩
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Ekdin_Page_7_27122023_Layout 1 12/26/2023 9:35 PM Page 1

মমতার ‘খাড়গে’ প্রস্তাব খারিজ করলেন পাওয়ার

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর: প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম ঘোষণা নিয়ে ইন্ডিয়া জোটের অন্দরের মতানৈক্য যেন ক্রমশ প্রকাশ্যে চলে আসছে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রস্তাবে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আগেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। এবার প্রকাশ্যেই এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ার, সেই প্রস্তাব খারিজ করে দিলেন। পাওয়ারের স্পষ্ট বক্তব্য, জোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণার কোনও প্রয়োজনই নেই।

গত ১৯ ডিসেম্বর ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইন্ডিয়া জোটের প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসাবে মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম প্রস্তাব করেন। সূত্রের খবর, মমতা বলেন, খাড়গে অভিজ্ঞ রাজনীতিক। তিনি ওবিসি সম্প্রদায় থেকে উঠে আসা। তাই তাঁকেই প্রধানমন্ত্রী মুখ করে ২০২৪-এর ভোটে লড়াইয়ের দিকে যাওয়া হোক। তাতে সম্মতি দেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালও। যদিও ওই বৈঠকেই খাড়গে সবিনয়ে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ওই বৈঠকে বলেন, তিনি গরিবের কল্যাণ করতে এসেছেন। এসব চান না। কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্য, ‘আগে ভোটে জিতি তার পর এসব ভাবা যাবে।’

খাড়গের সেই সুরই শোনা গেল পাওয়ারের গলাতেও। তিনিও বলছেন, আগে জয়ের দিকেই নজর দিতে হবে। জয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণাটা একেবারেই জরুরি নয়। ১৯৭৭ সালের উদাহরণ দিয়ে এনসিপি সুপ্রিমো বললেন, ‘সাতাত্তরেও কোনও প্রধানমন্ত্রীর পদপ্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি। পরে মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী হন। সেবার একটা নতুন দল তৈরি হয়েছিল। মোরারজি দেশাইয়ের নাম কোথাও ছিল না। তাও তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। তাই ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণার প্রয়োজন নেই।’

গাজার মতো পরিণতি হতে পারে কাশ্মীরের: ফারুক

শ্রীনগর, ২৬ ডিসেম্বর: গাজায় শান্তি ফেরানোর জন্য ইজরায়েল এবং প্যালেস্তাইনের আলোচনার পক্ষে সওয়াল করছে ভারত। তা হলে কাশ্মীরে শান্তি ফেরানোর জন্য নয়াদিল্লি-ইসলামাবাদ আলোচনায় বাধা কোথায়? এই প্রশ্ন তোলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আবদুল্লা। সেই সঙ্গে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান না হলে, গাজার মতোই পরিণতি হতে পারে কাশ্মীরের।

জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ‘আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী বলেছিলেন, বন্ধু বদলানো যায় কিন্তু প্রতিবেশী বদলানো যায় না। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখলে দু’তরফেরই উন্নতি হয়।’ এর পরেই তাঁর মন্তব্য, ‘আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদিজির তো বলেছেন, এটি যুদ্ধের যুগ নয়।’ প্রসঙ্গত, গত সেপ্টেম্বরে শাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-এর পার্শ্ববৈঠকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ইউক্রেন যুদ্ধে ইতি টানার পরামর্শ দিয়েছিলেন মোদি। বলেছিলেন, ‘এই সময়টা যুদ্ধের নয়।’

সাড়ে চার বছর আগে ৩৭০ ধারা বিলোপের পর সীমান্তে পাক সেনার গোলাবাজি এবং উপত্যকার অন্দরে জঙ্গি হামলা এক যোগে চালু রয়েছে। নরেন্দ্র মোদি সরকারের ২০১৯ সালের ৫ অগস্টের পদক্ষেপে সুপ্রিম কোর্ট সায় দেওয়ার পরে পুঞ্চে হয়ে গিয়েছে সেনার গাড়িতে হামলা। এই আবহে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনায় জন্য তাঁর সওয়াল ঘিরে বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন ফারুক নিজেই। তার মোকাবিলায় আগাম ‘হাতিয়ার’ করেছেন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির দু’টি মন্তব্যকে।

চার ঘণ্টার মধ্যে দু’বার কাঁপল লেহ এবং লাদাখ

লাদাখ, ২৬ ডিসেম্বর: বড়দিনের রাতে প্রথম কম্পনের পর তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আবারও কাঁপল লাদাখ। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনসিএস) জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোর ৪টে ৩৩ মিনিট নাগাদ দ্বিতীয় কম্পন অনুভূত হয়। কম্পনের উৎসস্থল ছিল লেহ জেলার থাং গ্রামে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৫।

২৫ ডিসেম্বর মাঝরাতে কেঁপে উঠেছিল লাদাখ। কম্পনের উৎসস্থল ছিল জম্মু-কাশ্মীরের কিস্তওয়াড় জেলায় ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫ কিলোমিটার গভীরে। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৭। প্রায় চার ঘণ্টার মধ্যে মাঝারি ধরনের পর পর দু’বার কম্পনে লেহ এবং লাদাখে আতঙ্ক ছড়ায়। যদিও এই দু’টি ঘটনায় কোনও ক্ষয়ক্ষতি প্রাণহানির খবর পাওয়া যায়নি।

এ মাসেরই ২০ তারিখ কেঁপে উঠেছিল লাদাখ। সেই সময়ও কম্পনের উৎসস্থল ছিল জম্মুর কিস্তওয়াড় জেলা। কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৪। তার পরই তিন দিনের মধ্যে ১১ বার কম্পন অনুভূত হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখে। এনসিএস জানিয়েছে, গত কয়েক দিনে যে ভূমিকম্প হয়েছে জম্মু-কাশ্মীর এবং লাদাখে, সেই সব কম্পনের উৎসস্থল ছিল জাসকর কার্গিল এবং কিস্তওয়াড়।

এই সময় জম্মু-কাশ্মীর, লেহ এবং লাদাখে প্রচুর পর্যটক বেড়াতে যান। গত কয়েক দিনের মধ্যে বেশ কয়েক বার কম্পন অনুভূত হওয়ায় পর্যটকদের মধ্যেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

বড়দিন উপলক্ষে নৈশভোজ খেয়ে অসুস্থ ৭০০ বিমানকর্মী

প্যারিস, ২৬ ডিসেম্বর: বড়দিন উপলক্ষে আয়োজিত নৈশভোজ খেয়ে অসুস্থ ৭০০ বিমানকর্মী। এই নৈশভোজের আয়োজন করা হয়েছিল ফ্রান্সের বিমান নির্মাতা এয়ারবাস আটলান্টিক। এই নৈশভোজে সামিল হয়েছিলেন ২৬০০ কর্মী। কিন্তু নৈশভোজ খাওয়ার পরই এক এক করে অসুস্থ হয়ে পড়েন বহু কর্মী। ঘটনাটি গত ১৪ ডিসেম্বর ঘটলেও প্রকাশ্যে এসেছে বড়দিন-এ।

এয়ারবাস আটলান্টিকের একসঙ্গে ৭০০-র বেশি কর্মী অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনায় নড়েচড়ে বসে ফ্রান্সের স্বাস্থ্য সংস্থা, এজেন্স রিজিওনালেন ডে স্যান্ট (এআরএস)। খাবারে বিষক্রিয়া নাকি গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিস ভাইরাসের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে এআরএস।

প্রসঙ্গত, বিশ্বের বৃহত্তম বিমান নির্মাতা হল এয়ারবাস আটলান্টিক। ৫ দেশের মোট ১৫ হাজার কর্মী এই সংস্থায় নিযুক্ত রয়েছেন। সংস্থার তরফে প্রতি বছরই বড়দিন উপলক্ষে নৈশভোজের আয়োজন করা হয়। অন্যান্য বারের মতো এবারে সংস্থার ক্যান্টিনে খাবার তৈরি হয়েছিল।

সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, গত ১৪ ডিসেম্বর এয়ারবাস আটলান্টিকের নৈশভোজে এলাহি খাবারের আয়োজন করা হয়েছিল। যার মধ্যে গলদা চিংড়ি, গোমাংস থেকে আইসক্রিম, হ্যাজেলনাট-চকোলেট মাউসের মতো মিষ্টিও ছিল। এই খাবার খাওয়ার ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই শয়ে শয়ে কর্মী বমি করতে শুরু করেন এবং ডায়ারিয়ার উপসর্গ দেখা দেয়।

বাজপেয়ীর জন্মদিনে বসে আঁকো প্রতিযোগীতা

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর: ২৫ ডিসেম্বর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে দীনদয়াল উপাধ্যায় পার্কে একটি বসে আঁকো প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়েছিল। এদিন ‘গুড গভর্নেন্স ডে’ হিসাবেও পালিত হয়। বিজেপির প্রধান কার্যালয়ের ঠিক বিপরীতে এই পার্কটি অবস্থিত। জ্ঞান ফাউন্ডেশনের তরফে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্মবার্ষিকীর দিনটিকে বিশেষভাবে পালন করতে এই বসে আঁকো প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়েছিল।

এই প্রতিযোগীতার মাধ্যমে নবীন প্রতিভাকে তুলে ধরাই ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে।

হরিদ্বারে ইটভাটার দেওয়াল ধসে মৃত ৬ শ্রমিক

হরিদ্বার, ২৬ ডিসেম্বর: কুয়াশা ঘেরা শীতের সকালে হরিদ্বারের ইটভাটায় ভয়াবহ দুর্ঘটনা। ভাটার দেওয়াল ধসে মৃত্যু হল ৬ জন শ্রমিকের। বেশ কিছু গবাদি পশুরও মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও শ্রমিকের চাপা পড়ার আশঙ্কা। ফলে মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে। এর মধ্যেই উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিদ্বারের মঙ্গলোর কোতোয়ালি এলাকার লাহাবলি গ্রামে রয়েছে ওই ইটভাটা। মঙ্গলবার সকালে কাজ চলাকালীন আচমকা বিরাট দেওয়াল ধসে পড়ে। চাপা পড়েন বেশ কিছু শ্রমিক। চাপা পড়ে অনেকগুলি গবাদি পশুও। দেওয়াল ধসে পড়ার শব্দে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। তাঁরাই প্রাথমিকভাবে উদ্ধারকাজ শুরু করেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

এর পরেই জেসিবি মেশিন দিয়ে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে ৬ শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হয়। মৃত গবাদি পশুও উদ্ধার হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ঘটনাস্থলে আরও শ্রমিক কাজ করছিলেন। সেই কারণেই উদ্ধারকাজ অব্যাহত রেখেছে প্রশাসন। মৃতের সংখ্যা বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। গোটা ঘটনার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে সুভাষ (২৬), মহবুব (২০), ধর্মপাল (৪০), কালুরাম (৪০), বিসম্বর এবং আরও একজন। ইটাভাটা কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ছিল কি না খতিয়ে দেখছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

দিল্লিতে রাহুলের সঙ্গে বৈঠকে অজয় এডওয়ার্ড

নয়াদিল্লি, ২৬ ডিসেম্বর: ক্রমশ বদলাচ্ছে পাহাড়ের রাজনৈতিক সমীকরণ! বিশেষ করে বিনয় তামাংয়ের কংগ্রেস যোগের পর পাহাড়ের রাজনীতিতে যেন প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পাচ্ছে কংগ্রেস। মঙ্গলবার দিল্লিতে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করে এলেন পাহাড়ের একাধিক প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ। সূত্রের খবর, অনীত থাপা এবং মন ঘিসিংয়ের দল ছাড়া পাহাড়ের ছোট-বড় সব রাজনৈতিক দলই এবার কংগ্রেসকে সমর্থন করবে কংগ্রেসকে। মঙ্গলবার দিল্লিতে পাহাড়ের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে নিয়ে একটি বৈঠক করে কংগ্রেস শীর্ষ নেতৃত্ব।

হুমকি ইমেইল আরবিআই ও মুম্বইয়ের আরও ২ ব্যাংকে

মুম্বই, ২৬ ডিসেম্বর: রিজার্ভ ব্যাংকে বোমা হামলার হুমকি। মঙ্গলবার, ইমেইলে বোমা হামলার হুমকি পেল রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার মুম্বই শাখা। তবে শুধু আরবিআই-তেই নয়, একই রকম হুমকি ইমেইল এসেছে মুম্বইয়ের আরও দুটি ব্যাংকের শাখাতেও। এই দুটি ব্যাংক হল এইচডিএফসি এবং আইসিআইসিআই। পুলিশ জানিয়েছে, ‘খিলাফত.ইন্ডিয়া’ নামে এক ইমেইল আইডি থেকে এই হুমকি ইমেইলগুলি করা হয়েছে। ইমেইলে বলা হয়েছে, ‘আমরা মুম্বইয়ের ১১টি ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বোমা রেখে দিয়েছি। বেসরকারি ব্যাংকগুলির সঙ্গে মিলিতভাবে ভারতের ইতিহাসে সবথেকে বড় জালিয়াতি করেছে আরবিআই।’

জানা গিয়েছে হুমকি ইমেইলে,

আরবিআই গভর্নর শক্তিকান্ত দাস এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের পদত্যাগ দাবি করা হয়েছে। অভিযোগ কর হয়েছে, বেসরকারি ব্যাংকগুলির সঙ্গে মিলে আরবিআই যে জালিয়াতি করেছে, তাতে আরবিআই-এর গভর্নর ও অর্থমন্ত্রী ছাড়া, ব্যাংকিং সেক্টরের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্তা এবং ভারত সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী জড়িত আছেন। তাই, আরবিআই-এর গভর্নর ও অর্থমন্ত্রীকে প্রেস বিবৃতি দিয়ে এই জালিয়াতির বিষয়ে সবটা জানিয়ে, ইস্তফা দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া দাবি করা হয়েছে, এই দুজনকে এবং এর সঙ্গে আরও যারা যারা জড়িত, তাদের সকলকে শাস্তি দিতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে।

এই দুইজন এবং ইমেইলে অবশ্য বলা হয়েছিল, এদিন বেলা ১.৩০-এ বোমাগুলিতে বিস্ফোরণ ঘটবে। তবে, তা ঘটেনি। অবিলম্বে আরবিআই এবং এইচডিএফসি ও আইসিআইসিআই ব্যাংকের পক্ষ থেকে, এই হুমকির বিষয়ে জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে, ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল পুলিশ। মুম্বই পুলিশের বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দলের সদস্যরা, হুমকির মুখে থাকা ভবনগুলিতে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান চালানো হয়। তবে, তল্লাশিতে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। এই ঘটনার বিষয়ে এমআরএ মার্গ থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

NOTICE INVITING TENDER
Memo No- 280/Maji/15th CFC (TIED) E-tender invited by the prodhan of Majida Gram Panchayat, Under Purbasthali II Panchayat Samity Lakshmipur, Purba Bardhaman. Last date of tender dropping 03/01/2024 for more details please. Visit office or go to **www.wbtenders.gov.in**

e-TENDER NOTICE
e-Tender invited by the Prodhan Mayurhat-II Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia. Tender Notice **No: 06/15th CFC (TIED)/NADIA/ MGP-II/ 23-24. Memo No: 2577/MGP II. Dated: 15/12/2023.** Last date of Bid submission : **30/12/2023 up to 9 AM.** Technical Bid open: **02/01/2024** at 1 PM. Details on : **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Mayurhat-II Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia.

NOTICE INVITING e-TENDER
E-tender notice invited by the Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimultala, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no: WB/NAD/KGR-I/DGP/NIT-39/23-24 under 15th FC Fund 2022-23 & 2023-24 (Tied) (3rd Call), Memo No. 509/DEY/2023-24. Date. 22/12/2023. Last date of submission BID 01/01/2024 at 12.00 Noon. Technical Bid opening 03/01/2024 12.00 Noon. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Krishnagar, Nadia.

e-TENDER NOTICE
e-Tender invited by the Prodhan Mayurhat-II Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia. Tender Notice **No: 07(04)/15th CFC (UNTIED)/ NADIA/ MGP-II/23-24. Memo No: 2578/MGP II. Dated: 15/12/2023.** Last date of Bid submission : **30/12/2023 up to 9 AM.** Technical Bid open: **02/01/2024 at 1 PM.** Details on : **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Mayurhat-II Gram Panchayat, Hanskhali Block, Nadia.

e-TENDER NOTICE
Office of the Khandaghosh Panchayat Samity
Sagrai, Purba Bardhaman
e-NIT No.BWN/EO/KHANDA/NIET-14/2023-24, Dt. 26/12/2023 Tender Id: 2023_DMB_629661_1 to 21
Bid submission start Dt. & Time (online): **26/12/2023 from 06:00 pm** Bid submission closing Dt. & Time (online): **10/01/2024 up to 06:00pm.** For viewing Tender: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Khandaghosh Panchayat Samity

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites quotation vide memo no. **05/Five All-in-one Printer/ C.M/2023-2024, Dt-26-12-2023** for supplying of computer set. For further information please visit **www.chakdahamunicipality.in**

Chakdaha Municipality
NOTICE
Chakdaha Municipality invites quotation vide N.I.Q no. **04/Four Computer Set/ C.M/ 2023- 2024, Dt-26-12-2023** for supplying of computer set. For further information please visit **www.chakdahamunicipality.in**

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting E-Tender 2nd Call
N.I.E. ET. No. 225/PW/Eng/23 Dt. 09.10.2023
N.I.E. ET. No. 228/PW/Eng/23 Dt. 09.10.2023
Memo No. 1651/PW/Eng/23 Dated 20.12.2023
Memo No. 1652/PW/Eng/23 Dated 20.12.2023
Visit to website : **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- Superintending Engineer, Asansol Municipal Corporation

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Tender
e-Tender has invited by the Executive Officer, Serampore-Uttarpara Panchayat Samity for **NIT No.: 14/SU/2023-24 & Memo No.: 866/SU, Date: 21/12/2023** for High Mast Pole, Submersible, Road Protection Wall, Jalo Satra, Roads, Drain ect. Last Date for Submission of Tender: **08/01/2024(Sl.- 1-8), 09/01/2024 (Sl. No.- 9 to 18) & 10/01/2024 (Sl.- 19 to 29) up to 06:00 PM respectively. Tender ID No.: 2023_ZPHD_629471_1 to 29.** For more details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned Office.
Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

NOTICE
Notice Inviting Tender No. 08 of 2023-2024 of Assistant Engineer, Lalbag Sub Division, P.W.Dte. (Abridged)
Sealed Tenders are hereby invited from the eligible Contractors in connection with the execution of works. The details are available on the Notice Board of office of the undersigned and official website of P.W.D. **[www.wbpwd.gov.in].** Last date & Time limit of submission of application is **08.01.2024 upto 12:00-O-Noon.**
Memo No. 1027, Dated: 26.12.2023 of Assistant Engineer, Lalbagh Sub Division, P.W.Dte.
Sd/ Assistant Engineer
Lalbag Sub Division, P.W.Dte.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmcgov.in
সংবাদপত্রে প্রকাশক সংক্ষিপ্ত টেনার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এইচএমসি, এইচএমসি অধীনে ১ (এক) টি কাজের জন্য টেন্ডার আহ্বান করছেন। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, সাম্প্রতিকতম জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (সাম্প্রতিক তিনমাসের), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং জীবনপঞ্জি সহ টেন্ডার দাখিল করবেন।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শুরুর তারিখ : ২২.১২.২০২৩ সন্ধে ৬ টা থেকে।
টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ : ১৩.০১.২০২৪ সন্ধ্যা ৬ টার মধ্যে।
অনুগ্রহ করে দেখুন : https://wbtenders.gov.in
টেন্ডার নোটিশ নং : WB-HMC/TN/ED/HLTH/389/2023-24, তারিখ : ২২.১২.২০২৩
টেন্ডার আইডি : 2023_MAD_629358_1
২৩৬(৩)/২৩-২৪ সেক্রেটারি
২৬.১২.২৩ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Corrigendum Notice
This is for information to all concerned that the following correction have to made against the **e-N.I.T No.: WBMAD/DKM/CP/e-NIT-167/2023-24 (2nd Call), Bid Submission Closing Date (Online): 03/01/2024 instated of 23/12/2023 and Bid Submission Opening Date (Online): 05/01/2024 instated of 27/12/2023.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e-Tender. All other terms & condition will remain unchanged.
Sd/-
Chairperson
Dankuni Municipality

Sapuipara Basukati Gram Panchayat
Sapuipara, Nischinda, Howrah – 711 227
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of **3 nos.** different development work(s) under **5th SFC** Fund vide **Memo No.: 179/2023-24 & NIT No.: WB/HOW/BJ/SBGP/NIT-13/2023-24, Date: 26.12.2023.** Documents Download/Sale & Bid Submission Start Date (Online): **26.12.2023 at 04:00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **10.01.2024 up to 03:00 PM.** Date of Opening of Technical Bid (Online): **13.01.2024 at 12:00 PM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Sapuipara Basukati Gram Panchayat

সাঁতরাগছি স্টেশনে বিজ্ঞাপনের চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ০৯.০১.২০২৪ **তারিখ বেলা ১২টায়** (১) পুরাতন ফুট ওভারব্রিজ সহ সাঁতরাগাছি স্টেশনের অভ্যন্তরে (প্ল্যাটফর্ম নং ১ থেকে ৫) বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন (নন-ডিজিটাল) প্রদর্শন এবং (২) সাঁতরাগাছি স্টেশনের নতুন ফুট ওভারব্রিজ-২-এ বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন (নন-ডিজিটাল) প্রদর্শনের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন যা **https://www.ireps.gov.in**/ওয়েবসাইট-এ বিজ্ঞাপিত আছে।

ক্র. স.	ক্যাটিগরি	ক্যাটালগ নং	অকশনের তারিখ	অকশন শুরুর সময়	অকশন বন্ধের সময়
১	বিজ্ঞাপন	এডিভিটি-কেজিপি-এসআরসি-২৪	০৯.০১.২০২৪	বেলা ১২টা	বেলা ১২.৪০ মিনিট

আগ্রহী পক্ষ ও কন্ট্র্যাক্টরদের এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে এবং বিস্তারিত বিবরণ ও ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত তথ্যের জন্য উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখতে হবে। কোন জিজ্ঞাস্য/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-963) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর**
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

Barijahatty Gram Panchayat
Chanditala, Hooghly
Notice Inviting Tender
e-Tenders are invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different work(s) vide **Memo No.: 1) 829/BGP/2023, Date: 15.12.2023. 2) 831/BGP/2023 & 3) 832/BGP/2023, Date: 19.12.2023. All Fund: 15th Finance.** Last Date of Dropping of Tender: **On of befor 29.12.2023 up to 04:20 PM (Memo: 829) & 10.01.2024 (Memo: 831 & 831).** Date of Opening of Tender: **02.01.2024 at 04:20 PM (Memo: 829) & 12.01.2024 (Memo: 831 & 831).** For details visit undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Barijahatty Gram Panchayat

হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত
গ্রাম- লায়েকপুর, পোঃ ভালকুটি, ব্লক-লাভপুর, জেলা- বীরভূম
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ০১টি (এক) সোলার সাবমার্শিকাল স্থাপন ও ০১টি (এক) ব্রেস্ট ফিডিং সেন্টার নির্মাণের জন্য অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিডারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে যার নোটিশ নং **10/HGP/2023-24,** মোট টেন্ডার মূল ৬,৯৮,৫০১.০০/-
আবেদনকারীদের কাছে অনুরোধ বিস্তারিত বিবরণের জন্য **https://wbtenders.gov.in** এবং অফিস নোটিশ বোর্ড অনুসরণ করার জন্য।
স্বা/- প্রধান
হাতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত

NOTICE INVITING e-TENDER
The Prodhan, Abujhati-II Gram Panchayat has invited e-Tender against **Tender Reference No. AGP-II/e-Tender-15/2023-24 Date: 26.12.2023** & **Tender Reference No. AGP-II/e-Tender- 16/2023-24 Date : 26.12.2023** in this Gram Panchayat. Bid Submission End Date and Time : **10.01.2024** up to 10.15 A.M. Bid Opening Date (Technical) : **12.01.2024** at 10.30 A.M. Details Notice may be seen at **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Abujhati-II Gram Panchayet
Vill. & P.O.- Kulingram, P.S.- Jamalpur, Dist.- Purba Bardhaman

জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত
হরিপাল, হুগলী
দরপত্র আহবান বিজ্ঞপ্তি নং 1007/JGP/2023 তারিখ ২৬/১২/২০২৩
অত্র পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে 5th SFC তহবিল হইতে জলসত্র নির্মাণ ও সোলার লাইট ইনস্টলেশন জন্য Online দরপত্র আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ১১/০১/২০২৪ ১২.০০ টা পর্যন্ত
Web Site **https://wbtenders.gov.in**
স্বা/- প্রধান
জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত

office of the
AMLAI GRAM PANCHAYAT
BHARATPUR-I DEV. BLOCK
MURSHIDABAD
NOTICE INVITING e-AUCTION NO. : 01/AMLAI/2023-2024
Dated:-26/12/2023
Publishing date:- **27/12/2023 (3.00pm)** Documents submission / Payment start date:- **27/12/2023 (3.00pm)** Documents submission / Payment end date:- **02/01/2024 (1.00pm)** Documents / Payment approval start date:- **02/01/2024 (1.30pm)** Documents/ Payment approval end date:- **05/01/2024 (5.00pm)** Auction start date:- **06/01/2024 (10.00am)** Auction end date:- **06/01/2024 (3.00pm)** Details see:- **http://eauction.gov.in**
Sd/- Prodhan
Amlai Gram Panchayat

রাবাদার দাপটে তছনছ ভারতের টপ অর্ডার

একা কুম্ভ হয়ে লড়ছেন কেএল রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: সুইং, বাউন্স, তার সঙ্গে দোসর মেঘলা আকাশ। সেঞ্চুরিয়নে এই তিনের কম্বো ভারতের টপ অর্ডারকে তছনছ করে দিল। বলা ভালো, কাগিসো রাবাদা একাই কার্যত ধরাশায়ী করে দিলেন বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ারদের। ভালো বোলিং করলেন অন্য পেসাররাও। তবে দিনের শেষে একা কুম্ভ হয়ে টিম ইন্ডিয়াকে লড়াই করার মতো জায়গায় টেনে নিয়ে গেলেন কেএল রাহুল। প্রথম দিনের শেষে ভারতের স্কোর ৮ উইকেটে ২০৮ রান।

সেঞ্চুরিয়নে বৃষ্টি যে বাদ সাধতে পারে সে পূর্বাভাস আগেই ছিল। হলও তাই। বৃষ্টি এবং খারাপ আউটফিল্ডের জন্য খেলা শুরুই হলে আধ ঘণ্টা দেরিতে। টস জিতে প্রথমে ভারতকে ব্যাট করতে পাঠালেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক বাভুমা। মেঘলা আকাশের নিচে প্রোটিয়াদের সুইং এবং পেস সামলানো যে সহজ হবে না, সেটা কমবেশি জানাই ছিল। কিন্তু রোহিতরা যে এভাবে ভেঙে পড়বেন, সেটা হয়তো প্রত্যাশা করা যায়নি। মাত্র ২৪ রানেই ভারতের তিন ব্যাটারকে ফিরিয়ে দিলেন প্রোটিয়া পেসাররা। বিশ্বকাপের ব্যর্থতার রেশ কাটিয়ে মাঠে ফিরে রোহিত করলেন মাত্র ৫, শুভমান গিলের সংগ্রহ মাত্র ২। যশস্বী জয়সওয়াল করলেন ১৭ রান। তিন ব্যাটারই কার্যত উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে এলেন।

৩ উইকেটের পতনের পর বিরাট কোহলি এবং শ্রেয়স আইয়ার ইনিংসের হাল ধরেন। শ্রেয়স করেন লড়াকু ৩১ আর বিরাট করেন ৩৮। দুজনকেই অনবদ্য ডেলিভারিতে প্যাভিলিয়নে ফেরান রাবাদা। বিরাট অবশ্য আগেও বার দুই ক্যাচ তুলেছিলেন। কিন্তু সেসব সুযোগ নষ্ট করে দক্ষিণ আফ্রিকা। একটা সময় মাত্র ১০৭ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে রীতিমতো চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। সেখান থেকে ১৫০ রানে পৌঁছানোটাই চ্যালেঞ্জ মনে হচ্ছিল। এর পর আবার একে একে রবিচন্দ্রন অশ্বিন, শার্দূল ঠাকুরও রাবাদার বলি হন। অশ্বিন করেন ৮, শার্দূল ঠাকুর লড়াকু ২৪ রানের ইনিংস খেলেন।

একদিকে যখন একের পর এক উইকেট পড়ছে ঠিক তখনই ভারতের ত্রাতা হিসাবে উঠে আসেন কে এল রাহুল । কখনও অশ্বিনকে নিয়ে, কখনও শার্দূলকে নিয়ে, কখনও বুমরাহকে নিয়ে ছোট ছোট জুটি বাঁধেন তিনি। কার্যত একার হাতেই শেষদিকে ভারতের স্কোর ২০০ পার করান তিনি। দিনের শেষেও এক কুম্ভ হয়ে লড়ে যাচ্ছেন এই উইকেট কিপার ব্যাটার। তাঁর সংগ্রহ অপরাজিত ৭০। সঙ্গে শূন্য রানে খেলছেন সিরাজ। এদিন শুরুটা যেমন বৃষ্টি দিয়ে হয়েছিল, শেষটাও তাই হল। ভারতের স্কোর যখন ৮ উইকেটে ২০৮, তখন বৃষ্টি নামল। এর পর আর খেলা হয়নি। শেষবার ভারত যখন দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে যায়, সেবারে টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন রাহুল। ভারতীয় সমর্থকদের আশা, এবারেও কেএলের ব্যাটেই ঘুরে দাঁড়াবে টিম ইন্ডিয়া।

সাক্ষীর পর আসরে বিনেশ

ফেরাচ্ছেন খেলরত্ন, অর্জুন পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতীয় কুস্তি সংস্থার নতুন কমিটি নিলম্বিত করেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক। তার পরেও কুস্তিগিরদের প্রতিবাদ কমছে না। বরং তা আরও জোরালো হচ্ছে। কয়েক দিন আগেই পদ্মশ্রী ফিরিয়ে দিয়েছেন কুস্তিগির বজরং পুনিয়া। কুস্তি থেকে অবসর নিয়ে নিয়েছেন সাক্ষী মালিক। সেই তালিকায় এ বার বিনেশ ফোগাট। তিনিও নিজের খেলরত্ন ও অর্জুন পুরস্কার ফিরিয়ে দিতে চাইছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখেছেন তিনি।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠি লিখে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে বিনেশ। তিনি জানিয়েছেন, কমনওয়েলথ ও এশিয়ান গেমসে সোনা জিতেছেন তিনি। তাঁর খেলার জন্য খেলরত্ন ও অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে তাঁকে। কিন্তু ভারতের কুস্তি সংস্থায় দুর্নীতি কমছে না। যে ব্রিজভূষণ শরণ সিংহের বিরুদ্ধে এত দিন প্রতিবাদ করে তাঁকে গদি থেকে তাঁরা সরালেন সেই ব্রিজভূষণেরই ঘনিষ্ঠ সঞ্জয় সিংহ ফেডারেশনের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তারই প্রতিবাদ হিসাবে নিজের দুই সম্মান ফিরিয়ে দিতে চাইছেন তিনি।

গত বৃহস্পতিবার ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন সঞ্জয়। তিনি যৌন হেনস্থায় অভিযুক্ত কুস্তিকর্তা ব্রিজভূষণের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। তার পরেই প্রতিবাদে কুস্তি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন সাক্ষী মালিক। সেই সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন অলিম্পিক্স পদকজয়ী কুস্তিগির।

আর এক পদকজয়ী কুস্তিগির বজরং 'পদ্মশ্রী' ফেরানোর সিদ্ধান্ত নেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করতে সংসদে যান তিনি। কিন্তু সেখানে যাওয়ার আগেই তাঁকে পুলিশ আটকায়। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারেননি বজরং। পরে সংসদের সামনের রাস্তায় (কর্তব্যপথ) সেই পদক ফেলে দিয়ে আসেন।

বজরং পরে সাংবাদিকদের বলেন, আগেই বলেছিলাম, আমি আমার মেয়ে এবং বোনেদের বাঁচানোর জন্য লড়াই করছি। ওদের ন্যায়বিচার এখনও দিতে পারিনি। তাই আমার মনে হয় আর এই সম্মানের যোগ্য নই আমি। এখানে এসেছি নিজের সম্মান ফিরিয়ে দিতে। তবে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারিনি কারণ আগে থেকে কিছু জানিয়ে আসিনি। প্রধানমন্ত্রীর ব্যস্ত সূচি রয়েছে। তাই প্রধানমন্ত্রীকে যে চিঠি লিখেছি, তার উপরেই পদকটা রেখে দিচ্ছি। এই পদক আর বাড়ি নিয়ে যেতে চাই না।

গত শুক্রবার বিকালে বজরং সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে জানান যে, তিনি পদ্মশ্রী ফিরিয়ে দিচ্ছেন। বজরং তাঁর বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লেখেন, তআমি আমার পদ্মশ্রী সম্মান ফিরিয়ে দিচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত, তবুও আপনাকে লিখতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ দেশের কুস্তিগিরদের সঙ্গে এমন অনেক কিছু ঘটছে যার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরি।দ

বজরং তাঁর চিঠিতে এই বছর জানুয়ারি থেকে ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ তাঁরা শুরু করেছিলেন, সেটার উল্লেখ করেন। ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ছিল কুস্তিগিরদের। দিল্লির যন্তর মন্তরের সামনে ধর্না দিয়েছিলেন বজরংরা। তিনি বলেন, আমরা প্রতিবাদ বন্ধ করেছিলাম, কারণ সরকার আমাদের কথা দিয়েছিল ব্রিজভূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু তিন মাস কেটে গেলেও এফআইআর হয়নি। আমরা আবার প্রতিবাদ শুরু করি। কিন্তু জানুয়ারিতে ১৯টি অভিযোগ থাকলেও তা কমে আসে সাতে। এটা প্রমাণ করে যে ব্রিজভূষণ কতটা প্রভাবশালী। ১২ জন কুস্তিগির প্রতিবাদ করা বন্ধ করে দেন।

এ দিকে, রিও অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ জয়ী সাক্ষী বৃহস্পতিবার কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমাকে আর কেউ কখনও কুস্তি লড়তে দেখবে না।দ তাঁর পাশে ছিলেন বজরং পুনিয়া। তিনি বলেন, আমরা আর কুস্তি লড়তে পারব কি না জানি না। রাজনীতি কী ভাবে কাজ করে জানি না।

তার মাঝেই গত রবিবার সকালে কুস্তি সংস্থার নতুন কমিটি সাসপেন্ড করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রক। সংবাদ সংস্থা পিটিআই জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার নির্বাচিত হওয়ার পরেই জাতীয় অনূর্ধ্ব-১৫ ও অনূর্ধ্ব-২০ স্তরের প্রতিযোগিতার কথা ঘোষণা করেন সঞ্জয়। তিনি জানান, চলতি মাসের শেষে উত্তরপ্রদেশের গোন্ডাতে সেই প্রতিযোগিতা হবে।

কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের মনে হয়েছে, কোনও পরিকল্পনা না করেই সেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার ফলে অংশ নিতে চাওয়া কুস্তিগিরেরা নিজেদের তৈরি করার পর্যাপ্ত সময় পাবেন না।

১০০ কোটি পাউন্ডের বেশি খরচ করে যে ফল কিনল চেলসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: মার্কিন ধনকুবের টড বোয়েলি গত বছর মে মাসে চেলসি কিনে নেন। এরপর স্কোয়াডের শক্তি বাড়াতে দলবদলের বাজারে ঢেলেছেন ১০০ কোটি পাউন্ডের বেশি। স্টামফোর্ড ব্রিজের ক্লাবটির হালনাগাদ খোঁজখবর না রেখে 'টাকায় কি না হয়';বহুল প্রচলিত কথাটি বিশ্বাস করলে ভাবতেই পারেন, চেলসি নিশ্চয়ই মাঠে ছড়ি ঘোরাচ্ছে। বটে! যদি বলা হয়, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে যে ২০টি দল খেলছে, তাদের মধ্যে আর কোনো দল ২০২৩ সালে লিগে চেলসির চেয়ে বেশি ম্যাচ হারেনি; তাহলে? তখন অবশ্য মনে হতে পারে, নাহ টাকায় সবকিছু হয় না!

ফুটবলের পরিসংখ্যান,বিষয়ক 'এক্স' অ্যাকাউন্ট 'স্কোয়াকা' জানিয়েছে, ২০২৩ সালে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে আর কোনো দলই চেলসির চেয়ে বেশি ম্যাচ হারেনি। 'ট্রান্সফারমার্কেট' জানাচ্ছে, তথ্যটি সঠিক হলেও লজ্জার এই রেকর্ডে চেলসি নিঃসঙ্গ নয়। বিষয়টি আরেকটু বুঝিয়ে বলা যায়। ২০২৩ সালে প্রিমিয়ার লিগে ১৯ ম্যাচ হেরেছে চেলসি। একই সময়ে প্রিমিয়ার লিগে চেলসির সমান ১৯ ম্যাচ হারা ক্লাব আছে আরও তিনটি; বোর্নমাউথ, ফুলহাম ও নটিংহাম ফরেস্ট। অর্থাৎ ২০২৩ সালে প্রিমিয়ার লিগে আর কোনো দল চেলসির চেয়ে বেশি ম্যাচ হারেনি; তবে সর্বোচ্চ হারের এই তালিকা এক সদস্যবিশিষ্ট নয়।

এই চার দলের হার-জিতের পরিসংখ্যান আরেকটু ব্যাখ্যা করলে সামগ্রিক চিত্রটা পাওয়া যায়। গতকাল রাতে প্রিমিয়ার লিগে উলভসের মাঠে ২-১ গোলের হারে ২০২৩ সালে সর্বোচ্চ হারের এই তালিকায় শীর্ষে উঠে আসে চেলসি। এ বছর সেটা ছিল চেলসির ৪১তম লিগ ম্যাচ। ৪১ ম্যাচে ১০ জয়, ১২ ড্র এবং ১৯ হার চেলসির। এ মৌসুমের লিগ টেবিলে তাঁরা দশম। তাদের দুই ধাপ নিচে অবস্থান করা বোর্নমাউথ ২০২৩ সালে ৩৮ ম্যাচ খেলে চেলসির চেয়ে বেশি জয় তুলে নিয়েছে। ১৩ জয়, ৬ ড্রয়ের পাশাপাশি ১৯ হার। ফুলহাম খেলেছে ৩৯ ম্যাচ। এ মৌসুমে লিগ টেবিলে বোর্নমাউথের পরের অবস্থানে থাকা ক্লাবটি (১৩তম) ১৪ জয় ও ৬ ড্রয়ের বিপরীতে ১৯ ম্যাচ হেরেছে।

সত্তর দশকের শেষ দিকে এবং আশির দশকের শুরুতে ইউরোপিয়ান ফুটবল কাঁপানো নটিংহাম ফরেস্ট এবারের মৌসুমে লিগ টেবিলে আছে শোচনীয় অবস্থায়। ১৮তম স্থানে থাকা ক্লাবটি অবনমন অঞ্চল থেকে মাত্র এক ধাপ দূরে। ১৯৭৯ এবং ১৯৮০ সালে টানা দুবার ইউরোপিয়ান কাপজয়ী (চ্যাম্পিয়নস লিগ) নটিংহাম এ বছর খেলেছে ৪০ ম্যাচ। ৯ জয়ের পাশাপাশি ১২ ড্র এবং ১৯ হার। তবে এ বছর এখনো ২টি করে ম্যাচ বাকি চেলসি, ফুলহাম, বোর্নমাউথ এবং নটিংহামের। এ বছর ৩৯ ম্যাচ খেলে ১৮ হার এভারটনের।

প্রিমিয়ার লিগের দলগুলোর মধ্যে এ বছর এই প্রতিযোগিতায় সবচেয়ে কম ম্যাচ হেরেছে কে;সে প্রশ্নও উঠতে পারে। বলতে পারেন, কে আবার ম্যানচেস্টার সিটি!

উত্তর সঠিক, তবে পুরোপুরি নয়। আর এ ক্ষেত্রেও ব্যাপার সেই চেলসির মতোই;প্রিমিয়ার লিগে এ বছর সবচেয়ে কম ম্যাচ হারা একমাত্র দল নয় সিটি। পেপ গার্দিওলার দলের সমান ৬ ম্যাচ হেরেছে লিভারপুলও। ৭ ম্যাচ হেরেছে আর্সেনাল এবং ৮ হার অ্যাস্টন ভিলার।

অস্ট্রেলিয়ার হয়ে সবচেয়ে বেশি রান ওয়ার্নারের ওপরে শুধু পন্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাকিস্তানের বিপক্ষে মেলবোর্ন টেস্টে ওয়ার্নার যখন ব্যাটিংয়ে নামেন সব সংস্করণ মিলিয়ে তাঁর রান ছিল ১৮৪৭৭। যেটা ছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তৃতীয় সর্বোচ্চ। এই তালিকায় তাঁর ওপরে ছিলেন দুই অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি রিকি পন্টিং ও স্টিভ ওয়াহ।

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক ওয়াহকে ছাড়িয়ে দ্বিতীয় স্থানে বসতে ওয়ার্নারের প্রয়োজন ছিল ২০ রান।

পাকিস্তানি ফিল্ডার আবদুল্লাহ শফিক সহজ ক্যাচ ছাড়ায় আজ ওয়াহকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন ওয়ার্নার।

ইনিংসের ১৬তম ওভারে হাসান আলীর করা বলটি ওয়ার্নারের ব্যাটের কানা ছুঁয়ে বাউন্ডারি হতেই ওয়াহকে ছাড়িয়ে যান অস্ট্রেলিয়া ওপেনার। প্রথম ইনিংসে ৩৮ রানে আউট হওয়া ওয়ার্নারের রান এখন ১৮৫১৫। ৪৬০ ইনিংসে ৪৯ শতক ও ৯৩ অর্ধশতকে ওয়ার্নারের গড় ৪২.৫৬।

শীর্ষে থাকা পন্টিংকে হয়তো ছাড়ানো সম্ভব নয় ওয়ার্নারের। এখনো অস্ট্রেলিয়ান ওপেনারের চেয়ে ৮৮৫৩ রানে এগিয়ে আছেন পন্টিং। তিনি খেলেছেন ৬৬৭ ইনিংস, গড় ৪৫.৮৪। শতক ৭০টি, অর্ধশতক ৭০টি। ওয়াহর শতক ৩৫টি, অর্ধশতক ৯৫টি। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে শীর্ষ পাঁচে থাকা বাকি দুজন হলেন অ্যালান বোর্ডার ও মাইকেল ক্লার্ক। ৫১৭ ইনিংসে বোর্ডারের রান ১৭৬৯৮। গড় ৪০.৭৭, শতক ৩০টি , অর্ধশতক ১০২টি। ক্লার্ক ৪৪৯ ইনিংসে ৪৫.২৬ গড়ে রান করেছেন ১৭১১২। শতক ৩৬টি, অর্ধশতক ৮৬টি। আর একটি শতক পেলেই ৫০তম শতকের মালিক হবে অস্ট্রেলিয়ান এই ওপেনার। সেই রেকর্ডটা নিঃসন্দেহে মেলবোর্ন টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংস কিংবা বিদায়ী সিডনি টেস্টেই করতে চাইবেন। টেস্টে ওয়ার্নারের শতক ২৬টি, ওয়ানডেতে ২২টি আর টি-টোয়েন্টিতে ১টি।

মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট কেরালা ব্লাস্টার এফসি ম্যাচ খেলার আগে মোহনবাগানের খেলোয়ারদের অনুশীলন সল্টলেক স্টেডিয়াম প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে। ছবি: সুবীর মজুমদার

বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনে পাকিস্তানের হতাশার ফিল্ডিং

নিজস্ব প্রতিনিধি: পার্থে সিরিজের প্রথম টেস্টটা ৩৬০ রানে হেরেছিল পাকিস্তান। সেই ম্যাচে দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৮৯ রানে অলআউট হয় দলটি। তবে ব্যাটিংয়ের চেয়ে সেই ম্যাচে পাকিস্তানের বোলারদের পারফরম্যান্স নিয়েই পরে কাটাছেঁড়া হয়েছে বেশি। শাহিন আফ্রিদিদের গতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন দলটির সাবেক গতি তারকা ওয়াকার ইউনিস। পরে প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়ার পেসার মিচেল স্টার্কও কথা বলতে গিয়ে পাকিস্তানি পেসারদের গতি কমে যাওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করেন।

শুরু হওয়া মেলবোর্ন টেস্টে সেই পাকিস্তানি বোলাররাই দারুণ বোলিং করলেন। আকাশ মেঘলা দেখেই টস জিতে বোলিং বেছে নিয়েছিলেন দলটির অধিনায়ক শান মাসুদ। পাকিস্তানি পেসাররা হতাশ করেননি অধিনায়ককে। শাহিন আফ্রিদি, মির হামজা, হাসান আলী ও আমের জামালরা কন্ডিশনের সুবিধা কাছে লাগিয়ে যথেষ্টই এদিক-ওদিক করিয়েছেন বল।

তবে বৃষ্টিবিঘ্নিত দিনটাতে ভালো বোলিংয়ের যথাযথ পুরস্কার পাননি পাকিস্তানি বোলাররা। প্রথম দিনে খেলা হয়েছে ৬৬ ওভার। পাকিস্তানি বোলাররা নিতে পেরেছেন ৩ উইকেট। অস্ট্রেলিয়া দিন শেষ করেছে ১৮৭ রান তুলে।

চা,বিরতির আগেই পূর্বাভাস মেনে বৃষ্টি এসে খেলা থামিয়ে দেওয়ার আগেই দুই ওপেনারকে হারিয়ে ফেলে অস্ট্রেলিয়া। বিদায়ী সিরিজ খেলা ডেভিড ওয়ার্নার ফেরেন প্রথম সেশনে। তাঁর আউটেই শেষ হয় প্রথম সেশনের খেলা। ২৮তম ওভারের প্রথম বলে এই বাঁহাতি যখন ফিরলেন অস্ট্রেলিয়ার রান ৯০।

লাঞ্চ সেরে আসার ৬ ওভারের মধ্যেই বিদায় নেন ওয়ার্নারের সঙ্গী উসমান খাজাও। দলকে ১০৮ রানে রেখে বিদায় নেন জুতায় দুই মেয়ের নাম লিখে ব্যাট করতে নামা অস্ট্রেলীয় ওপেনার।

পাকিস্তানি বোলাররা ভালোই বল করেছেন। দুই ওপেনারকে ফিরিয়ে দিয়ে তার পুরস্কারও পেয়েছেন তাঁরা। ওয়ার্নারকে অবশ্য আরও আগেই ফেরানোর সুযোগ পেয়েছিল পাকিস্তান। ইনিংসের তৃতীয় ওভারে ব্যক্তিগত ২ রানে কপালগুণেই বেঁচে যান ওয়ার্নার। শুরু থেকেই দারুণ বোলিং করা আফ্রিদির লেংথ বলটি ওয়ার্নারের ব্যাটে চুমো খেয়ে চলে যায় দ্বিতীয় স্লিপে দাঁড়ানো আবদুল্লাহ শফিকের হাতে। সহজ ক্যাচটিতে কী করে যেন ফেলে দেন শফিক। পার্থে প্রথম টেস্টে ১৬৪ রানের দারুণ এক ইনিংস খেলা ওয়ার্নার ১৭ রানে দাঁড়িয়েও আরেকবার সুযোগ দিয়েছিলেন। এবার বলটা তাঁর ব্যাটের কানা ছুঁলেও স্লিপ ফিল্ডারদের মাথার ওপর দিয়ে সীমানার বাইরে চলে যায়।

গত কয়েক বছরে পাকিস্তানি ফিল্ডারদের ওয়ার্নারের ক্যাচ ছাড়ার মানেই ছিল অস্ট্রেলীয় ওপেনারের তিন অঙ্কের দেখা পেয়ে যাওয়া। আজ অবশ্য সেটি হয়নি। তৃতীয়বার ক্যাচ তুলে আর বাঁচতে পারেননি ওয়ার্নার। অনিয়মিত স্পিনার আগা সালমানের অফ স্টাম্পের অনেক বাইরের বলে খেলতে গিয়ে স্লিপে ক্যাচ তোলেন, এবার বাবর আজমের হাতে জমে যায় বলটি। ফেরার আগে ৮৩ বলে ৩৮ রান করেন ওয়ার্নার। এই রান করার পথেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে স্টিভ ওয়াহকে ছাড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের মালিক হয়ে যান ওয়ার্নার।

৯০ রানের উদ্বোধনী জুটিতে ওয়ার্নারের সঙ্গী খাজাও আউট স্লিপে ক্যাচ দিয়ে। এই টেস্টেই পাকিস্তান দলে ফেরা পেসার হাসান আলী পেয়েছেন উইকেটটি। ১০১ বলে ৪২ রান করা খাজা মেরেছেন ৫টি চার। এর প্রথমটি মেরেই রানের খাতা খুলেছেন ৩৭ বছর বয়সী ব্যাটসম্যান।

খাজার বিদায়ের পর বৃষ্টি এসে খেলা থামিয়ে দেওয়ার আগে দলের রানটাকে ১১৪ পর্যন্ত নিয়ে যান মারনাস লাবুশেন ও স্টিভ স্মিথ। তৃতীয় সেশনের আগে আর খেলা শুরু করা যায়নি। খেলা আবার শুরু হওয়ার পর প্রথম একটা ঘণ্টা নির্বিঘ্নেই কাটিয়ে দেন মারনাস লাবুশেন ও স্টিভ স্মিথ। পানি পান বিরতির পর স্মিথকে ফেরান আমের জামিল। স্মিথের ব্যাটের কিনারা ছুঁয়ে উইকেটকিপার মোহাম্মদ রিজওয়ানের গ্লাভসবন্দী হয় বল। পাকিস্তানিদের আবেদনে প্রথমে সাড়া দেননি আম্পায়ার। রিভিউ নিয়েই উইকেটটি পায় পাকিস্তান।

৭৫ বলে ২৬ রান করেছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক। লাবুশেন দিনটা শেষ করেছেন ৪৪ রানে অপরাজিত থেকে। দিনের শেষ ওভারে স্লিপে ক্যাচ তুলেও বেঁচে যাওয়া ট্রাভিস হেড দিন শেষ করেছেন ৯ রান তুলে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**